Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED
3/322
2615(47)
1/160

অধ্যাত্ম তত্ত্ব কৌমুদী

শব্দব্রহ্ম, লঙ্কা, ভাগীরথী গঙ্গা, শক্তিতত্ত্ব,
দুর্গাপূজা, রাসলীলা, দোললীলা,
শিবচতুর্দ্দশী, কচ ও দেবযানী।

LIBRARY 1/160
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

ডাঃ শ্রীকুঞ্জেশ্বর মিশ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভিন্ন সভায় পঠিত ও মাসিকপত্রে প্রকাশিত
প্রবন্ধাবলীর সার সংগ্রহ—

অধ্যাত্ম তত্ত্ব কৌমুদী

LIBRARY
No. 1/160
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
B......

তিব্বতী বাবা বেদান্ত আশ্রমের আচার্য্য
"রামায়ণবোধ বা বাল্মীকির আত্মপ্রকাশ"
গ্রন্থ প্রণেতা
ডাঃ শ্রীকুঞ্জেশ্বর মিশ্র এল, এম, এস, প্রণীত

১৩৫৩

সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত

মূল্য ১৷৹

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাওড়া তিব্বতী বাবা বেদান্তাশ্রম হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান
তিব্বতী বাবা বেদান্তাশ্রম লাইব্রেরী
তিব্বতী বাবা লেন, সাঁতরাগাছি পোঃ আঃ, হাওড়া।
পি, মিশ্র—১৩১।এ, অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা।

সাময়িক বিপর্য্যয় ও পরিস্থিতির জন্য
মুদ্রণ ভুল মার্জ্জনীয়।

মুদ্রাকর :—ফণীভূষণ হাজরা
"গুপ্তপ্রেস"
৩৭।৭, বেনিয়াটোলা, লেন, কলিকাতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 1/160
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
শব্দব্রহ্ম	১
রামায়ণের লঙ্কা	৩৭
ভাগীরথী গঙ্গার উৎপত্তি	৪৫
শক্তিতত্ত্ব	৫৪
হিরণ্যগর্ভ	৫৭
হিরণ্যাক্ষ	৫৮
মধুকৈটভ বধ	৫৯
হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদ	৬১
মীন, কুর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন ...	৬৩
রুদ্র বা শিব	৬৪
কালী	৬৫
সতী ও উমা	৬৮
দক্ষযজ্ঞ	৬৮
দুর্গা	৭০
দুর্গাপূজাতত্ত্ব	৭২
গায়ত্রী	৭৯
রাসলীলার বৈদিক সূত্র	৮১
দোললীলা ও শিবচতুর্দ্দশী	১০২
কচ ও দেবযানী রহস্য	১১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসর্গ

রাজসাহীর গ্রামাঞ্চলের কোনও ব্রাহ্মণতনয় কৈশোরে জ্ঞাতিশত্রু কর্ত্তৃক প্রভূত বিত্ত-চ্যুত হইয়া কাশীধামে যাইয়া শাস্ত্রাধ্যায়ন করেন। সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী দণ্ডী উদাসীন, প্রৌঢ়ের প্রারম্ভে জন্মভূমি দর্শনান্তে প্রত্যাবর্ত্তন কালে, পথিমধ্যে কোনও রাজকর্ম্মচারীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলে তাঁহাকে নানা ছলে আটক রাখিয়া, এক নিশাযোগে তিনি তৎস্থানীয় এক সদ্‌বংশজাত ব্রাহ্মণ-দুহিতার সহিত তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই পরিণীত করেন। রক্ষীহীন মুক্তদ্বার পথে পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় পলায়নপর উদাসীনের অনুসরণপরা সদ্যপরিণীতা কন্যাটি কিয়দ্দূরে তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া প্রার্থনা জানাইল—তাহাকে সঙ্গে লইয়া কাশীতে পৌছাইয়া দিলে স্বামী-পরিত্যক্তা, স্বজন-বিতাড়িতা, উপায়ান্তর-রহিতা অবস্থায় অগত্যা সে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিবে। স্তম্ভিত স্বামী ভবিতব্যের লিখন অখণ্ডনীয় বুঝিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ৺মহারাণী ভবানী প্রদত্ত প্রভূত ব্রহ্মোত্তর ভূমি প্রাপ্ত হইয়া সংসারী হইলেন। সেই পুরুষানুক্রমে অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও সাধনার অব্যাহত ধারাপূত বংশের উত্তরাধিকারী স্বর্গীয় পিতৃদেব তৎবংশে যে বীজ ব্যপন করিয়াছিলেন—জীবিকা উপার্জ্জনার্থ বৈদেশিক চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষিত, পূর্ব্বপুরুষের আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত ও সৌভাগ্য বশতঃ মহাপুরুষের সঙ্গলাভে কৃতার্থ, তাঁহারই এক অধম সন্তানের ভাগ্যে, সেই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত গুরুরই কৃপায় ও প্রেরণায়—তাহারই অঙ্কুরোদ্গমের কথঞ্চিৎ সম্ভব হওয়ার নিদর্শন স্বরূপ এই গ্রন্থ অধ্যাত্মতত্ত্বামোদী সুধীসমাজের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইল। পূর্ব্ব প্রণীত "রামায়ণ বোধ বা বাল্মীকির আত্মপ্রকাশ" গ্রন্থও রবীন্দ্রনাথের মত-লিখিত ভাষায় "সাধনালোক প্রদীপ্ত।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিব্বতী বাবা

কিশোর নবীন মাতার সকাশে বিদায় চাহিল যবে।
ত্যজি গৃহদ্বার যাইবে সেথায় ইষ্টলাভ যেথা হবে ॥
উদিল স্মৃতিতে জননীর সেই সাধুর ভবিষ্য বাণী।
ষষ্ঠবারে এক মহাপুরুষের তিনি হবেন গর্ভধারিণী ॥
মাতার আশীষ করিয়া সম্বল পদব্রজে একা ভ্রমি।
শ্রীহট্ট হইতে নেপালে আসিয়ে নৃপতিরে কহে নমি' ॥
"যোগসাধনে যাইব তিব্বতে উপায় করুন আপনি।"
বালকের দেখি এ হেন সাহস আশ্চর্য্য বড়ই মানি,
বণিকের সহ পাঠান তাহারে তিব্বতে দুর্গম স্থানে।
মঠাধীশ সেথা দিলেন আশ্রয় নিভৃত গুহার কোণে ॥
যোগাসনে বসি একাগ্র মনেতে কাটিল বছর সাত।
না জানে কেমনে কোথা দিয়ে তার কেটে গেল দিন রাত ॥
'সিদ্ধার্থ' হইয়া গুহা ত্যজি' যোগী ভ্রমিয়ে মঙ্গোল চীন।
'পাগলাবাবা' নামে ব্রহ্মের অরণ্যে ঘুরিলেন নিশি দিন ॥
ফুঙ্গীগণ পরে আনিয়া তাঁহারে স্থাপিল তাদের মঠেতে।
প্রবাসী কোন বঙ্গ মহাজন আনেন তাঁরে ভারতে ॥
সন্ন্যাস দানি শ্যামাকান্তে করি 'সোঽহং স্বামী' নামে খ্যাত।
বেদান্তের ধ্বজা 'সোঽহং গীতা' যাঁর ভারত গগনে ভাত ॥
মাদ্রাজ হইতে আনি ধর্মচক্রে পূর্বের নিজাম রাজ।
নির্ভীক কণ্ঠে তাঁর শুনিয়া সোঽহং নমিলেন শিরতাজ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

*ব্যাস স্বরূপ সে মহাপুরুষ যিনি "পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ" ।—
শরণে তাঁহার ঘুচিলে অজ্ঞান হয় আত্মানুসন্ধান সুরু ॥
জাগহ ব্রহ্মণ। হৃদি অন্তস্থলে আশীষ দানিতে পুনঃ।
অন্তকালেও সেই স্বরূপজ্ঞান অটুট রহেছে যেন ॥
ওঁ শান্তি।

নিবেদন

ধন্য মাগো, ভারতমাতা ভূমি যে তোর পরশমণি।
কত রতন উঠলো এতে তোর যে অক্ষয় খনি ॥
যেদিন তোর বক্ষ ভাসিল যজ্ঞ পশুর শোণিতে।
আসিল সেদিন গৌতম বুদ্ধ অশ্রু তোর মুছাতে ॥
দেখাল জগতে চিরসুখ শুধু নির্ব্বাণ মুকতিতে।
বহুদিন তোর তৃষিত সন্তান বঞ্চিত ছিল শুনিতে।
কি শান্তি নিহিত আছে ঐ শঙ্কর শিবোহহং বাণীতে।
ধন্য মাগো নবীন জননী—ধরি নিজ জঠরেতে ॥
পুত্ররত্ন ত্রিবেণী বাবা প্রাচ্যদেশ উজলিতে।
অজ্ঞানে সুপ্ত দেশকে পুনঃ সোহহং ধ্বনিতে জাগাতে ॥
আত্মারূপে সর্ব্বহৃদে বসি শুনিবেন যে তিনি।
শিষ্য হৃদিকন্দরে তাঁর প্রেরিত প্রতিধ্বনি ॥

দীনশিষ্য :—শ্রীকুঞ্জেশ্বর মিশ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান তিব্বতী বাবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED
LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দ ব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ৬ষ্ঠ অধ্যায়
...অনেক জন্ম সংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাংগতিং ॥ ৪৫
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানীভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬

সেই পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসই তাঁহাকে বিষয় হইতে দূরে লইয়া যায়। অবশ হইলেও যোগের স্বরূপ জিজ্ঞাসু হইলে তিনি শব্দব্রহ্ম অপেক্ষা অধিকতর ফললাভ করেন। অনেকজন্মে সিদ্ধ হইয়া যোগী পরাগতি লাভ করেন। যোগী তপস্বী হইতে জ্ঞানী হইতে এবং সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি যোগী হও। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রশ্নে এই উত্তর দিয়াছিলেন। (গীতা দেখুন) সর্ব্বশেষে বলিলেন—

"যোগীনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবানভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭

যোগীগণের মধ্যে যিনি শ্রদ্ধাবান ও মদ্গতচিত্ত হইয়া আমাকে ভজনা করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ।

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো, বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥" ১৫।১৬

সকল প্রাণীর হৃদয়ে আমিই, অন্তর্য্যামীরূপে অধিষ্ঠিত আছি। আমা হইতেই পূর্ব্বানুভবজাত স্মৃতি ও জ্ঞান এতদুভয়ের বিলোপও হইয়া থাকে। সমুদয় বেদ দ্বারা আমিই জ্ঞেয়; আমিই বেদান্তার্থের জ্ঞানদাতা গুরু এবং প্রকৃত বেদার্থবেত্তা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩৪৫ সনের আশ্বিনের মাসিক বসুমতী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গীতা ও বেদপ্রবন্ধে শব্দব্রহ্ম সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—"গীতার ৬।১৬ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি যোগকে জানিতে ইচ্ছা করে, সেই শব্দব্রহ্মকে অতিক্রম করিতে পারে। এই শব্দব্রহ্মের অর্থ শঙ্কর বলিয়াছেন বেদ। তিনি বলিয়াছেন যে যজ্ঞ করিয়া যে স্বর্গলাভের কথা বেদে আছে, যোগাভ্যাসের চেষ্টা করিলে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারা যায়। স্বকামভাবে বৈদিক কর্ম্ম করিয়া শ্রেষ্ঠ গতি মুক্তি লাভ হয় না ইহাই এখানে বলা হইল। রামানুজ শব্দব্রহ্ম এই কথাটির অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে এখানে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ প্রকৃতি এবং শব্দব্রহ্ম কথার অর্থ—দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি প্রকৃতির অন্তর্গত যে সকল অবস্থা আছে সেই সকল অবস্থা। রামানুজ বলেন যে যোগ অভ্যাস করিলে দেহকে আত্মারূপে ভ্রম দূর হয়। আত্মার যাহা স্বরূপ—যাহা প্রকৃতির উর্দ্ধে—সেই স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মধ্বাচার্য্য বলিয়াছেন 'শব্দব্রহ্ম অতিবর্ত্ততে' এই কথার অর্থ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। ইনি শব্দব্রহ্মের কোনও অর্থ দেন নাই।" এই আলোচনা হইতে ইহাই বোঝা যায় যে উপরিউক্ত তিন আচার্য্যের কাহারও সহিত কাহারও মতের মিল নাই। প্রকৃত সত্য একার্থ বোধক।

যোগেশ্বর কৃষ্ণ যোগারূঢ় অবস্থাতেই স্বরূপ সিদ্ধিলাভে আত্মস্থ হইয়াই, তৎকথিত 'মে', 'মাং', 'মহ্যং' ও 'অহং' শব্দে নিজের সেই পদস্থ অবস্থারই পরিচয় দিয়াছিলেন। তাই অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ভবিষ্যৎ কালে অনুরুদ্ধ হইয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে তৎকালে যোগস্থ হইয়া যাহা আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম তাহা আর এখন বলিতে পারিব না। যোগসিদ্ধ, আত্মজ্ঞ, ব্রহ্মভূত মানব কৃষ্ণ তখন ভগবান পদবাচ্য হইয়াছিলেন। তাই গীতা ভগবান উবাচ। ইহা আবহমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালই তথাকথিত অর্দ্ধজীবনমুক্ত ব্রহ্মভূত অনেক ঋষিরই অবস্থাবিশেষ —ক্ষণিক বিদেহকৈবল্য নামে কথিত। কৃষ্ণের এই বাণী পরমাত্মভূত অন্তৃণদুহিতা ব্রহ্মর্ষি বাগ্মী দেবীর তথাকথিত দেবী সুক্ত নামে প্রচলিত বৈদিক সূক্তেরই অবিকল প্রতিধ্বনি।—"অহং রুদ্রেভির্ব্বসুভিশ্চরাম্যহং ইত্যাদি (ঋ, ১০)। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সমস্ত সিদ্ধ যোগীই, এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহাদেরও এই সত্যই উপলব্ধি হয়। ইহাই বৈদিক, ঔপনিষদিক, বৈদান্তিক সমস্ত শাস্ত্র সম্মত।

যোগ—বিদ্বৎসমাজের প্রায় সকলেই সাংখ্যদর্শন ও যোগদর্শন সম্বন্ধে অনেক শাস্ত্রীয় গ্রন্থ অধ্যয়নে সে বিষয়ে একটা ধারণা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়জন যোগের অনুশীলন ও সাধনা অর্থাৎ তাহার অভ্যাস (practice) দ্বারা তাহার ফল সিদ্ধির সত্যতার প্রমাণ পাইয়াছেন তাহাও জিজ্ঞাস্য। শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি প্রথিতযশা আচার্য্যগণের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি বাল্মীকি আবির্ভূত হইয়া আদি মহাকাব্য রামায়ণ রচনা করেন। রামায়ণে মাত্র সনৎকুমারের সহিত নারদ ঋষির ব্রহ্মবিষয়ক কথোপকথনের উল্লেখ আছে। ইহাতেই অনুমান হয় যে সেই উপাখ্যান অবলম্বনেই পরবর্ত্তি কালে বা সেই সময়েই ছান্দ্যগ্য ঔপনিষদ রচিত হইয়াছিল। রামায়ণের কালের প্রায় ৪০০ বৎসর পরে মহাভারত রচিত হয়। যাজ্ঞবল্ক্য ও কঠ ঋষির উল্লেখ উহাতে থাকতে বৃহদারণ্যক ও কঠোপনিষদ উহার সমসাময়িক। হরিবংশ মহাভারতে উল্লিখিত আছে যে যদুঃবংশীয় রাজা ভীমের রাজত্ব-কালে অযোধ্যায় রাম রাজত্ব করিতেন। ভীম হইতে ষষ্ঠপুরুষ বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের পিতা। পক্ষান্তরে বশিষ্ট—শক্তৃ—পরাশর পুত্র ব্যাস ৪ পুরুষ। শতবর্ষ বা ততোধিক দীর্ঘজীবী ঋষিগণ ও তদপেক্ষা স্বল্পজীবী ক্ষত্রিয় রাজকুলের বয়সের একটা সামঞ্জস্য করিলে ঐ উভয় গ্রন্থের অন্তরাল কাল বা দ্বাপর যুগ এই ৪০০ বৎসরই অনুমিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শৈশবে কৃত্তিবাসী, বয়োবৃদ্ধি সহকারে তুলসীদাসী ও রঘুবংশ, বার্দ্ধক্যে আধ্যাত্ম রামায়ণ প্রভৃতি পাঠে, বিষ্ণুঅবতার রামের অলৌকিক ও অমানুষিক কার্য্যাবলী পাঠ করিলেও, মহাভারতে রামোপাখ্যানে তাঁহার এই অবতারত্বের কোন উল্লেখ না থাকাতে, রাম চরিত্র সম্বন্ধে একটা ধাঁধা জন্মিয়াছিল। যৌবনের শেষে, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিরফলেই সমস্ত ভারত ও প্রাচ্যের পূজিত শ্রীগুরুদেব সাংখ্যযোগাচার্য্য তিব্বতী বাবার দর্শন লাভ সৌভাগ্য হইল। তাঁহারই প্রদর্শিত যোগমার্গ অবলম্বনের বহুবৎসর পরে, তাঁহারই কৃপায় যে অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হইলাম সেই দৃষ্টিতে মুল রামায়ণ পড়িয়া ক্রমে তাহার বাহ্য আবরণ মুক্তিতে তাহার গুপ্তরহস্যের সন্ধান পাইলাম। অধ্যায়ে অধ্যায়ে পংক্তিতে পংক্তিতে ইহাতে এক রাম চরিত্রে, তিন প্রকারে একই সত্যের পূর্ণ সমন্বয় হইয়াছে। ইহারই একদিক মহর্ষি বাল্মীকির আত্মসাধনার পন্থা ও প্রণালী এবং তাঁহারই আত্ম প্রকাশ। সাংখ্যযোগাচার্য্যদ্বয় বাল্মীকি ও তিব্বতী বাবা একই পন্থাবলম্বনে যোগ সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন এবং একইরূপে তাঁহাদের যোগসিদ্ধি বা আত্ম প্রকাশে স্বরূপ সিদ্ধি হইয়াছিল। দৃষ্টিভেদে এই রামায়ণ একাধারে ঐতিহাসিক, আবতারিক ও যৌগিকতত্ত্বের সমন্বয়। "জিজ্ঞাসুরপিযোগস্য শব্দ ব্রহ্মাতিবর্ত্ততে"। তাই এই যোগতত্ত্ব সমন্বিত আদি মহাকাব্য রামায়ণকেই প্রামাণ্য (authority) গ্রহণে শব্দব্রহ্মের ব্যাখ্যা দিলাম।

যোগ—যুজ+ঘঞ্=যুক্তি একের অন্যের সহিত যোজন। পাতঞ্জল যোগ সূত্রে "যোগশ্চিত্ত বৃত্তিনিরোধঃ"। অর্থাৎ চিত্তের সহিত সর্ব্বদা বহির্বিষয়ের যোগ সজ্বটন নিরোধ করা। একটা না একটা কিছু অবলম্বনেই মনের অস্তিত্ব। মন কোনও সময়েই অবলম্বন শূন্য থাকিতে পারে না। সুতরাং বহির্জগতের বিষয়রূপ বৃত্তি সমূহের অবলম্বন হইতে তাহাকে বিযুক্ত করিতে হইলে, তাহাকে অন্তর্মুখী করিয়া কোনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহাভ্যন্তরস্থিত চিত্তাকর্ষক বিষয়ে লিপ্ত করিতে হইবে। অন্যথা তাহার নিরোধ অসম্ভব। সাধারণতঃ যোগাচরণে গুরু উপদেশ দেন—পদ্মাসনে বসিয়া "সমংকায় শিরোগ্রীবং" হইয়া রুদ্ধদ্বার গৃহে,† বায়ুর সংস্পর্শ যথা সম্ভব বন্ধ করিয়া, অঙ্গুলি দ্বারা যথাক্রমে চক্ষু, কর্ণ, ও নাসিকারন্ধ্র দৃঢ় বন্ধ করিবে। শ্বাসকষ্ট হইলে মধ্যে মধ্যে নাসিকার বন্ধন শিথিল করিতে হইবে। তখন মন, তাহার ইন্দ্রিয়দ্বার গুলি বন্ধ এবং তজ্জন্য বহির্গমনের পথ রুদ্ধ হওয়াতে, পূর্ব্ব সংস্কারজাত নানারূপ স্মৃতির আশ্রয় লয়। এই অবস্থায় ভ্রূমধ্যে একটা কৃত্রিম (physical) জ্যোতির স্ফুটন হয়। মনের দৃষ্টি তাহাতেই সম্বদ্ধ করিতে হইবে। মনের একটা কিছু ক্ষণিক অবলম্বন স্বরূপ এই জ্যোতিতে অভ্যাস সহকারে একাগ্রতা সিদ্ধ করিতে হইবে। অধ্যাত্ম যোগে ইহাই প্রথম অক্ষর পরিচয়ের তুলা। হট যোগীরা একটা দীপ্ত লৌহশলাকার উজ্জ্বল জ্যোতিতে উন্মুক্ত চক্ষুতে দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া মনের একাগ্রতাসিদ্ধি সাধন করে। যতদুর সম্ভব নিঃশ্বাস লইয়া প্রশ্বাস রুদ্ধ করিবার প্রয়াস, ঐ ভ্রূমধ্যে জ্যোতিতে মনের একাগ্রতা সাধনেই ক্রমে অভ্যস্ত হয়। এইরূপ দীর্ঘকাল অভ্যাসের পর একটা সমস্তদেহ ব্যাপী স্পন্দন অনুভূত হয়। ক্রমে দেহের সেই স্পন্দন মেরুদণ্ড ও বক্ষাভ্যন্তরে হৃদয় দেশে সীমাবদ্ধ হয়। মন সেই কম্পনের অনুভূতি গ্রহণ করিতে করিতে সে, যে সংস্কার সমূহের স্মৃতি লইয়া এতক্ষণ খেলা করিতেছিল তাহা ক্ষণিক ভুলিয়া এই কম্পনের অনুভূতিতে একাগ্রতা লাভ করে। তখন সেই বক্ষ স্পন্দন হইতে আর একটা স্বতঃ প্রকাশিত জ্যোতির ক্ষণে ক্ষণে স্ফুটন হয়। ভ্রূমধ্যস্থ জ্যোতিতে মনের দৃষ্টি অব্যাহত থাকিলেও এই হৃদিস্পন্দন

† সিদ্ধ যোগীগণ পর্ব্বত অথবা মঠস্থ গুহাতেই যোগ সাধনে সিদ্ধ হইয়াছেন। তিব্বতী বাবা তিব্বতের কোন মঠের পার্ব্বতীয় গুহায় একাদিক্রমে ৭ বৎসর যোগ সাধনা করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জনিত জ্যোতি স্বতঃস্ফূর্ত্তই থাকে—পৃথকভাবে উপলব্ধ হয়। সুতরাং মনের এই স্থানে জ্যোতি দর্শনে সংকল্প বা কল্পনাপ্রসূত নহে। প্রশ্ন হইতে পারে মন যদি ভ্রূমধ্যস্থ জ্যোতিতে আকৃষ্ট ও লিপ্ত থাকে, তবে এই অন্তর্জ্যোতির উপলব্ধি কাহার দ্বারা হয় ?

এই দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা সাংখ্যযোগ শাস্ত্রেই আছে। মনেরও উপর কর্ত্তৃত্ব করে বুদ্ধি। কঠোপনিষদে পঞ্চইন্দ্রিয় রূপ অশ্বযোজিত দেহরথে অধিষ্ঠিত রথী-আত্মা, মন রূপ রশ্মি সংযত করে বুদ্ধি, এইরূপ উপমা আছে। উপরিউক্ত অবস্থায় মন ভ্রূমধ্যে জ্যোতিতে আকৃষ্ট হইয়া তাহাতেই লিপ্ত থাকিলে, মন-বিযুক্ত বুদ্ধি সত্ত্বগুণে প্রকাশশীল হইলে, তাহাতেই আত্মার জ্যোতি প্রভাসিত হয়—যেন স্বচ্ছ দর্পণে কোনও পদার্থের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। মনও বুদ্ধিবিযুক্ত হইয়া বেশিক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে না। কেননা মন ইন্দ্রিয় সাহায্যে বিষয় সমুহ হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধ প্রভৃতি মাত্র সাধারণ ভাবেই গ্রহণ করিতে পারে এবং বুদ্ধিই তাহা বিচার করিয়া, কোন্‌টা কিসের এবং তাহার কি গুণ তাহা তাহাকে সমঝাইয়া দেয়। তবে মন তাহাতে লিপ্ত হয়। বুদ্ধির বিচ্ছেদে মন বিষয় সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভ করিলেও, বিক্ষিপ্ত হইয়া তাহা বুঝিবার জন্য যেন বুদ্ধির সহযোগ অন্বেষণ করে। যখন বুদ্ধি অন্তর্জ্যোতিতে লিপ্ত থাকে, তখন মনও সেই দিকে ধাবিত হইয়া তাহার সহিত একীকৃত হয়। তখন তাহার দৃষ্ট সেই ভ্রূমধ্যস্থ জ্যোতিও অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং সেও সেই অন্তর্জ্যোতির দৃষ্টি লাভ করে। ক্রমে সেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত অন্তর্হৃদি জ্যোতিই বিস্তৃতি লাভ করিয়া একমাত্র বিদ্যমান থাকে। এই ভ্রূমধ্য জ্যোতিরূপের অন্তর্ধানের পর দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষুর যেমন অস্তিত্ব লোপ হয়, তেমনি শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধগ্রাহী মন ও বুদ্ধি অন্তর্জ্যোতিতে লিপ্ত থাকা বশতঃ দশ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহ সমস্ত দেহটারই অনুভূতি লুপ্ত হয় যেন তাহার কোনও অস্তিত্ব বোধই থাকে না। তখন চিজ্জ্যোতি প্রভাসিত আত্মাই (একমাত্র) বিদ্যমান থাকে। ইহাই আত্মদর্শন বা সাময়িক বিদেহ কৈবল্যের অনুভূতি—আত্মার সহিত মনবুদ্ধির যোগ। তাই ইহার আখ্যা সবিকল্প যোগ—অর্থাৎ একটা অবলম্বনের সহিত মন ও বুদ্ধির যোগ। এই যোগ উপলব্ধি ও অনুভূতি সাপেক্ষ। এই সৎচিৎ ও আনন্দ স্বরূপ সচ্চিদানন্দ রূপোঽহং আত্মা প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হয় বুদ্ধির সাহায্যেই। তাই তখনও বুদ্ধির অস্তিত্ব থাকে। এই অবস্থাতে কোন আত্মেতর দ্বিতীয় পদার্থের জ্ঞান না থাকাতে তখন এই সচ্চিদানন্দ শিবোঽহংরূপে বিভোর সাধকের পক্ষে শুধু অহংরূপী আমিই সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এই উপলব্ধি হওয়াতেই কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন 'অহমাত্মা, গুড়াকেশ।" এই অহংরূপী আত্মাই, অরূপ, অবর্ণ, অস্পর্শ, অব্যয় অক্ষয়, গতিশূন্য পরমাত্মার গতির প্রকাশে আত্মারূপ প্রাপ্ত হইয়া দেহাশ্রয়ে দেহী হইয়াছিলেন। "নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ। মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসী দশনায়য়া। অশনায়া হি মৃত্যুস্তন্মনোঽকুরুদাত্মন্বীস্যামিতি (বৃহদারণ্যক)। সেই মৃত্যুর ন্যায় কিছু, মন উৎপন্ন করিয়া আত্মবান হইল। মন হইতেই গতি। স্বপ্নে মনের গতিতে কাল্পনিক জগৎ সৃষ্টি। জাগ্রতে ইন্দ্রিয়ের প্রেরণায় মনের গতিতে জাগতীয় পদার্থের উপলব্ধি। অত-ধাতু গত্যর্থে অততি-গম্যতে, ব্যাপ্নোতি হইতে আত্মা শব্দের ব্যুৎপত্তি। তাই বেদে আত্মাকে সুপর্ণ ও পতঙ্গ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে (যথা ঋ, ১০, ১১৪, ৪)।

"একঃ সুপর্ণঃ স সমুদ্রমাবিবেশ, স ইদং বিশ্বং ভুবনং বিচষ্টে।"
তং পাকেন মনসা পশ্যমন্তিত স্তংমাতা রেহ্লি স উ রেহ্লি মাতরম্॥"

একই সুপর্ণ (শোভনীয় পক্ষধারী সুতরাং গতিশীল পক্ষী) যেন উড়িয়াই,

That which is ever active is called the man. Activity is the characteristic of the spiritual life.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমুদ্রে বা অন্তরীক্ষে, আ-সমন্তাৎ প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। তিনিই এই বিশ্ব ভুবনে ব্যাপ্ত। অন্তর্মুখী পরিপক্ক মনে তিনি স্বহৃদয়ে দর্শনীয়। তাঁহাকে, (প্রকৃতির পরিণতি) মাতার দেহ লেহন করে। আর সেই মাতাকে তিনি লেহন করেন—অর্থাৎ দেহাত্মজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। পুনশ্চ "সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকংসন্তংবহুধাকল্পয়ন্তি।" (ঐ৪) মেধাবী ও ক্রান্তদর্শীগণ সুপতন পরমাত্মাকে বহুরূপ স্তুতি সহ নানা-রূপে কল্পনা করেন। অন্যত্র "পতঙ্গমক্তমসুরস্যমায়য়া হৃদা পশ্যন্তি মনসা বিপশ্চিতঃ।

সমুদ্রে অন্তঃ কবয়ো বিচক্ষতে মরীচীনাং পদমিচ্ছন্তি বেধসঃ

(ঋ ১০, ১৭৭, ১)

অসন (অসধাতু নিক্ষেপে যেমন অস্ত্র) কুশল—নামরূপ উপাধি নিক্ষেপ কুশল অসুর (পরমাত্মা) তাঁহার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিজাত অজ্ঞান রূপ মায়ায় অভিব্যক্ত পতঙ্গ- (পতগত্যর্থে পততি-ব্যাপ্নোতি) গতিশীল দেহাশ্রিত দেহাত্মবুদ্ধি-আত্মাকেই জ্ঞানীরা বিবেকোদিত অন্তর্মুখী মনে, প্রজ্ঞানে নিজ হৃদয়ে তাহার স্বরূপেই দেখিয়া থাকেন। মীয়তে অনেন ইতি মায়া—যাহা দ্বারা মাপ বা অনুমান করা যায়। অজ্ঞানে দেহাত্মবুদ্ধিতে অনুমান আর প্রজ্ঞানে তাহাকেই পরমাত্মারূপে অনুমান। উভয়ই মায়ার কার্য্য! সায়ন মায়া অজ্ঞান ও প্রজ্ঞান উভয় অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রান্তদর্শীগণ, সেই পরমাত্মা হইতেই যেন উড়িয়া আসিয়া পতঙ্গরূপী আত্মাকে সমুদ্রবৎব্যাপ্ত অন্তরীক্ষ ও তাবৎ বিশ্বের প্রত্যেক ভূতজাত স্থাবর জঙ্গম পদার্থের অন্তঃস্থলে প্রবিষ্ট দেখিতে পান। ("তৎসৃষ্ট্বা তদনুপ্রবিশতি")। আবার বেদান্ত দর্শীগণ সেই পরমাত্মার মরীচীর ন্যায় পদ পাইতে কামনা করেন। অদৃশ্য সূর্য্য কিরণরূপী মরীচী জলশূন্য মরুভূমির উপর সর্ব্বত্রশূন্যে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জলভ্রমের ন্যায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভ্রান্তদৃষ্টির সৃজন করিয়াছে বেদান্ত দর্শীগণ সেই ভ্রম অপনোদনে সেই মরীচীর ন্যায় অদৃশ্য সৎব্রহ্ম কারণেরই পদলাভ কামনা করেন। রজ্জুতে সর্পভ্রম নিরাশে প্রকৃত রজ্জুর জ্ঞানলাভও ইহার আর একটি উপমা। আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদের মূলও এই বৈদিক সূত্র।

যাহারা কখনও যোগের আস্বাদ পান নাই তাঁহারা এই সুপর্ণ ও পতঙ্গ-রূপী আত্মার কোনই ধারণা করিতে না পারিয়া হয়তো বলিবেন ইহা সর্ব্বথা ঋষিদের কল্পনা প্রসূত। কিন্তু ইহা অভ্রান্ত সত্য যে সিদ্ধ যোগীগণ কখন কখন জ্যোতির্ম্ময় সুপর্ণ ও পতঙ্গ রূপেও দেহস্থ আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। সুতরাং যে বৈদিক ঋষিসমাজ ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাদেরই অন্তর্দৃষ্টিসম্মত ঐ বৈদিক সূত্র গুলি। তাঁহারা তাহা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। আর বর্ত্তমান কালে জীবতত্ত্ববিদগণ (Biologist) তাহাই স্থূলভাবে অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন। Protoplasm রূপ স্থূল ভূতের উপাদানে গঠিত, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের সূক্ষ্মানুভূতি সমন্বিত, আত্মার চিৎশক্তি বা আত্মাধিষ্ঠিত (তাই স্পন্দনশীল), রেত সহ নিঃসৃত বহু বীজকোষের (Sparmatozoa) মধ্যে একটী জরায়ুর সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে সর্প গতিতে অতিক্রম করিয়া, তাহার অভ্যন্তরস্থিত তদবৎ একটী মাতৃজনন কোষ Germinalcell ভেদ করিয়া তাহার সহিত একীভূত। (Fusion) হয়। এই বীজ কোষটীর পক্ষীর মুখের বা বল্লমের ফলার ন্যায় অগ্রভাগ ও সর্পের ও পক্ষীর পুচ্ছের ন্যায় পশ্চাদভাগ। দেখিতে সেই সুপর্ণ ও পতঙ্গের ন্যায়ই আকৃতি। গোলাকার মাতৃজননকোষ ভেদ করিবার জন্যই যেন তাহার পক্ষীর মুখের ন্যায় অগ্রভাগের প্রয়োজন। অন্যথা দুই গোলাকার পদার্থ মিলিয়া একীভূত হইতে পারে না। এই একীভূত কোষদ্বয় একটী গোলাকার অণ্ডাকৃতি রূপে পরিণত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় এবং তাহাতেই সূক্ষ্মভাবে সঙ্কুচিত সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের * বিকাশ করিয়া ক্রমবর্দ্ধমান পরিপূর্ণ দেহাকারে ভূমিষ্ঠ হয়। সুতরাং যোগীরা যে চিৎজ্যোতি ভাসিত আত্মার এই সুপর্ণ ও পতঙ্গের রূপ দেখিতে পান তাহা সেই আত্মারই দেহ ধারণের আদিম রূপ। তৈত্তীরয় উপনিষদে ইহার প্রমাণ পুরুষ মস্তক ও পুচ্ছ সমন্বিত।

পূর্ব্বকথিত সেই সচ্চিদানন্দ জ্যোতির্ম্ময় আত্মার ক্রমে দেহগণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিভুরূপে—বিশ্বরূপে বিরাটভাবে ব্যাপৃতি বা বিকাশ হয়। আত্মা চির মুক্ত। সেই জন্য দেহীরূপে দেহবদ্ধ এই আত্মারও এই বিরাটত্ব বা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি তাহার স্বভাব। সেই বিরাট জ্যোতিতে অসীম স্থাবর জঙ্গম বিশ্ব লীন হইয়া যাইলেই যোগীর যে উপলব্ধি হয় তাহাই যোগসিদ্ধ যোগাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় বিরাটরূপ দর্শন। এই বিশ্বরূপ যোগীর নিজস্ব আত্মদর্শন, অন্যকে প্রদষ্টব্য নহে। কেন না অন্য দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্বাভাবে (অন্য দ্বিতীয় পদার্থে অসীম বিশ্ব সীমাবদ্ধ হয়) যোগীর আত্মাই 'একমেবা দ্বিতীয়ং'। সুতরাং কাহাকে তাহা দেখাইবেন? এই অবস্থার কিছু স্মৃতি ব্যুত্থান কালেও থাকে তাই যোগী বলিতে পারেন এক সময়ে তিনি অহংরূপে আমিরূপে "অহংরুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহং ইত্যাদি" পদে স্থিত ছিলাম। ইহারই প্রতিধ্বনিই আর একজন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের উক্তিরূপে গীতার বিশ্বরূপ বর্ণনা।

এই পর্য্যন্তই যোগ সাধনায় উপলব্ধি ও অনুভূতি এবং এইখানেই সাংখ্য যোগের শেষ। ইহার পর যখন অনুভূতির করণ বুদ্ধিরও লোপ হয়

---

* সাংখ্য মতে যে সূক্ষ্ম লিঙ্গ দেহ সহ আত্মা দেহান্তর গ্রহণ করে, তাহাতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি, হস্ত, পদাদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও মন, বুদ্ধি অহঙ্কার এই ১৮ তত্ত্ব থাকে। এই বীজকোষে ও মাতৃকোষে তন্মাত্রের স্থানে স্থূল পঞ্চ মহাভূতের উপাদান থাকে। মনে যে কর্ম্মাকর্ম্মের সংস্কার বা ভাব লইয়া যায় তাহাই ভোগের জন্য দেহান্তরে পুনর্জ্জন্ম হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন আত্মার পরমতত্ত্ব বা পরমাত্মরূপে পরিণতি। আর তাহাই সাধকের নির্বিকল্প সমাধি—Null and void মৃত্যুরূপী পরমাত্মার সর্ব্বথা 'নেতি'ত্ব বা 'না'ত্ব-শূন্য ত্ব Not ত্ব এই পদই বুদ্ধের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির অবস্থা-শূন্য-বেদান্তের ও ব্রহ্মবাদীর 'নেতি'র স্বরূপ ব্রহ্ম।* আর তাহাই বাল্মীকির রাম—"যস্মিন রমন্তে মুনয়ঃ বিদ্যয়াজ্ঞান বিপ্লবে তং গুরুপ্রাহরাম রমনাদ্রাম ইত্যপি।" যে অবস্থায় মুনিগণ পরাবিদ্যা দ্বারা এবং জ্ঞানের ও বিলয়ে উপনীত হইয়া আরাম প্রাপ্ত হন সেই অবস্থাই গুরু কর্ত্তৃক রামপদবাচ্য। দশরথপুত্র রামচন্দ্র, রাজর্ষি জনকের উপদেশে সাংখ্যযোগ সাধনায় সমাধি বা রামত্ব পদ প্রাপ্তিতে নিজ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াই এই রামের মূর্ত প্রতীক। সেই পদপ্রাপ্তির অয়ন বা গমন পন্থাই—রামায়ণ। মহর্ষি বাল্মীকির রচিত আদি মহাকাব্য রামায়ণের রহস্য বিশ্লেষণ করিতে পারিলেই এই শব্দ ব্রহ্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

শব্দব্রহ্ম—ইহা কিসের বাচ্য? ইহা যোগীরই উপলব্ধির বিষয়। তাই যোগ সম্বন্ধেই প্রথমে আলোচনা করিতে হইয়াছে। ব্রহ্মের এক মাত্র বিশেষণ 'না' সর্ব্বশ্রুতি সম্মত। সুতরাং শব্দ পদে তিনি বিশেষিত হইতে পারেন না। শব্দই ব্রহ্ম স্বরূপ এই অর্থও সমীচীন হয় না। কেননা শব্দের লয়েই ব্রহ্ম পদলাভ হয়। শ্রুতি বলেন ব্রহ্ম অশব্দ। সুতরাং শব্দের বৃহত্ব বা ব্রহ্মত্ব এই অর্থ করিতে হয়। বৃহ শব্দ হইতে ব্রহ্ম। "মম যোনীঃ মহদ্‌ব্রহ্ম"! গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় ব্রহ্ম অর্থে প্রকৃতি বলা হইয়াছে। "প্রকৃতি পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদি উভাবপি। পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অনাদি। অনাদি সুতরাং অজ্ঞাত।

* "যৎ শূন্য বাদীনাং শূন্যং ব্রহ্ম বিদাঞ্চ যৎ।" শূন্যভাবেন যুঞ্জীয়াৎ। (অমৃত বিন্দু ১১) "শুদ্ধঃ পূতঃ শূন্য শান্তঃ। (মৈত্রেয়ী ২-৪) "শান্তং শিবমদ্বৈতং তুরীয়ং ব্রহ্মং (উপনিষদ মাণ্ডুক্য)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহাই অজ্ঞাত তাহাই শূন্য। ব্রহ্মও শূন্য, প্রকৃতিও শূন্য। দুই শূন্যে মিলিয়া একই শূন্যাকার। এই দুই শূন্যের মিলিত অবস্থা ব্রহ্ম, কেননা তিনি একমেবা দ্বিতীয়ং। শ্রুতি বলিলেন "তস্মাৎ বা এতস্মাদাত্মানো আকাশ সম্ভুত"। (তৈতীরিয়)। সাংখ্য শাস্ত্র বলিলেন—বিশ্ব সৃষ্টির মূল উপাদান পঞ্চভূতের প্রথম উৎপত্তি শূন্য আকাশাকারে। আর সকলের পূর্ব্বে বেদ বলিলেন—"অহং সুবেপিতর মস্য মুর্দ্ধন্মম যোনির পসন্ত সমুদ্রে'। (দেবীউক্ত)। আত্মারূপী আমি পিতরং এর প্রসবয়িতা এবং তাহারও উপরে। পিতরং অর্থে সায়ন আকাশ বলিয়াছেন। আকাশের গুণ শব্দ। ব্রহ্ম বা বৃহৎ হইতে ব্রহ্ম বা বৃহৎ আকাশের উদ্ভূতি। তাহার গুণও অতি বৃহৎ বা ব্রহ্ম। সেই বৃহৎ শব্দই—শব্দব্রহ্ম।*

"নিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জ্জুনঃ"। ভগবান অর্জ্জুনকে ত্রিগুণাতীত হইতে বলিলেন। প্রকৃতি সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ এই তিন গুণের সমাবেশে সামঞ্জস (neutralized) অবস্থায় অব্যক্ত। এই ত্রিগুণের আলোড়ন (disturbance) বা অসামঞ্জস্যে প্রকৃতির বিকৃতি বা ব্যক্তি—প্রকাশ বা উদ্ভব হয়—প্রথমে বুদ্ধি এবং পর পর অহঙ্কার ও তন্মাত্ররূপে। পঞ্চ-তন্মাত্র হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এবং তাহা হইতেই শব্দ গুণাত্মক আকাশ, স্পর্শগুণাত্মক বায়ু, রূপগুণাত্মক তেজ বা অগ্নি, রসগুণাত্মক জল, এবং গন্ধগুণাত্মক পৃথিবী—এই পঞ্চ স্থূল মহাভূত। ইহারাই সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের উপাদান। এই পঞ্চমহাভূতই ত্রিগুণাত্মক এবং ইহাদের পরস্পর সংহতিতেই যাবতীয় ভূতজাত পদার্থের উৎপত্তি।

---

* আকাশের চলচ্ছীল মেঘেররব, বিদ্যুতের আরাব, সমুদ্রের বীচিমালার রব নদীর কল্লোল, উদ্ভিজ্জগতের মর্ম্মর ধ্বনি; পক্ষীর কুজন, সমস্ত প্রাণী জগতের কণ্ঠোত্থিত বিভিন্ন স্বর, ঝিল্লীরব এইরূপ আরও কত রবের সংমিশ্রণে যে বিশ্বব্যাপ্ত একটী একতানের শব্দ উত্থিত হয় তাহাই ব্রহ্ম বা বৃহৎ ভাবে ব্যাপ্ত শব্দব্রহ্ম—বাল্মিকীর ভাষায় রাবণ, রবীন্দ্রনাথের "তোমার রাগিনী," "বিশ্ব পিতার রচিত ছন্দে বিশ্বের মহান গীত"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদ বলিলেন—"ঋতঞ্চ, সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততোরাত্র-জায়তত সমুদ্রোঅর্ণবঃ॥" ঋ—গত্যর্থে। স্বরবর্ণান্তর্গত অ, ই, উ ইত্যাদি একবার উচ্চারণ করিয়া কিছুক্ষণ স্থায়ী রাখিলে, তৎসময় ও কিছু বিলম্বে পর পরাগত ব্যক্তিগণ সেই একক ভাবে সেই স্বর শ্রুত হয়। কিন্তু ঋ উচ্চারিত হইলে মাত্র প্রথমাগত ব্যক্তিই তাহা শোনে, পর পরাগতগণ কেবল "ই-ই-ই" শুনিতে পায়। সুতরাং প্রত্যেককে 'ঋ' শুনাইতে হইলে প্রত্যেক বার গতিদ্বারা জিহ্বা ও তালুর সংস্পর্শে ধারাবাহিকভাবে ঋ-ঋ-ঋ উচ্চারণ না করিলে সকলে উহা শুনিতে পায় না। তাই ঋ শব্দের গতি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। যেমন শক্তিসাধ্য কার্য্য সাধনে শ্রমিকের শক্তি নিয়োগের পরিচায়ক তাহার মুখোচ্চারিত হি-হি-হি শব্দ শক্তির সংজ্ঞা। ঋতং শব্দে গতি বুঝায়। * সায়ণ ভাষ্যে সংকল্প। গতি ও সংকল্প অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধী। উগ্রতপস্যা বা তাপে (তপ ধাতু হইতে তপস্যা ও তাপ সাধিত) কোন অজানা পদ বা স্থান হইতে প্রথম ঋতং অজায়ত (উদ্ভূত) হইল—তাই অধি +অজায়ত। তাপে স্থির জল গতি প্রাপ্তে আলোড়িত হয়। সেই তপস্যারূপ উগ্র তাপ-প্রভাবে সেই স্থানে লীন তিনগুণের গতিতে আলোড়ন বা অসামঞ্জস্য হইল। এই গতিরূপ কার্য্যই—কৃতি আর তাহাই প্র (সম্যকরূপেণ) প্রকৃতি। ইহাই প্রকৃতির সংজ্ঞা। সেই ঋতং বা গতিরূপ প্রথম কার্য্য হইতেই মূল পঞ্চভূতরূপ অস্তিত্ব বিশিষ্ট সত্যং উদ্ভূত হইল। প্রত্যক্ষ (দৃষ্টিতে সত্য অস ধাতু হইতে সৎ-সত্য)। সত্যানি পঞ্চভূতানি। (ইতিযজ্ঞাবল্ক্য) এই সত্যরূপ পঞ্চভূতের সংহতিতে বাষ্পাকারে তমাকারে মেঘ। তাই ইহা রাত্রের ন্যায় অন্ধকারের ন্যায়। মহাশূন্যে এই প্রত্যক্ষ

---

* চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থানাদিভ্যো বিনা যথা ছায়া। তদ্বিন বিশেষৈর্ণ তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গং" (সাংকা ৪১) আশ্রয়ং ঋতে (অন্তরেণ)। গতি দ্বারাই অন্তরালে গমন, অদৃশ্য হওয়া, না থাকা সম্ভব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৎ পদার্থ মেঘের আবির্ভাবে একটা দ্বিতীয় পদার্থের সৃষ্টি আর সেই -বাষ্প সমুচ্চয় দ্রব হইয়া সমুদ্র (সমুচ্চয়দ্রব)। উপনিষদের সেই তস্মাৎ -বা এতস্মাৎ আত্মাই বেদের সেই অজানা পদের পরিচায়ক। সুতরাং এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিজাত পঞ্চভূতের সংহার বা সম্যকলয় করিতে হইলে, সেই ভূতাত্মকদেহ ও তৎসহ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের লয় সাধন করিলে— থাকিল পঞ্চতন্মাত্ররূপ শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদির সূক্ষ্মভাব। জ্যোতি অর্থে রূপ দর্শন ও স্পন্দন স্পর্শানুভূতি। জ্যোতির তিরোধানে স্পন্দন থাকে। ইহা বায়ুর স্পর্শ গুণাত্মক। শব্দ আকাশের গুণ, কিন্তু উহা বায়ুর স্পর্শেই প্রকট হয়। সুতরাং উভয়ে অঙ্গাঙ্গী ভাবে সম্বন্ধ। স্পর্শাভাবে অব্যক্ত শব্দ আকাশে থাকে। সুতরাং তাহাকেও অতিক্রম করিলে, তবে ত্রিগুণাতীত্ব সাধিত হয়। তাই শব্দের আমূল ধ্বংস বা লয় হইলেই ত্রিগুণও যে অজানা স্থান হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল সেই স্থানেই লীণ হয়। শব্দের ব্যক্ত মূলই রাবন। তাই সেই মূল ধ্বংস করিয়াই রাম সেই অজানা পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ছিলেন। বৈদিক ঋষিদের সেই একই "সৎবিপ্রা বহুধাবদন্তি"ও যে তাঁহাদের অজানা পদই ছিল তাহাও পরে তাঁহাদের দ্বারাই ব্যক্ত হইয়াছে। * এই অজানা পদই বেদান্তের ব্রহ্ম, উপনিষদের পরমাত্মা, বুদ্ধের শূন্য—যোগীর নির্ব্বিকল্প সমাধি (সম+অধি) এই অজানা অধিপদেরেই সমতা প্রাপ্তি—আধের

* নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নোব্যোমাপরাযৎ। কিমাবরীবঃ কুহ কস্য-শর্ম্মনভ কিমাসীদগহনং গভীরম্। (ঋ, ১০, ১২৯, ১)। তখন অর্থাৎ মূলারম্ভে অসৎ ছিল না এবং সৎও ছিল না। অন্তরিক্ষ ছিল না। এবং তাহার অতীত আকাশও ছিল না। এইরূপ অবস্থাতে কে কাহাকে আবরণ করিল ? কোথায় ? কাহার সুখের জন্য ? অগাধ ও গহন জলও ছিল না। (তিলক কৃত অনুবাদ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধারে একীভূত ভাবে লীণ। এই পদ যে অজানা তাহা কেনোপনিষদের ঋষি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। *

বুদ্ধির সাহায্যেই জ্যোতিরূপ দর্শন। স্পন্দনানুভূতি ও শব্দশ্রুতি হয়। রূপদর্শন তিরোহিত হইলেও স্পন্দন ও শব্দ থাকে। বুদ্ধি ও তজ্জনিত শব্দ শ্রুতিও যুগপৎ লয় হইলেই সমাধি অবস্থা বা রাম অবস্থা। সুতরাং শব্দলয় বা জয়ই সাধনারশেষ সাংখ্য মতে প্রকৃতির এই বিকার বা—ব্যক্তি সংখ্যায় ৭টী—বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র। তাই সংখ্যা শব্দ হইতে উৎপন্ন সাংখ্য দর্শন। এই মতে দেহীআত্মা বা পুরুষের যখন প্রকৃতির নৃত্য বা কার্য্য দর্শনে জাত মোহ অপনীত হয়, তখন তাহার কৈবল্য ও স্বরূপ সিদ্ধি হয়। † পুরুষ মুক্ত হইয়া সেই অজানা পদই প্রাপ্ত হয়। তাই সাংখ্য দর্শনে তাহার সংখ্যা না হওয়াতে সে সম্বন্ধে আর কিছু বলা হয় নাই। কেননা জানা বুদ্ধির কার্য্য। বুদ্ধির অভাবে কে সেই পদের অনুভূতি করিবে? সাংখ্যের তথাকথিত বহু মুক্ত পুরুষের সেই অজানা পদেই, বহুনদীর, সমুদ্রের সহিত নামরূপ পরিত্যাগে, অভেদ্যভাবে মিশ্রিত অবস্থা প্রাপ্তির ন্যায়ই অবস্থা হয়। (নদ্য ঃ সন্দ্যমানা ঃ ইত্যাদি মণ্ডুক্য।) ইহা অবোধ্য ও অনন্নুভবনীয়। তাই আদিজ্ঞানী মহর্ষি কপিল তাঁহার যোগ সাধনে যতদূর উপলব্ধি হইয়াছিল তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। মুলং কাপিল সাংখ্য নাকি পাওয়া যায় নাই। অতঃপর বাল্মীকির শব্দ সম্বন্ধীয় রহস্যের স্বরূপ কি?

---

* যস্যামতং তস্যমতং মতং যস্য ন বেদসঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতম বিজানতাং। যে মনে করে ব্রহ্মকে জানি না, বস্তুতঃ সেই ব্রহ্মকে জানে। আর যে মনে করে ব্রহ্মকে জানি, বস্তুতঃ সে তাহাকে জানে না। কারণ বিজ্ঞজনেরা তাহাকে অবিজ্ঞাত বলিয়া জানেন অজ্ঞ জনেরাই তাহাকে বিজ্ঞাত বলিয়া মনে করে। (কেন. উঃ ১১)

† রঙ্গস্যদর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথানৃত্যাৎ। পুরুষস্যত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতি। রঙ্গদর্শীদিগকে নৃত্য দেখাইয়া নর্ত্তকীর নিবৃত্তিরন্যায় পুরুষের আত্মদর্শন হইলে প্রকৃতি নিবৃত্ত হয়। (সাং কাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামায়ণে শব্দব্রহ্মের স্বরূপ—বাল্মীকি, ভৃগু, বশিষ্ঠ, অগস্ত্যের ন্যায় প্রচেতার (বরুণ) দশম পুত্র ছিলেন। (উত্তরাকাণ্ড) রত্নাকর দস্যু আধ্যাত্মরামায়ণ ও তদনুসরণে কৃত্তিবাস কল্পিত। তিনি সাংখ্য যোগাচার্য্যরূপে স্তুত ও নমিত হন্। বনবাসে গমন কালে রাম চিত্রকুট পর্ব্বতে তাঁহাকে দর্শন করিয়া দশরথ নন্দন বলিয়া পরিচয় দিয়া ছিলেন এবং পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা তাঁহার গোচর করিয়া ছিলেন। নির্ব্বাসিতা সীতাকে তিনি তাঁহার পরবর্ত্তী তমসাতীরস্থ আশ্রমে রক্ষণ করেন। সেই সময় তিনি রামের বনবাসকালীন ঘটনাবলী সীতার নিকট অবগত হন। রামের নিকট চিত্রকুট ও তমসাশ্রমে সীতার নিকট আনুপূর্ব্বিক রামের ইতিহাস অবগত হইয়া সেই সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে তিনি মনস্থ করিলেন। তখন তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হওয়াও, যেন মুর্ত্তিমান ব্রহ্মাই তাহাকে রাম, লক্ষণ, সীতা ও বানরগণের সম্বন্ধে একটা রহস্য সমন্বয়ে সেই ইতিহাস লিখিতে উপদেশ দিলেন। ঐতিহাসিক রাম চরিত্রে তাঁহার (রামের) অবতারত্ব ও যোগ সাধনে স্বরূপ সিদ্ধি এই পরিকল্পনা প্রসূত। বাদরায়ণের কৃষ্ণ চরিত্রেও ইতিহাসের সহিত তাঁহার অবতারত্বও যোগ সাধনে যোগৈশ্বর্য্য লাভ প্রদর্শিত হইয়াছে বাল্মীকিরই প্রদর্শিত পন্থানুসরণে। প্রথমে যোগসাধনে সীতাতত্ত্ব আলোচনা প্রয়োজনীয়। রামের স্বরূপ পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

সীতার জন্ম—"অথমে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিত ততঃ।
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধানাম্না সীতেতি বিশ্রুতা॥
ভূতলাদুত্থিতা সাতু ব্যবর্দ্ধত মমাত্মজা।
বীর্য্যশুল্কেতি মে কন্যা স্থাপিতেয়ং অযোনিজা॥"

সিঙন—বন্দে+ক্তা=সীতা=লাঙ্গল পদ্ধতি সিনোতি খনতি ভূমিং। ভূমিতে নিহিত বদ্ধ, খননে উদ্ভূতা মানবী সীতা জনকের আত্মজা। শি—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(শয়নে)+ক্তা=শেতেভুবি ইতি শীতা—দেহরূপ ক্ষেত্র শোধনে পাইলেন অযোনিজাকন্যা। পু+শি+ড অথবা পুর+উষতি (বাসকরে)=পুরুষ যিনি দেহপুরে বাস করেন, তিনি দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য নহেন। তাঁহার চিৎশক্তি প্রভাসিত বুদ্ধি দর্পনে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বই শুদ্ধ জ্যোতিরূপে দর্শনীয় হয়। এই আত্ম হৃদি জ্যোতিই শীতা বা সীতা। উভয় শব্দেই রামপত্নী নামে অভিহিত। (অভিধান)। এই জ্যোতি ক্ষণপ্রভা বিদ্যুতের ন্যায় স্পন্দনশীল ও ক্ষণে ক্ষণে দর্শনীয় হয়। তাই রামকে উপদেশ দেওয়ার সময় ব্রহ্মর্ষি অগস্ত্য বলিয়াছিলেন "শতহ্রদানাং লোলত্বে"র ন্যায় বিদ্যুৎরূপা এই সীতাকেই "যথৈষারমতে রাম ইহ সীতা তথা কুরু"। যাহাতে ইনি সতত প্রীতা থাকেন সর্ব্বদা তাহাই করিবে। আর এই জ্যোতি প্রণিধানের জন্য যেন অস্ত্ররূপে দিলেন "অমোঘঃ সূর্য্য সঙ্কাশো ব্রহ্মদত্তঃ শরোত্তমঃ"। এই ব্রহ্মপ্রদত্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত শরের ন্যায় গতিশীল আত্মার কিরূপে উপলব্ধি হয় তাহারই রহস্য সমঝাইয়া দিলেন। ঐতিহাসিক রামচরিত্র লিখিতে তিনি রহস্যান্বিত শীতার পরিবর্ত্তে, বৈদিক ঋষির স্তুতা সীতাই ব্যবহার করিয়াছেন।

এই ক্ষণপ্রভা পুরুষের বা আত্মার জ্যোতি-চ্ছটারূপ সীতার দর্শনই যোগীর একান্ত কাম্য। পূর্ব্বে-উক্ত হইয়াছে যে, মানসদৃষ্টিতে চক্ষুগোলকে প্রতিভাসিত জ্যোতিস্কমণ্ডলের যখন চক্ষুরাভ্যন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ক্ষণপ্রভা জ্যোতির সহিত একীকরণ হয়, তখন ইহা স্থির সৌদামিনীর ন্যায় দৃষ্ট হয়। সুতরাং মানসদৃষ্টিকে একাগ্রভাবে ইহার সহিত তন্ময় করিতে হইলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের নিরোধ করিতে হইবে। তাহাতে প্রধান অন্তরায় এই শব্দশ্রুতি। দর্শন জ্ঞান সম্যক প্রকারে সাধন করিতে হইলে, শ্রবণ জ্ঞান সম্যক রুদ্ধ করিতে হয়। মন এক বিষয়েই একাগ্র হয়। সম্যক দর্শন ও সম্যক শ্রবণ যুগপৎ হওয়া অসম্ভব। গুরুদেব তিব্বতী বাবা বলিতেন "শব্দরন্তর্গত.জ্যোতি জ্যোতিরন্তর্গত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনঃ তন্মনং বিলয় প্রাপ্তে তদ্বিষ্ণোর্পরমং পদম"। এই শব্দের লয় করিয়া বিদ্যুৎরূপী জ্যোতিকে স্থির সৌদামিণী রূপে দর্শন করিতে সততঃ অভ্যাস রাখিতে তিনি উপদেশ দিয়াছেন। এই জ্যোতিই সেই আত্মহৃদি-জ্যোতি যাহার নির্দ্দেশ, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য জনককে দিয়াছিলেন। ইহারই সাহায্যে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি ও বাক্যের অভাবেও লোকে স্বীয় স্বীয় কার্য্য সাধন করিতে পারে। (বৃহদারণ্যকউঃ)।

বানরগণ—বাহ্য ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করিলে ভ্রূমধ্যে জ্যোতি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই একটা ধারাবাহিক ভাবে কিং-কিংকিং শব্দের আবির্ভাব যেন শিরের মধ্য হইতেই উদ্ভূত হয়। কিং-কিং শব্দের শ্রুতির সহিতই জ্যোতি আর দেখা যায় না। কিং কিং দধাতি ধা+কইতি কিষ্কিন্ধ্য নঃ স্থানেষ আদেশ। কিং কিং কিল্ কিল বা কিচ কিচ বানর জাতির মুখ নিসৃত রব। "তথা কিল্ কিলং চক্রর্লক্ষ্যণং প্রেক্ষ্য বানরা"। কিষ্কিন্ধ্যাতে বালীর বসতি। যেন বালীই এই কিং কিং শব্দ করে। বাল+ইন্—বাল বা কেশ যাহাতে আছে। কেশরী বানরীর শিরে ইন্দ্রের অমোঘ রেত পাতে বালীর জন্ম। * তাই বালী মস্তকের প্রতীক। বালী হত হইলে তাহার স্ত্রী তারা রোদন করিয়াছিল। তারা এই মস্তকের অস্থিগোলকে (skull) স্থিত চক্ষুরূপে, স্থিত নয়ন তারা—যাহা হইতে অশ্রু বর্ষিত হয়। শির-মধ্যস্থ শিরাধমনীতে প্রবাহিত রক্ত শ্রোতথিত, নদীর কল্লোলের ন্যায়ই এই কিং কিং শব্দ মস্তকেই শ্রুত হয়। * এই শব্দ লয় করিতে হইলে যেন গোটা মস্তকটারই

---

* অমোঘ; রেতমস্তস্য বাসবস্য মহাত্মনঃ। বালেষু পতিতং বীজং বালী নাম বভুবসঃ। (রামায়ণ)

* বালী চতুসমুদ্রে সন্ধ্যা করিতে ব্যাপৃত অবস্থায় তাহার সহিত যুদ্ধেচ্ছু রাবণ মৃদুপদে অগ্রসর হইলে বালী তাহাকে কক্ষমধ্যে ধৃত করিয়া সন্ধ্যা সমাপ্তির পর তাহার সহিত মিত্রতা করিয়াছিল। ভারতের তিন দিকে সমুদ্র। তাৎপর্য্য-মস্তক সুনিদ্রায় চতুপ্রহর রাত্রি কাটাইয়া প্রাতে জাগরিত হইয়া শব্দ গ্রহণ করিয়াছিল। মৃদুপদগামী রাবণ অর্থাৎ মৃদু শব্দে সে নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই, তাই তাচ্ছিল্য ভাবে কক্ষে রক্ষণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্তিত্ব লোপ করিতে হয় অর্থাৎ বালীর বধ সাধন করিতে হয়। এই প্রণম শব্দ অতিবর্ত্তন করিলে, ভ্রূমধ্য জ্যোতি তেমন একাগ্র হয়।

সুগ্রীব—কেশরী বানরীর স্কন্ধ দেশে সূর্য্যের রেতপাতে ইহ'র জন্ম। ইহা কণ্ঠনালী ও মুখ গহ্বরের পশ্চাদ ভাগ সহ গ্রীবার প্রতীক। "সমংকায় শিরোগ্রীবং" অবস্থায় যোগ সাধনে ইহা প্রধান সহায়। এই গ্রীবা সমান ভাবে সোজা করিয়া রাখিতে পারিলেই তবে যোগ ভঙ্গ হয় না। অন্যথা ইহাতে অস্বাচ্ছন্দ্য বা আড়ষ্টতা অনুভূতি হইলে মন সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। তাই ইহাকে সুষ্ঠুভাবে বা সু-ভাবে রাখা প্রয়োজন। এই সুষ্ঠুভাবে স্থায়ী গ্রীবাই সুগ্রীব—যোগাচরণে সুহৃদ। পতিত উত্থানশক্তি রহিত ব্যক্তি কোন বন্ধুর সুগ্রীবা—সাহায্যেই উঠিতে পারে। সুগ্রীবের সহচরী রুমা। রু শব্দ—রবের প্রতীক। গ্রীবা বা গলা হইতেই রব উত্থিত হয়। দুন্দুভি—দুমদুম্‌শব্দ যাহা হইতে হয় অর্থাৎ কর্ণ পটাহে বায়ুর আঘাত জনিত উত্থিত হয়। দৈত্যের ঘোর রবে বালী উত্যক্ত হইয়া তাহার অনুসরণে পর্ব্বত রন্ধ্রে প্রবেশ করিলে, সুগ্রীব সেই রন্ধ্রদ্বারে তাহার অপেক্ষায় থাকিয়া পরে সেই রন্ধ্রদ্বার বন্ধ করিয়াছিল। প্রত্যাগত বালী তাহাকে দূরীভূত করিলে, সে পরে ঋষ্যমুক পর্ব্বতে নিরাপদস্থানে বাস করে। সেখানে বালী যাইতে পারে না। শির গ্রীবা স্পর্শ করিতে পারে না। প্রস্তর তুল্য অস্থি মধ্যস্থিত কর্ণরন্ধ্র হইতে তন্মধ্য দিয়া গ্রীবার অন্তর্দেশে বিস্তৃত নালীই (Eustachian tube) উক্ত রন্ধ্র। গ্রীবা আড়ষ্ট করিলে তাহার সঙ্কুচিত পেশিতে সেই রন্ধ্রমুখ বন্ধ হইলে শব্দ শ্রুতি অংশতঃ বন্ধ হয়। ঐ নালী, গলা নিঃসৃত ক্লেদে বন্ধ হইলে, চিকিৎসগণ politzer যন্ত্র সাহায্যে কর্ণাভ্যন্তরে বায়ু প্রবেশ করাইয়া তাহা মুক্ত করিলে, পুনরায় শব্দ শ্রুত হয়। রন্ধ্রগত বালীর কোন সাড়া না পাইয়াই সুগ্রীব রন্ধ্র মুখ বন্ধ করিয়াছিল। ঋষ্যমুক পর্ব্বত বিধায় উহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্থিতুল্য গ্রীবার পশ্চাৎ দেশস্থ ঘাড়। ইহার উপরেই গ্রীবাস্থিত। ঋষয়ো মূকো যত্র। গ্রীবার শব্দ বন্ধ করিয়া মৌনাবলম্বনেই ঋষিরা যোগ সাধন করেন। পশ্চিম প্রদেশে এই ঘাড়কে 'ঋষিরা বলে। ইহা পম্পার প্রত্যন্ত দেশে স্থিত। "ঋষ্যমূক গিরিবরে পম্পাপর্য্যন্ত শোভিতে"—পম্পার তীরে। মহাক্ষীতোদকো হ্রদ :—এই পম্পা অর্শ-করামবিভ্রংশাং সমতীর্থামশৈবলাম্। রাম সঞ্জাত বালুকাং কমলোৎপল শোভিতাং।" কঙ্কর শূন্যা তাই মসৃন, সমতীর্থ চারিদিকে সমান তীর বিশিষ্টা অর্থাৎ গোলাকার, পতন সম্ভাবনা রহিতা, বালুকা পরিবৃতা, শৈবালশূন্যা এই পম্পা মুখগহ্বরের প্রতীক। পাতি রক্ষতি জলদানাদিভিঃ পাধাতু হইতে পম্পা। যোগীর মুখ শুষ্ক হইলে মুখনিঃসৃত জল বা লালাতে গলা সিক্ত করেন (ঢোক গেলা)। ইহা মসৃন, গোলাকার মুখে রক্ষিত বস্তু পড়িতে পারেনা; চর্ব্বিত চূর্ণ খাদ্যদ্রব্যরূপ বালুকাপূর্ণ (উদধ্যং সিকতাঃ (বৃহঃ আরণ্যক); পদ্মের ন্যায় রং ও নীল শিরারূপনীলোৎপল শোভিতা। বালী বিতাড়িত সুগ্রীব চারি অপরিত্যজ্য সহচর সহ ঋষ্যমুকে বাস করে। তাহাদের নাম হনুমান, দ্বিবিধ, মৈন্দ ও অমাত্য জাম্বুমান। পম্পাতীরে ঋষ্যমুক পর্ব্বতের সানুদেশে হনুমানের সহিত রামের প্রথম সাক্ষাৎ।

হনুমান প্রভৃতি—ঋষিশাপভ্রষ্টা অদৃশ্যা অপ্সরী 'পুঞ্জিকাস্থলী' রূপান্তরে অঞ্জনা বানরী। পবনের ঔরসে তাহার গর্ভে হনুমানের জন্ম। পুঞ্জীভূত আহারের স্থলি বা থলি অদৃশ্য পাকস্থলি (Stomach) পুঞ্জিকাস্থলী। অঞ্জ্—ব্যক্তৌ ব্যক্তী করণং (বাক্য মুখেই ব্যক্ত হয়)। অদৃশ্য পাকস্থলীর (Continuation) প্রকাশিত ব্যক্তমুখ (Opening) দৃশ্য মুখগহ্বর। মুখগহ্বরে আহরিত খাদ্য পাকস্থলীতেই- পুঞ্জীভূত হয়। ভ্রূণস্থ জীব দেহের ক্রম বিবর্ত্তনের ধারা (Evolution of foetus) অনুসারে অস্থিময় হনুদ্বয়ের ক্রম উদ্ভব হয়। ইহা চক্ষুদ্বয়ের নিম্নে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাসিকার দুই পার্শ্বেস্থিত উচ্চ অস্থিদ্বয় (চোয়াল)। এই মুখগহ্বর হইতে উদ্ভূত ও যেন তাহারই ক্রোড়ে বর্দ্ধিত-হনু সমন্বিত মুখ গহ্বরের প্রতীকই অঞ্জনাপুত্রহনুমান (হনুআছে যার)। এই মুখ গহ্বর গ্রীবার অভ্যন্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাই হনুমান রূপ মুখগহ্বর সুগ্রীবের অঙ্গাঙ্গী সহচর। দুই কর্ণ হইতে শব্দ বিদিত হয়। কর্ণাভ্যন্তরস্থ রন্ধ্র পটহের একটা সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া উপরিউক্ত Eustashian Tube দ্বারা গ্রীবা বা গলার সহিত সংশ্লিষ্ট। তাই দ্বিবিদ গ্রীবার অঙ্গাঙ্গী সহচর—দুই প্রকারে বিদ বা জ্ঞান হয় যাহা দ্বারা—উভয় কর্ণ রন্ধ্র। নাসারন্ধ্র হইতে মেদের ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গত হয়। মিদ শব্দ হইতে মেদ ও মৈন্দের ব্যুৎপত্তি। তাই নাসারন্ধ্রই মৈন্দ, গলার সহিত সংশ্লিষ্ট জন্য অপরিত্যাজ্য। জম্বু (জাম) ফলের ন্যায় রোমরাজি কর্ণরন্ধ্র দ্বার, নাসিকা রন্ধ্রদ্বার, মুখ-রন্ধ্রদ্বার ও গ্রীবাকে রক্ষণ করে জন্য—তাহারই প্রতীক—জম্বু রংয়ের দীর্ঘ রোমবিশিষ্ট ঋক্ষ (ভালুক) জাম্বুবান অমাত্য রূপে চির সহচর। বালী বধ দ্বারা তারার উদ্ধার করিয়া সুগ্রীবের সহিত তাহার সংযোগ সাধন করিয়া রাম সীতার নিক্ষিপ্ত কৌষেয় উত্তরীয় দর্শনে সীতার উদ্দেশ পাইলেন। অর্থাৎ যোগ সাধক রাম নাসারন্ধ্রে নিশ্বাস, কর্ণের শব্দ ও মুখের রস গ্রহণ রুদ্ধ করিয়া সোজা (Straight) মিত্র সুগ্রীবের সাহায্যে তিনি ক্ষণকালের জন্য চক্ষুগোলক মধ্যস্থিত নয়ন তারার অন্তর্জ্যোতি উদ্ভাসিত করিয়া অপহৃতা সীতা জ্যোতির সন্ধান পাইলেন। তাই তাঁহার সুগ্রীবের সহিত সখ্যতা ও তাহারই সহচর হনুমান প্রভৃতি কর্ত্তৃক সীতার অন্বেষণে সাফল্য।

রাবণ—পুলস্ত্য ব্রহ্মার মানস পুত্র। "সঃ ব্রহ্মণো কর্ণাভ্যাম্‌জাতঃ" কর্ণ হইতে জাত—শব্দ তন্মাত্র। শব্দ শুনিবার জন্যই কর্ণের উদ্ভব। *

* শব্দ রাগাৎ শ্রোতমস্য জায়তে ভাবিতাত্মনঃ। রূপরাগাৎ তথা চক্ষুঃ ঘ্রাণং গন্ধজিঘৃক্ষয়া মহাভারত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডারউইন (Darwin) মত (Theory) ও ঋষিদেরও সেই মত। তাই কর্ণ হইতে উদ্ভূত এই পুলস্ত্য শব্দের প্রতীক (পুল—বিপুল—মহান্) ভাবে অস্তি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত। পুলস্ত্য হইতে সমস্ত প্রাণী জগৎ, তাহার বিভিন্ন জাতীয়া স্ত্রীগণ হইতে উদ্ভব হইয়াছে। পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবা, বিশেষ বিশেষ শব্দের প্রতীক। পুলস্ত্যের সেই সমস্ত বিশেষ বিশেষ জাতীয়া স্ত্রী হইতে যে বিশেষ বিশেষ প্রাণীর উৎপত্তি হইল তাহাদেরই কণ্ঠনিসৃত বিশেষ বিশেষ শব্দই যাহা বিশেষভাবে শ্রুত হয়। এই বিশ্রবার ঔরসে কৈকষার গর্ভে রাবণের উৎপত্তি। কৈ—শব্দে, কৈকষাও শব্দের প্রতীক। সুতরাং শব্দরূপ মাতাপিতা হইতে উদ্ভূত রাবণও শব্দের প্রতীক। শব্দ দশদিক হইতেই উৎপন্ন হয়—যেন রাবণেরই দশ মুখ হইতে নির্গত হয়। তাই রাবণ দশানন। রাবঃ (রবণমিতি। রুধ্বনৌ+ঘঞ)=শব্দঃ। বণস্য অপত্য=রাবণ (রু+নিচ্+ল্যুঃ)।

"যস্মাল্লোকত্রয়ং চৈতদ্রাবিতং ভয়মাগতম্!

তস্মাত্ত্বং রাবণো নাম্নাবীর ভবিষ্যতি। (রামায়ণ)

সুতরাং এই ত্রিলোক ব্যাপী রব বা শব্দ ত্রিলোকব্যাপী ব্রহ্মেরই সমতুল্য শব্দ ব্রহ্ম। উপর হইতে জল পড়িলে যেমন কুম্ভ হইতে শব্দ হয় তেমনি কুম্ভাকার কর্ণরন্ধ্র অঙ্গুলিবদ্ধ হইলে সেই রূপ যে শব্দ হয় তাহাই কুম্ভকর্ণ। ইহাকে রাম লঙ্কাযুদ্ধের প্রারম্ভেই বধ করিয়াছিলেন। রাম রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার দশমুণ্ড ছেদন করিলেও তাহার বিনাশ হইল না। পুনরায় সেই স্কন্ধ হইতে আবার একটি মুণ্ড উদ্ভূত হইলে সেই একমুণ্ড রাবণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইল। † অন্তরীক্ষ, ভূমি, গিরিশিখরে দিন, রাত্রি, মুহূর্ত্ত ক্ষণকাল বিরামশূন্য রামরাবণের

† "তৎ প্রবৃত্তং মহাযুদ্ধং তুমুলং রোম হর্ষণং। অন্তরিক্ষে চ ভূমৌচ পুনশ্চ গিরিমূর্দ্ধনি ॥ নৈব রাত্রি নদিবসং ন মুহূর্ত্ত নচ ক্ষণং। রামরাবণয়োর্দ্ধং বিরামমুপশস্থিতি ॥ (রামায়ণ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রোমহর্ষণ যুদ্ধ হইল। ত্রিলোকব্যাপী রাবণের সহিত ত্রিলোকব্যাপী যুদ্ধ হইল।

বিশ্বামিত্র সহ রাম অনভ্যস্ত পদব্রজে দীর্ঘ ৬ ক্রোশ পথ অতিমক্র করিয়া গোঁমতী তীরে বনমধ্যে রাত্রিতে, বনজাত ফলমূল আহারে, বৃক্ষতলে তৃণ শয্যায় স্বচ্ছন্দ নিদ্রা ভোগ করিয়া, প্রাতে প্রফুল্লচিত্তে ঋষিকে বন্দনা করিলেন। পরদিনও সেইরূপ বহুক্রোশব্যাপী বন্ধুর পথ অতিক্রম করতঃ সন্ধ্যাকালে, তাড়কা অধ্যুষিত বনে প্রবেশ করিয়া, কামনা ও ভীতি রূপী, মন তাড়নকারিনী সর্ব্বগ্রাসিণী তাড়কা রাক্ষসীরূপা যোগ বিক্ষেপকারী শক্তিকে, যেন বধ করিয়াই দমন করিলেন। ইহাদ্বারা এবং আহার সংযেম কৃচ্ছ্র সাধনে, তিনি যোগ সাধনের প্রথম সোপান অতিক্রম করিয়া মনের স্থৈর্য্যের বিধান করিলেন। ইহার পর সিদ্ধাশ্রমে যখন, আজীবন তপস্যাচরণে অভিষ্ট প্রাপ্তিতে বিফল মনোরথ বিশ্বামিত্র, মনাহুতি যজ্ঞে (যোগসাধনে) ব্রতী হইয়া, রামকে, তাঁহার পূর্ব্বাপর যজ্ঞবিঘ্নকারী সুবাহু ও মারীচের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রহরায় নিয়ত করিলেন, তখন তিনি (রাম) শরযোজিত ধনু হস্তে নতজানু হইয়া অন্তরীক্ষে একান্ত দৃষ্টিতে অনাহারে ও অনিদ্রায় ৫ দিন অতিবাহিত করিলেন। ষষ্ঠদিনে প্রলোভনের প্রতীক সুবাহু ও কেন্দ্রীভূত বৃত্তাকার কামনারাশি হস্তে বৃত্তবাহু মারীচ † মনসংযমের প্রধান বিঘ্নরূপী সর্ব্বগ্রাসী রাক্ষস দ্বয়, মেঘের ন্যায় ঘোর শব্দ সহিত আবির্ভূত হইলে, রাম সুবাহুকে বধ করিলেন ও মারীচকে শরাঘাতে দূরে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। অসংযমী ব্যসনাসক্ত ব্যক্তি স্বীয় দুষ্কার্য্যের ফলরূপে, অতি দুঃখ ভোগ করিয়া অনুতপ্ত হইলেও

---

† মরীচিঃ (মৃয়ন্তে ইব যম্পর্শনাৎ—ম্—ইচি' মৃয়ন্তে জল ভ্রমেন জীবা যস্যাঃ, মরীচিকা। মরীচঃ। মরীচেন পতাং পুমান মরীচি অস্ত—কামরূপী তাতকানন্দন মরুভূমিতে যাহা দেখিয়া জলভ্রমে মৃতপ্রায় হয়। বুদ্ধদেবের "মার" প্রলোভন কামনা বাসনা স্বরূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্ব প্রবৃত্তিবশে আবার সেই কার্য্যে আকর্ষিত হয় যে প্রলোভনে বশীভূত হইয়া তাহাই সুবাহু—যেন পূর্ব্ব বন্ধুগণের সেই কার্য্যে আকর্ষণ উদ্দেশ্যে গলাজড়াইয়া ধরিবার জন্য আপাত সুখকর প্রসারিত বাহু-সমন্বিত প্রবৃত্তি। পূর্ব্বে একবার বিশ্বামিত্রের এই প্রলোভন বশেই ১০ বৎসর ম্যানকাসম্ভোগে তপস্যাচ্যুতি হয়। বিশ্বামিত্র পাঁচদিনে যেন পঞ্চইন্দ্রিয় জ্ঞান যথাক্রমে নিরুদ্ধ করতঃ মনকে সংযত করিয়া অন্তর্মুখী করিলে, কামনাসমূহের পূর্ব্বস্মৃত সূক্ষ্ম ভাব গুলি, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনকে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিল। তখন সম্মুখস্থ মূর্ত্ত রামকেই রামপদের প্রতিভূ স্বরূপ অন্তর্মধ্যে স্থাপন করিয়া, তাহাতেই মনের লয় করিয়া সেই পদপ্রাপ্তিরূপ—স্বরূপসিদ্ধি লাভ করিলেন। তাই ব্যথিত হইয়া বলিলেন "কৃতার্থোঽস্মিত্বয়া রাম"। তোমারই সাহায্যে বা তোমাকেই অবলম্বন করিয়া আমার অভিষ্ট সিদ্ধ হওয়াতে কৃতার্থ হইলাম। এই আশ্রমে পুরাকালে বিষ্ণু, বহুশত বৎসর তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তদবধি ইহার নাম সিদ্ধাশ্রম বলিয়া খ্যাত। পক্ষান্তরে সংযমী রামও গুরু কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ইন্দ্রিয় জ্ঞানের লোপে মানস দৃষ্টির একাগ্রতা সিদ্ধি লাভ করিলেন।

এইরূপে সংযম ও কৃচ্ছ্র সাধনে মনের একাগ্রতা শক্তিলাভে সিদ্ধ রাম, বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক রাজর্ষি জনকের সকাশে আনীত হইলে, ঋষি তাঁহার নিকট নিজ শিষ্যের কুল পরিচয় সহ, তাহার তাড়কাদি বধ উল্লেখ করিয়া রামের সীতার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা জানাইলেন। তখন জনক বলিলেন—"যে ধনু নমন করিয়া মহাদেব দক্ষযজ্ঞ নাশের সময় উপস্থিত দেবতাগণকে নিগৃহিত করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহারা তাঁহার স্তুতি করিয়া তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহারা ন্যাস স্বরূপ আমার পূর্ব্ব পুরুষ দেবরাতকে প্রদান করেন। আমরা পুরুষানুক্রমে সেই ধনুরত্ন অতি যত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। আমি পণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিলাম যে, যে উহা উত্তোলন ও নমন করিয়া, উহাতে টঙ্কার দিতে পারিবে, তাহাকেই আমার অযোনিজা কন্যা সীতা সম্প্রদান করিব। সমাগত রাজন্যগণ ইহাতে অসমর্থ হইয়া মিথিলাপুরী আক্রমণ করিলে একবৎসর পরে আমার সাধনা সর্ব্বশঃ ক্ষয় হওয়াতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া দেবতাদের শরণ লইলে, তাঁহাদের প্রেরিত চতুরঙ্গ বলের সাহায্যে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইলাম।" এই বলিয়া তিনি সেই পঞ্চাশৎশত দীর্ঘায়তন বলিষ্ঠ বাহক স্কন্ধে আনীত, অন্তর্নিহিত ধনু সহ অষ্টলৌহ চক্র সমন্বিত মঞ্জুষাটী রামের সম্মুখে স্থাপিত করিলেন। বিশ্বামিত্রের নির্দ্দেশে রাম, যেই ধনু আকর্ষণ করিতে দেবতা, অসুর রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মহোরগ ও রাজগণ—অসমর্থ হইয়াছিল, সেই পূর্ব্বাপর জনক রাজগণ কর্ত্তৃক পূজিত ধনুরত্ন আকর্ষণ করিয়া, জ্যারোপন করতঃ টঙ্কার দিয়া ভঙ্গ করিলেন। জনক প্রীত হইয়া তাহার অযোনিজা সীতা তাঁহাকে সম্প্রদান করিলেন। এই ধনুভঙ্গ রহস্য কি?

ধনুর্ভঙ্গ—মহর্ষি কপিল শিষ্য পঞ্চশিখ, পূর্ব্বপুরুষ জনকরাজ দেবরাতকে সাংখ্য যোগ সাধনের উপদেশ দিয়াছিলেন। তদবধি মিথিলার সূর্য্য বংশীয় জনক রাজগণ সেই সাধনা পুরুষানুক্রমে আচরণ করিয়া যেন সাংখ্য যোগের জনয়িতা-জনক রাজর্ষিরূপে আখ্যাত হইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদের পূজিত এই ধনুরত্নই যেন তাহার নিদর্শন। তাঁহারা মিথিলা বা বিদেহ রাজ বলিয়া কথিত হইতেন। মিথিঃ (মথতে হিনস্তি শত্রুকুলং অতু জনক রাজ। মিথিলা (মথ্যন্তে শত্রবঃ যস্যাং) মথ+ইলচ্। ষড় রিপুগণ দেহরূপ মিথিলা পুরীই আক্রমণ করে। সেই দেহ জ্ঞান লোপ করিলেই বিদেহ কৈবল্য সিদ্ধ হয়। তাই রাজর্ষি জনক সম্বৎসর "আত্মানমবধুতং † আত্মাত্যক্ত হইয়া ছিলেন—ষড় রিপুর

† আত্মানমবধুতং মে বিজায় নৃপপুঙ্গবাঃ। রোষেণ মহতা বিষ্টাঃ পীড়ান্ মিথিলা পুরীম্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আক্রমণে। ইহাই তাঁহার সাধনা নাশের কারণ। দেহেন্দ্রিয় জ্ঞান লোপ বা হরণে যিনি বিদ্যমান থাকেন তিনিই আত্মারূপে 'হর' হৃধাতু হরণে হইতে সাধিত। এই আত্মারই চিৎ জ্যোতির প্রকাশই বাল্মীকির অযোনিজা বৈদেহী সীতা। দেহী আত্মার চিৎশক্তি এই দেহ রূপ ধনুতেই প্রকাশিত হয়। যোগীর "সমংকায় শিরোগ্রীবং" দেহই এই ধনু (মণ্ডুক উঃ) এবং তাহার মেরুদণ্ডই ধনুদণ্ড। পঞ্চ সহস্র দীর্ঘায়তন লোক-বাহিত, অন্তর্নিহিত, ধনুসহ অষ্টচক্র সমন্বিত মঞ্জুষা অর্থাৎ অষ্টধা প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত দেহ মধ্যে মেরুদণ্ড—যাহার কম্পনে জ্যোতি উদ্ভূত হয়। পঞ্চাশৎ রূপভেদে প্রকৃতি ব্যক্ত।

এষ প্রত্যহ সর্গো বিপর্য্য-শক্তি-তুষ্টি-সিদ্ধাখ্যাঃ গুণ বৈষম্য। বিমর্দ্দিতা তস্যাচ ভেদাস্ত পঞ্চাশৎ॥ * (সাঃ কাঃ)। মঞ্জুষারন্ধ্রায় দেহরূপ প্রকৃতি হইতে মেরুদণ্ড স্বরূপ ধনুদণ্ড উত্তোলন করিয়া অর্থাৎ তাহাতে মনকে নিবদ্ধ রাখিয়া ধনুর শক্তি সম্পন্ন গুণ আকর্ষণ করিলে, সেই ধনুদণ্ড রূপ মেরুদণ্ডও যেন ধনুদণ্ডের ন্যায় মধ্যস্থলে ভঙ্গ হয়। তখন যেমন সেই শক্তি রহিত গুণ শিথিল হয়, তেমনি প্রকৃতিজ গুণত্রয় ও কায্যকরী শক্তি রহিত হইলে, সেই গুণজাত এই দেহ অর্থাৎ দেহ জ্ঞানও লোপ পায়। তখন প্রকৃতির নৃত্য দর্শনে বিমোহিত দেহাত্মজ্ঞানী, বিমুক্ত আত্মার স্বরূপ প্রকাশক জ্যোতি, স্বতঃ প্রকাশিত হয়। যোগীর মেরুদণ্ড অভঙ্গই থাকে। তবে এই ধনুর্ভঙ্গের উপমা বাল্মিকী কেন দিলেন? ইহাও রহস্যান্বিত।

বেদের অসীম বিশ্ব ব্যাপ্ত পুরুষ "সহস্র শীর্ষ"। অর্থাৎ অনন্ত মস্তক সমন্বিত। পঞ্চাশৎ ভেদান্বিত প্রকৃতিও অনাদি ও অসীম। তাই অসীম প্রকৃতির ধনু ও অসীম ধনুদণ্ড ও অসীম গুণ সমন্বিত। অন্যথা এই অসীম বিশ্ব রচনা করিবে কে? সেই ধনুদণ্ডে, শিথিল অর্থাৎ সমঞ্জস্য গুণত্রয়কে যেন যোজিত করিয়া তাহাকে আলোড়ন বা কম্পিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া টঙ্কার দিলেই, সেই গুণত্রয় শক্তিশালী হয় এবং যেন পাঞ্চভৌতিক ভুতজাত পদার্থ সমূহ সেই ধনুর গুণ হইতে শররূপে নিক্ষিপ্ত হয়। বাল্মিকী কোন অমানুষিক ঘটনার বিবৃতি প্রসঙ্গেই, এককে সহস্ররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই বৃহৎ ধনুর্ভঙ্গ এক বিষ্ণু অবতার রামেরই সাধ্য, অথবা প্রকৃতিজাত দেহধারী যোগসাধক মানবেরই সাধ্য। তাই তিনি প্রকাশ্যে সহজবোধ্য রামের বিষ্ণু অবতারত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে। আর ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মানব রামের পক্ষে অমানুষিক কার্য্য অসম্ভাব্য বিবেচনায় ঐ পঞ্চাশৎ শত-পঞ্চ সহস্রের স্থানে তিনি পঞ্চ মানব-বাহিত অষ্টলৌহ চক্র সমন্বিত ভারী মঞ্জুষার বীর্য্যবান মনুষ্য ব্যবহৃত ৪॥০ হাত পরিমিত ধনুরই উদ্দেশ (mean) করিয়াছেন। ইহাও সরলও সহজ বোধ্য রহস্যহীন সমাধান। সেই ধনু অমিত শক্তিশালী আজানুলম্বিতবাহু মানব রাম ভঙ্গ করিয়া, জনকের ভূমি আচ্ছাদন হইতে লাঙ্গল কলায় উদ্ধৃত আত্মজা মানবী সীতা লাভ করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দিতেও অভিজাত বংশীয় রাজপুতগণ সদ্যজাত কন্যাদিগের কুলশীল বিশিষ্ট যোগ্য পাত্র না পাইবার আশঙ্কায়, তাহাদিগকে সূতিকা গৃহস্থ সংকীর্ণ তাক বা টাকের উপরে অরক্ষিত অবস্থায় তাহাদের মৃত্যুর অপেক্ষায় রাখিয়া দিত। ঘটনাক্রমে তাহা মৃত বা মৃত প্রায় হইলে ভূমিতলে প্রোথিত করিত। সম্ভবতঃ এইরূপেই কোনও মৃতপ্রায় সদ্য প্রোথিত কন্যাই তাঁহার ভূমি হইতে উত্থিত হইয়াছিল। আর সেই কন্যাকেই তিনি আত্মজা রূপে গ্রহণ ও পালন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই কন্যাকেই তিনি আবার ক্ষেত্র শোধনে উত্থিতা বিশ্রুতা অযোনিজা সীতা বলিলেন কেন? এই স্থানেই বাল্মীকি রহস্যের গোড় পত্তন। বাদরায়ণের রহস্যময়ী পাঞ্চালী কৃষ্ণসখী কৃষ্ণা অযোনিজা। এই উভয়েই অযোনিজা রূপে, প্রকৃতির জন্ম নিয়ন্ত্রণের রীতি বিরুদ্ধ ঘটনায় উদ্ভূতা, সুতরাং মানবী নহে।

ধনুর্ভঙ্গ—(যোগীর পক্ষে) যোগসাধনে ব্রতী সাধক পদ্মাসনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপবিষ্ট হইয়া, ইন্দ্রিয়দ্বারগুলি রুদ্ধ করিলে, যুগপৎ কম্পন জন্য ভ্রূমধ্যে ও কটিপ্রদেশ হইতে কম্পন জনিত যে জ্যোতির্দ্বয় তাঁহার মানস দৃষ্টিতে প্রতিভাসিত হয়, তাহাই দেহরূপ ধনুর (উপনিষদের মতেও) দুই প্রান্ত। ধনুর গুণ আকর্ষণ করিয়া তাহার নিম্নপ্রান্ত উত্থিত ও উপর প্রান্ত নমিত করিলে, ধনুর মধ্য ভাগ ভঙ্গ হইয়া সেই দুই প্রান্ত একস্থানে মিলিত অবস্থায় ধনুর ভঙ্গ মধ্যভাগসহ এক সম সরল রেখায় অবস্থিত হয়। তেমনি মনের দৃঢ় চেষ্টা দ্বারা সেই পূর্ব্বোক্ত উপরে ও অধোদেশে তাহার জ্যোতির্দ্বয়কে দেহের বা মেরুদণ্ডের মধ্যদেশে সন্নিহিত স্থানে মিলিত করিবার অভ্যাস করিতে হয়। মিলিত ধনু প্রান্তদ্বয়ের যেমন কম্পন রহিত হয়, তেমনি কম্পন হইতে উদ্ভূত জ্যোতিরূপ প্রান্তদ্বয় কম্পন শূন্য হইলে, তাহাদের মিলিত জ্যোতিও ক্ষণিকের জন্য অন্তর্হিত হয়। তখন নিরালম্ব মনেরও খানিক লয় প্রাপ্তি ঘটে আর ঠিক সেই সময়ই মন-বিযুক্ত সত্বগুনান্বিত বুদ্ধিতে আত্মহৃদি জ্যোতি প্রভাসিত হয়। ইহা মন দৃষ্ট নহে যেন স্বতঃ প্রকাশিত, কেননা মন পুনরায় ভ্রূমধ্য জ্যোতির্দর্শন করিলেও এই স্বতঃ প্রকাশিত জ্যোতি অটুট থাকিয়া উপলব্ধ হয়। একমাত্র ধনুর্ভঙ্গের সহিত ইহার সঙ্গত উপমা হয়। তাইক্লেশসহিষ্ণু, বাসনা কামনা, মার প্রভৃতি দমন কারী, যোগাচরণে প্রয়োজনীয় চতুরঙ্গ বলশালী রামকে উপযুক্ত অধিকারী বিবেচনা করিয়াই রাজর্ষি, সাংখ্য যোগী জনক, তাঁহাকে সাংখ্য যোগ সাধনের উপদেশ ও শিক্ষা দিয়াছিলেন। মাত্র যৌবনে পদার্পিত ব্রহ্মচারী রাম, তাঁহার একাগ্রতা সিদ্ধমনের সাহয্যে অতি শীঘ্রই তাহার সিদ্ধিতে সফলকাম হইয়া যেন জনকেরই সিদ্ধফল স্বরূপ অযোনিজা জ্যোতিরূপী সীতা তাঁহার নিকটেই লাভ করিলেন। ইহাই জনক কর্ত্তৃক দেহশোধনে লব্ধাবিশ্রুতা সীতা রামকে সম্প্রদানের রহস্য। মাত্র এইরূপ সমাধানেই অ-বিষ্ণুঅবতার ঐতিহাসিক চিত্রের মানব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামের পক্ষে সেই অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপী ধনুর্ভঙ্গ রূপ অলৌকিক কার্য্য সম্পাদনের সম্ভব ও সামঞ্জস্য হয়। রাজত্ব পরিচালন প্রভৃতি গৃহকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও অলিপ্তভাবেই গার্হস্থ্যাশ্রমী রাজর্ষিজনক এই সাংখ্যযোগ সাধনায় দীর্ঘকাল রত থাকিয়া প্রায় বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মনাহুতিরূপ যজ্ঞে দেহ ক্ষেত্র শোধনে এই সীতারূপ জ্যোতি লাভে সিদ্ধ হইয়াছিলেন; ব্রহ্মপদ বা রামত্ব প্রাপ্ত হন্ নাই। উপনিষদে দেখা যায় কয়েকজন জনক-বংশীয় রাজা পূর্ব্বাপর অনেক ব্রহ্মবিদ ঋষির নিকট এই ব্রহ্মজ্ঞানের তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। বাল্মীকির ন্যায় আমার গুরুদেব তিব্বতী বাবাও গৃহস্থের পক্ষেও যোগাচরণে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াই আমাদের মত অনেক গার্হস্থ্যাশ্রমী শিষ্যকে যোগাচরণে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

যোগসাধক রাম—অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর রাম, পত্নী সীতা সহ, মধ্যে মধ্যে বৃদ্ধ পিতাকে রাজকার্য্যে সাহায্য করিয়া একরূপ নির্লিপ্ত ভাবেই দ্বাদশবর্ষ যাপন করিলেন। যখন দেখিতে পাইলেন যে নানারূপ বাধাবিপত্তির মধ্যে তাঁহার সাধনা মন্থর গতি প্রাপ্ত হইতেছে, তখন মধ্যে মধ্যে তাঁহার কর্ণে শব্দ শ্রুতি হইয়া জ্যোতি অন্তর্হিত হইতেছে। এই মন্থর গতির স্বরূপ মন্থরা; আর তৎকর্তৃক প্ররোচিত কৈকেয়ীই শব্দের প্রতীক। (কৈ শব্দে) কৈকেই—হইতে দূরে যাইবার জন্য, তিনি তাঁহার ন্যায্য উত্তরাধীকারী সূত্রে অবশ্য প্রাপ্তব্য যৌবরাজ্যাভিষেকের প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া, স্বেচ্ছায় সীতা ও লক্ষ্মণ সহ বনবাসে প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার এতই দৃঢ় পণ যে সমস্ত অযোধ্যাবাসীসহিত ভরতও তাঁহাকে ভরদ্বাজ আশ্রম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করাইতে পারিলেন না। বশিষ্ঠ, জাবালিরও উপদেশ তিনি উপেক্ষা করিলেন। বনবাসকালে শরভঙ্গ ঋষির তপস্যালব্ধ স্বশরীরে স্বর্গ গমন ফলও তাঁহাকে যখন প্রলুব্ধ করিতে পারিল না তখন তিনিই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে অগস্ত্যাশ্রমে অগস্তের শিষ্যত্ব গ্রহণে উপদেশ দিলেন। অগস্ত্যকে অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন বনবাসের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারই সমীপে থাকিয়া সাধনা করিবেন। তখন ঋষি তাহাকে যে উপদেশ সহ দীক্ষা দিলেন তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কিছুকাল পরে রামের মত পরিবর্ত্তন জন্য তিনি অন্যত্র যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন "এই স্থানে থাকিবার মনস্থ করিয়াও তুমি যে অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিয়াছ তাহার কারণ আমি অবগত আছি। তুমি এই আশ্রম হইতে কয়েক যোজন দূরে রাক্ষস অধ্যুষিত পঞ্চবটী বনে বাস করিলেই তোমার সে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ইতঃপূর্ব্বে শরভঙ্গ আশ্রমে, যজ্ঞ-বিঘ্নকারী প্রাণহন্তা রাক্ষসগণ দ্বারা প্রপীড়িত, সমবেত ঋষিগণ কর্ত্তৃক সেই অত্যাচার দমন করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া, তিনি রাক্ষস বধে প্রতিজ্ঞার সহিত নিজের বীর্য্যগৌরবও তঁহাদিগকে প্রদর্শন করিবেন এইরূপ বলিয়াছিলেন—"তপস্বিনাং রণে শত্রূণহন্তু মিচ্ছামি রাক্ষসান্।

পশ্যন্তবীর্য্য মৃষয় সভ্রাতুর্মেতপোধনা"।

আমি ভিন্ন এই শিবধনু আকর্ষণ অন্য কোন মানবের সাধ্য নহে, এই দম্ভ জনকের মনে উদয় হওয়াতে, তিনি ষড়রিপু আক্রমণে যেমন বৎসরকাল সাধনাভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তেমনই রামেরও এই বীর্য্যপ্রদর্শনরূপ দম্ভই উত্তরকালে তাঁহার যোগচ্যুতির কারণ হইয়াছিল। পরে সীতার উক্তিরূপে যেন তাঁহার আত্মবিবেকই তাঁহাকে এই অন্যায্য কার্য্য সাধনে নিবৃত্তির প্রেরণা দিয়াছিল। সীতা রামকে বলিয়াছিলেন "সত্যভঙ্গ, পরদার গমন অপেক্ষাও বিনাহিংসায় নির্দ্দোষী জীব হত্যা সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয় ব্যসন। সুতরাং ইহা না করাই তঁহার কর্ত্তব্য"। সেই সীতার উক্তিরূপ আত্মবিবেক বিরুদ্ধ কার্য্য অর্থাৎ নিজ বীর্য্য প্রদর্শনে রাক্ষসবধ স্বরূপ প্রতিজ্ঞা পালন সাধনোদ্দেশেই তিনি অগস্ত্যাশ্রমে বাসের পণ ভঙ্গ করিয়াও সেই রাক্ষস অধ্যুষিত স্থানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গমন করিলেন। পঞ্চবটী বনে বিনা দোষে বিকলাঙ্গ শূর্পনখা কর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া, তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত খর ও দুষণ পরিচালিত চৌদ্দজন (মানব রামের পক্ষে) বা চৌদ্দসহস্র (বিষ্ণু অবতারের পক্ষে) রাক্ষসকে তিনি বধ করিলেন। এই চতুর্দ্দশ রাক্ষস (সাধক রামের পক্ষে) * চতুর্দ্দশকরণ—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, ইত্যাদি ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় হস্ত, পদ ইত্যাদি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত। ইহারাই রামের এই অন্যায্য আচরণে প্রখর দুষণীয় হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াই যেন সাধনচ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কামরূপী শূর্পনখা (শূর্প কুলা ইব নখ যস্যা) কুলার ন্যায় (যাহারদ্বারা মাপ করা হয়) নখ দ্বারা রামের মনস্থৈর্য্যের দৃঢ়তা বা কাঠিন্য মাপ করিতে আসিয়াছিল নিজের মধুর শব্দে ও সৌন্দর্য্য প্রদর্শনে রামকে প্রলোভিত করিতে। যখন বুঝিতে পারিল সীতারূপ জ্যোতিতে নিবদ্ধ রামের অটুট মনস্খলন অসাধ্য তখন সে নিজ ভ্রাতা রাক্ষসরাজ দুর্জ্জের শব্দরূপী রাবণকে সেই সীতা হরণ করিতে প্ররোচিত করিল।

রাবণ তাহার পালিত মারীচরূপী পোষা মৃগকে আনিয়া নিকটস্থ বনান্তরে লুকাইয়া রহিল। ক্রীড়াশীল প্রফুল্লচিত্ত মৃগ, কুঠিরাভ্যন্তরস্থ রাম লক্ষ্মন সীতাকে দেখিতে না পাইয়া নির্ভয়ে ইতস্ততঃ লাফা লাফি করিতে লাগিল। সীতা তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে পালনার্থ জীবন্ত, অথবা তাঁহারা উভয়ে তাহার চর্ম্মাসনে উপবেশনার্থ, মৃত অবস্থায় আনিতে অনুরোধ করিলে, রাম লক্ষনকে সীতার রক্ষার্থে নিয়োগ করিয়া তাহাকে ধরিতে যাইলে সে অপরিচিত লোকদর্শনে পলায়ন পর হইল। তাহার পশ্চাদ্ধাবনে রাম বন মধ্যে বহুদূরে যাইয়া জীবন্ত

* মন আদি চতুর্দ্দশকরনৈঃ পুষ্কলৈ আদিত্যানুগৃহীতৈঃ শব্দাদীন বিষয়ান্ স্থূলান্ যদাউপলভতেতদ্ আত্মনো জাগরণম্। তথা চতুর্দ্দশকরণোপরমাদ বিশেষ জ্ঞানাভাবাৎ যদা শব্দাদীন্ নোপলভতেতস্মে আত্মনো সুষুপ্তম্। (সর্ব্বসারউপনিষদ্)। পুষ্ট প্রাপ্ত চতুর্দ্দশ করণ দ্বারা বিষয় উপলব্ধি আত্মার জাগরণা তদাভাবে সুষুপ্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরিতে না পারিয়া তাহাকে বধ করিলেন। তখন সেই নিকটস্থ কদলী বনের আড়াল হইতে, লক্ষ্মনের সহিত রামের পূর্ব্বশ্রুত কথোপকথনের কণ্ঠস্বরের অনুকরন করিয়া (Ventriloquism) রাবন বলিল "লক্ষ্মণ রক্ষাকর" সেই অবিকল অনুকরন জাত স্বর শুনিয়া সীতা রামের সাহায্যার্থ লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিলেন। আর সেই অবসরে রাবণ কুটির হইতে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। ইহাই সত্যকার ঐতিহাসিক ঘটনা—লঙ্কাদ্বীপের আদিম অধিবাসী (primitive) তথাকথিত রাক্ষস দিগের নেতা, মানব জাতীয় রাবণ কর্ত্তৃক সীতা অপহরণের চিত্র। যোগ সাধক রামেরপক্ষে ইহার সঙ্গতি কি ?

সাধক রাম, জনক কর্তৃক তাঁহার নিজ সাধনাচ্যুতির কারণের ইঙ্গিৎ পাইয়াও এবং নিজ বিবেক বিরুদ্ধ যেন (সীতার উক্তি বিরুদ্ধ) নিজ দম্ভপ্রকাশে রাক্ষস বধ করিয়া, পরে বিনা হিংসার তুচ্ছ কারণের জন্য নির্দ্দোষী (আহারের জন্যও নহে) একটা মৃগ বধ করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা এই গর্হিত ন্যায় বিরুদ্ধ কার্য্যের জন্য সত্যব্রত, জিতেন্দ্রিয় রামের সাধনা মার্গ হইতে অধঃপতন হইল। তিনি আর চেষ্টা করিয়াও জ্যোতিরদর্শন না পাইয়া যখন হতচিত্ত হইয়া সাধারণ মানুষোচিত শোকে নিমগ্ন হইলেন তখন তাঁহার পৌরুষের প্রতীক লক্ষ্মণরূপী চির সহচর লক্ষ্মণই যেন তাঁহাকে পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে সাধনা আরম্ভ করিতে উৎসাহিত করিলেন। সীতার অন্তর্দ্ধানের কারণ অন্বেষণের অভিকাঙ্খায় রাম একাগ্রচিত্ত হইলেন। তখন তাঁহার দৃঢ়ীভূত দূরদর্শন, দীর্ঘকাল পূর্ব্বের স্মৃতির উদ্রেক করিয়া মনে করাইয়া দিল, যে যখন প্রথম জ্যোতি দর্শন স্থায়ী করিবার অভ্যাস করিতেছিলেন, তখন মধ্যে মধ্যে একটা শব্দ শ্রবণে তাঁহার মন তাহাতেই লিপ্ত হইলে এই জ্যোতিও তাঁহার দর্শন হইতে তৎকালের জন্য অন্তর্হিত হইত, সুতরাং সেই শব্দই যেন সীতাকে হরণ করিয়াছে। গৃধ্র গৃধ্র্যত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিকাঙ্খত্যে=দূরদর্শন। জটায়ু=জটার ন্যায় সংহত দৃঢ়ীভূত অর্থাৎ দীর্ঘ আয়ু বা কাল যাহার। মাংসাশী গৃধ্র অদৃশ্য অবস্থায় শূন্যে থাকিয়া তার দূরদর্শনে ভূমিতলস্থ তাহার আহার্য্য মাংস দেখিয়া তাহা সংগ্রহ করে। গৃধ্রগণ প্রায়ই ষাট বৎসর পর্যন্ত বাঁচে। তাই সীতার উদ্দেশে রাবণের পশ্চাৎ ধাবমান বৃদ্ধ জটায়ু গৃধ্রই যেন সীতা অন্বেষণকারী রামকে মৃত্যু সময় বলিয়াছিল সেই সীতাপহারী "পুত্রো বিশ্রবসঃ সাক্ষাদভ্রাতা বৈশ্রবণস্য চ।" অর্থাৎ শব্দরূপী বিশ্রবার পুত্রই এবং বৈশ্রবণের কুবেরের সাক্ষাৎ ভ্রাতাই সীতাকে হরণ করিয়াছে। কুবের ও বিশ্রবার ইড়বিড়া পত্নীর গর্ভজাত শব্দের প্রতীক। লোকে যেমন বলে ইড়বিড় বকিতেছে বা শব্দ উচ্চারণ করিতেছে। মানব রামও সেই পক্ষছিন্ন মৃত জটায়ুর রক্তে সিঞ্চিত মনুষ্যদ্বয়ের পদচিহ্নদ্বয় দেখিয়াই দূরদর্শনে অনুমান করিলেন কোনও মনুষ্য জাতীয় প্রাণীই সীতাসহ পদব্রজে দক্ষিণাভিমুখে গিয়াছে। জটায়ু গৃধ্রের বিবরণ সীতার অন্বেষণের সুত্র বা trail স্বরূপ এই উভয় কারণেই প্রয়োজনীয়। অতঃপর রামকে যোগভ্রষ্ট হইবার জন্য যোগাভ্যাসে গোড়াপত্তন করিতে হইল। তিনি হনু সমন্বিত মুখ বন্ধ করিয়াই যেন সুগ্রীবের সহিত ঋষ্যমুক পর্ব্বতে মিলিত হইয়া মৌন হইলেন। অর্দ্ধোন্মিলিত নেত্রে নাসিকাগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির রাখিতে রাখিতে তাঁহার নাসিকার পার্শ্বস্থিত হনুদ্বয় ও তাহার সহিত মিলিত অবস্থায় দেখিলেন। তখন সেই মন তাহারই ছায়া বা ছাপ লইয়াই যেন পবন নন্দন বায়ুর আকারে হনুমানরূপে পরিণত হইয়া প্রাণায়ামে পূরক নিশ্বাস বায়ুর সহিত মিলিত অবস্থাতে বক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল সেই কণ্ঠনল বা নালীর অনুসরণে। ইহাই নল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সেতু। মানব রাম সমুদ্র তরঙ্গ-শীর্ষে ভাসমান বংশ বা বাঁশ দেখিয়া সমুদ্র উপকূলস্থ বৃহৎ বৃহৎ বাঁশ বানর সাহায্যে উৎপাটিত করিয়া, লতা দিয়া বাঁধিয়া বাঁশের ভেলা পর পর সজ্জিত করিয়া,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেতু নির্ম্মাণ করিয়া কেবল লক্ষ্মণসহ তাহার উপর দিয়া সমুদ্র পার হইয়াছিলেন। পরশিষ্টে এই দূরত্ব যে এক যোজনের অধিক ছিলনা তাহা প্রমাণ সহকারে দেখান হইয়াছে। অভিধান মতে নল অর্থে বংশ ও নালী উভয় পক্ষেই সঙ্গত। হনুমান মন, তখন নীল সমুদ্রের ন্যায় বক্ষাভ্যন্তরস্থ অন্ধকার রাশির মধ্যে পীতাভ জ্যোতির ক্ষণিক স্ফুটন দেখিতে পাইল, যেন কৌষিক বা পীতবস্ত্র পরিণিত সীতারই ন্যায়। রক্ষাভ্যন্তরে জ্যোতি প্রথমে এই পীতাভাতেই প্রভাসিত হইয়া পরে বিদ্যুতের ন্যায় শুভ্র জ্যোতিরূপে প্রকাশিত হয়। আবার তন্মুহূর্ত্তেই রুদ্ধ বায়ু নির্গত হইবার সময় সেই বক্ষাভ্যন্তরেই একটি শব্দ ক্ষীণভাবে গ্রীবাস্থিত নল সাহায্যে কর্ণের অভ্যন্তর দিকে শ্রুত হইল। আর তখনই সেই জ্যোতিও অন্তর্হিত হইল। তাঁহার মনের ধারণা হইল এই শব্দই জ্যোতিকে লোপ করিল। ইহারা একস্থানেই লীন অবস্থায় ছিল যেখানে তাহাই লঙ্কা (লীয়তে অত্র ইতি লং+কা-শব্দে)। ইহাই সুগ্রীব প্রেরিত হনুমান কর্ত্তৃক লঙ্কাতে সীতা দর্শনের রহস্য।

যে অনাস্বাদিত-কাম ব্রহ্মচারী রাম, যৌবন প্রারম্ভে বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ও চালিত হইয়া মনের একাগ্রতা লাভে, জনক সাহায্যে মাত্র দশদিনে :জ্যোতি দর্শনে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাকে পুনরায় সেই নষ্ট পদ লাভের জন্য দীর্ঘ ছয় মাস কাল কঠোর যোগ সাধন করিতে হইয়াছিল। শেষ কয়েক দিন তাঁহাকে পরম্পরা গত এই শব্দের সহিত যেন যুদ্ধ করিয়াই তবে সেই জ্যোতির উদ্ধার করিতে হইয়াছিল। প্রথমে কুম্ভরূপ কর্ণ রোধ করিয়া দশানন রাবণ প্রেরিত তদভ্রাতা কুম্ভকর্ণ কর্ত্তৃক উদ্ভূত শব্দ লয়। কর্ণ বন্ধ করিলে একটা ধারাবাহিক মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ হয় যেন মেঘনাদের প্রতীক মেঘ-নাদ। তাহা লয় করিলে, তাহারই ধারবাহিক অন্ত্যশব্দ ক্রম মৃদুভাবে গুড়-গুড়-গুড় ধ্বনিই ইন্দ্রজিৎরূপে পরিণত মেঘনাদ। ইন্দ্র কর্ত্তৃক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিক্ষিপ্ত বজ্ররূপ বিদ্যুৎ সজ্ঘাতে যে ক্ষণিক বিশাল শব্দ হয় তাহাই মেঘ গর্জ্জন রূপ মেঘনাদ। যেন সেই শব্দকারীর কারণ ইন্দ্রকে জয় করিয়াই যেন সেই মেঘ হইতেই উত্থিত নাদের কিছুক্ষণ স্থায়ী ধারা বাহিক ক্রমক্ষীণ শব্দই ইন্দ্রজিতের রহস্য। তখন আসিল রাবণের সহিত শেষ সম্মুখ যুদ্ধ। এই যুদ্ধ কিরূপ হইয়াছিল ইতিপূর্ব্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। যোগ সাধনে "সমং কায় শির গ্রীবং" রামের ভূমেস্থিত পদ্মাসনই ভূমি, উদর ও বক্ষাভ্যন্তরস্থ শূন্য স্থানই অন্তরিক্ষ আর শিরই গিরি মুর্দ্ধন। দশানন-জাত দশদিক হইতে শব্দ লয় করিলে তখন দেহের এই তিন স্থানের শিরা ধমনি প্রবাহিত রক্ত স্রোতের নদীর নাদের ন্যায় যে আভ্যন্তরিক শব্দ উত্থিত হয় তাহাই এক মুণ্ড রাবণের স্বরূপ ইহাই যেন ভূমি অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ এই ত্রিলোকব্যাপী। বহু আয়াসেও এই শব্দ লয় করিতে না পারিয়া যখন রাম হতাশ হইলেন তখন তাঁহার গুরু অগস্ত্যের স্মরণ করিলেন। শিষ্যের প্রতি কৃপা প্রদর্শনে অকুণ্ঠ আত্মভূত গুরু তাঁহার হৃদয়ে আত্মারূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সেই আত্মারই চিৎজ্যোতি বিকশিত ভাস্বর রূপের ধ্যানে নিমগ্ন হইতে প্রেরণা দিলেন। তখন তাঁহার নিজ আত্মাই মত রূপ প্রেরণা দিলেন মাতলি রূপে। "মতংলাতীতি মতল"। মত স্ত্রিলোকরাজস্ত মাতলি নাম সারথি। যেন তাঁহার শুদ্ধ বুদ্ধিই প্রেরণা দিলেন সেই অগস্ত্যদত্ত-"ব্রহ্মদত্ত শরোত্তমঃ" নিক্ষেপ করিতে। অর্থাৎ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা হইতে শরের ন্যায় নিক্ষিপ্ত হইয়াই গতিশীল অহং-রূপী জীবাত্মা। আবার তাহাকেই শর স্বরূপ নিক্ষেপ করিলেই তাহা তাহার উদ্ভব স্থান 'স'রূপী পরমাত্মাতেই লীন হয়। রাম শররূপী আত্মার সন্ধান পাইলেন আর সেই আত্মোপলব্ধি, বুদ্ধির সাহায্যেই হইল। দেহ রথের রথী আত্মা। তাঁহারই ইঙ্গিতে বা মতে মাতলি রূপ সারথী বুদ্ধি সেই রথ চালনা করে পঞ্চ ইন্দ্রিয় রূপ পঞ্চ অশ্বের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্দ্দেশকারী রশ্মি বা বল্গারূপ মনকে সংযত করিয়া রাবণ রূপ শব্দ অন্মোপলব্ধিতে লয় হইয়া রামের স্বরূপ সিদ্ধি হইল আর সেই আত্মাই দেহবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া পরমাত্মপদ প্রাপ্তিতে তাঁহার রামত্ব অবস্থা হইল। * দাশরথি রাম ব্রহ্মপদে স্থাপিত সোঽহং হইয়া তাঁহার রাম নাম সার্থক করিলেন—তাঁহার সমাধি হইল। বাল্মীকির রাম বাদরায়ণের কৃষ্ণ একই সোঽহং সূত্রে অভিন্ন। ওঁ শান্তি!

পাঠক ইচ্ছা করিলে আমার প্রণীত বৃহৎ গ্রন্থ "রামায়ণ বোধ বা বাল্মীকির আত্মপ্রকাশ গ্রন্থে এই রামের ঐতিহাসিক চরিত্রের সহিত" যৌগিকতত্ত্বের অধ্যায় সমন্বয় পাঠে এই সম্বন্ধে আরও অনেক বিষয় অবগত হইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামায়ণের লঙ্কা

আসমুদ্র হিমাচল ভারতের হিন্দুজাতি রামেশ্বরতীর্থ হইতে দূরে যে সিলন (সিংহলের অপভ্রংশ) নামে দ্বীপ আছে তাহাই লঙ্কা বলিয়া জানে। বর্ত্তমান সিলনের গভর্ণমেণ্টও সরকারীভাবে উহার লঙ্কা নাম ঘোষণা করিয়াছেন। তাহার স্বপক্ষে ও বিরুদ্ধে যে সমস্ত প্রমাণ আছে তাহাই সুধীগণের বিচার জন্য আমার লিখিত একটি প্রবন্ধ হইতে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত হইল। মাসের অর্চ্চনাতে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

(১) আধ্যাত্ম রামায়ণের কয়েকটি শ্লোক হইতে জানা যায়, সীতাসহ সমুদ্রের উপর দিয়া লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে, রাম পূর্ব্বে যে সেতু নির্ম্মান করিয়া রামেশ্বর শিব স্থাপন করিয়াছিলেন সেই সেতুবন্ধ ও রামেশ্বর নামে খ্যাত তীর্থ * সীতাকে দেখাইলেন। বাল্মীকি রামায়ণের "অত্র পূর্ব্বং মহাদেবঃ প্রসাদ মকরোদ্বিভুঃ...ইত্যাদি" অবিকল উদ্ধৃত করিয়া শেষ পংক্তিতে রামেশ্বর শিব স্থাপনের উল্লেখ প্রথোমক্ত গ্রন্থে, প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কেন না মুল রামায়ণে উহার বা রামকর্ত্তৃক (সমুদ্রে শিব স্থাপনের বা বন্ধনের) পূর্ব্বে শিবারাধনার উল্লেখও নাই। রাম নিজ বংশীয় উর্দ্ধতন পুরুষ সগর সন্তান সাগরকেই স্তুতি করিয়া তাহার সাহায্য লাভের অপ্রাপ্তিতে কার্ম্মুক হস্তে তাহার শোষণ উদ্দেশ্যে উদ্যত হইয়াছিলেন। পরে ভয়ার্ত্ত সাগর সশরীরে আসিয়া

---

* এতচ্চ দৃশ্যতে তীরং সাগরস্য মহাত্মনঃ। সেতুবন্ধমিতি খ্যাতং ত্রৈলোক্যেন চ পুজিতম্। এতৎ পবিত্রং পরমং দর্শনাৎ পাতকাপহং। অত্র রামেশ্বরো দেবোময়া শম্ভু প্রতিষ্ঠিতঃ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বকর্ম্মাপুত্র বানর নলের সাহায্যে সেতু নির্ম্মানের উপদেশ দিলেন। মূল গ্রন্থে আমরা সেই বন্ধনের উপায় ও প্রণালী সংক্ষেপে বলিয়াছি। পরবর্ত্তীকালে অর্ব্বাচীন স্কন্দপুরাণ, সেই পুরাণ আধ্যাত্ম রামায়ণের উল্লিখিত সূত্র অবলম্বনে অনেক অলৌকিক, অসংলগ্ন উপাখ্যানসহ রামেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

(২) ইহার স্বপক্ষে আর একটী প্রমাণ সিদ্ধান্তশিরোমণির এই শ্লোকটি—"যল্লঙ্কোজ্জয়নী পুরোপরি কুরুক্ষেত্রাদি দেশান্ স্পৃশন্ সূত্রং মেরুগতং বুধৈর্নিগদিতা সা মধ্যরেখা ভুবঃ"। যে কল্পিত সূত্র লঙ্কা, উজ্জয়নী পুরের উপর দিয়া কুরুক্ষেত্রাদি দেশ স্পর্শ করিয়া মেরু অভিমুখে যায়, তাহাই পৃথিবীর মধ্যরেখা বলিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন। এই রেখা সিলনের পশ্চিম সীমান্ত সমুদ্রের উপকূল দিয়া দক্ষিণাভিমুখে যায় তাহাও ঠিক। মহাভারতে বনপর্ব্বে রামোপাখ্যানে রামায়ণের অবিকল অনুসরণে যে বিস্তৃত বিবরণ আছে তাহাতেও রামের শিব উপাসনা বা এই রামেশ্বর শিব স্থাপনের কোনও উল্লেখ নাই। আধ্যাত্ম রামায়ণ ব্যাসরচিত হইলে তাহাতে ইহার কিছু উল্লেখ থাকিত। শৈবগণ কর্ত্তৃক বিষ্ণু উপাসনা প্লাবিত দাক্ষিণাত্যে শিব উপাসনা প্রচলনের জন্য, কুমারিকা হইতে লঙ্কা পর্য্যন্ত সমুদ্র মধ্যে শৃঙ্খলাভাবে নিমগ্ন শৈলস্তূপগুলিকে রামকর্ত্তৃক নির্ম্মিত সেতুর ধ্বংসাবশেষের প্রমাণ দিয়া এই রামেশ্বর শিব স্থাপনের পর উক্ত পুরাণ, বাল্মীকির এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াই পংক্তিটি যোগ করিয়াছে। সম্ভবতঃ ইহার পরেই সিদ্ধান্ত শিরোমনি উহাকেই লঙ্কা সাব্যস্ত করিয়া উপরোক্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রের মত দিয়াছে। এই দুই মত গ্রাহ্য হইলে বর্ত্তমান সিলনই লঙ্কা ইহা সিদ্ধান্ত হয়।

এই সম্বন্ধে রামায়ণের ইতিহাসে কি প্রমাণ পাওয়া যায়? বাল্মীকি বলিতেছেন দক্ষিণ সমুদ্রের তীরস্থিত ত্রিকুট পর্ব্বত শিখরে ইন্দ্রের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমরাবতীর ন্যায় বিশাল লঙ্কা অবস্থিত। * সীতা অন্বেষণে প্রেরিত বানরগণ বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিন সীমাস্থিত একটী রন্ধ্রে, জলান্বেষণে প্রবেশ করিয়া অন্ধকারে পথহারা হইলে তপস্বিনী 'স্বয়ংপ্রভা' (আলোর আলো) কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া সমুদ্রতীরে উপনীত হইলে তপস্বিনী তাহাদিগকে বলিয়াছিল "এই বিন্ধ্যপর্ব্বত, এই মহা উদধি"। সেই পর্ব্বতের উচ্চ শিখরস্থ ঝরিতপক্ষ জটায়ু-ভ্রাতা বৃদ্ধ গৃধ্র সম্পাতি (সম্পূর্ণরূপে পতিত), বানরগণকে বলিয়াছিল—"আমরা দুই ভ্রাতা ইন্দ্রকে জয় করিবার উদ্দেশ্যে স্বর্গে ধাবমান হইলে আমি সূর্য্যের তাপে দগ্ধপক্ষ হইয়া এই গিরিশিখরে পতিত হই। পরে আমার জ্ঞানোদয়ে স্থির নিশ্চয় জানিলাম ইহা "দক্ষিণস্যন্তদধেস্তীরে" বিন্ধ্য নামক গিরি "বিন্ধ্যোয়মিতি নিশ্চিত"। কিছুকাল পূর্ব্বে আমি এই পথে সীতা সহ রাবণকে যাইতে দেখিয়াছি। আমার পুত্র সুপার্শ্ব আমার আহারের জন্য মাংস সংগ্রহার্থ মহেন্দ্র পর্ব্বতের উপর পক্ষবিস্তারে অবস্থিতিকালে, রাবণক্রোড়ে করুণ রোদন পরায়ণা সীতাকে ধৃত করিবার চেষ্টায় রাবণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখাত হইলে, শূন্যেস্থিত দেবতাগণ, সে যে আজ সীতাকে আহার করিয়া রামকে বিপত্নীক করে নাই তজ্জন্য সাধুবাদ করিয়াছিল। † সুতরাং এই দক্ষিণ সমুদ্র তীর উহার অপর পার নহে। হনুমানও এই মহেন্দ্র পর্ব্বতের উপর হইতে লম্ফ প্রদানে সন্তরণেই সমুদ্র পার হইয়াছিল। "সাগরোর্ম্মিজালানা মুরসাশৈল বষ্মণা।

অভিঘ্নংস্ত মহাবেগঃ পুপ্লুবে সমহাকপি।" কপিবর হনুমান পর্ব্বত তুল্য বেগে বক্ষঃস্থল দ্বারা সমুদ্র তরঙ্গ ভঙ্গ করতঃ মহাবেগে সমুদ্র উত্তরণ

* "দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে ত্রিকূট নাম পর্ব্বত। তস্যাগ্রেতু বিশালাসা মহেন্দ্রস্যপুরী যথা"। (রামায়ণ)

† কিরূপে বানরগণ লঙ্কা ও তথাতে আনীতা সীতার সন্ধান পাইল তাহা আমার প্রণীত রামায়ণ বোধ গ্রন্থে পাইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে লাগিল। বিষ্ণু অবতার রামের অলৌকিক কার্য্যাবলীর সহিত সঙ্গতির জন্যই, পবন দেবতার পুত্র হনুমানেরও এই শত যোজন বিস্তৃত সমুদ্র এক লম্ফে উত্তীর্ণ হওয়া রূপ অলৌকিক কার্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে। পুরীর সমুদ্র তীর হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত জলের স্বল্প গভীরতা বশতঃ প্রায় তিন চারি ক্রোশ দূরস্থ সমুদ্রগামী জাহাজের ধূম দৃষ্ট হয়। সেইরূপ উভয়দিকে অগভীর জলের সহিত সমুদ্রতীর হইতে লঙ্কার দূরত্ব এক যোজন বা চারিক্রোশ আন্দাজ ছিল। মনুষ্য ও বানর হনুমানের পক্ষে ইহা পার হওয়া অসম্ভব নহে। অবতার রামও দেবতা নন্দন বানরগণের অলৌকিক কার্য্য সমূহ দেখাইবার প্রত্যেক স্থলেই বাল্মীকি পূর্ব্বাপর এককে সহস্ররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার রহস্য। রাম বানর কটকসহ মহেন্দ্র পর্ব্বতের উপর হইতে সমুদ্রের বেলাভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং তৎকালে মহেন্দ্র পর্ব্বত যেখানে ছিল সেই সমুদ্রতীর হইতে একযোজন দূরে লঙ্কাদ্বীপ ছিল। মানচিত্রে মহেন্দ্র পর্ব্বত পুরীর নীচে স্থিত দেখা যায়।

দ্রৌপদীর সহিত অন্তর্গৃহে যুধিষ্ঠিরের বিশ্রাম্ভালাপকালে, দস্যু কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের অপহৃত গোসকলের উদ্ধারার্থ অস্ত্র সংগ্রহ উদ্দেশে, নিয়ম ভঙ্গ করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ জন্য, পূর্ব্ব পণ অনুসারে অর্জ্জুন বনবাস ব্রত গ্রহণ করিলেন। নানাদেশ ভ্রমণের পর কলিঙ্গ রাজ্যের দ্বারদেশ হইতে সহচর ব্রাহ্মণগণকে বিদায় দিয়া, কলিঙ্গের সমুদ্রকচ্ছে (তীরস্থ অগভীর জল) যাইয়া তথাস্থিত মহেন্দ্র পর্ব্বতের উপরে ঋষি-গণকে বন্দনা করিয়া, সমুদ্রতীর বাহিয়া মনিপুর রাজ্যে গিয়াছিলেন। সুতরাং মহাভারত হইতে প্রমাণ পাওয়া গেল যে মহেন্দ্রপর্ব্বত কলিঙ্গ দেশেরই কোনস্থানে সমুদ্রকুলোস্থিত একটি গিরিস্তূপ। সেই স্থানকোথায়?

যুধিষ্ঠির অনুষ্ঠিত রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে দিগ্বিজয়ার্থ-ব্রতী সহদেব দাক্ষিণাত্যে অভিযান করিয়া, যে সমস্ত দেশ ধারাবাহিকভাবে আক্রমণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিলেন তাহা সভাপর্ব্বে পাঠক পাইবেন। মাত্র প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করা হইল। * তিনি দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম সমুদ্র উপকুল ও মধ্যবর্ত্তী স্থানের রাজ্য সমুহ জয় করিয়া ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে যাইলে। তথা হইতে পুর্ব্ব উপকুলস্থ রাজ্য সমুহ যথাক্রমে কোলগিরি (বর্ত্তমান চোলা) সুরভিপট্টম, তিমিঙ্গিল (তামিল নাইড়ু), পাণ্ড্য, দ্রাবিড়, (মান্দ্রাজ) কেরল, অন্ধ্র (ভিজাগাপত্তন), ওড্র (উড়িষ্যা) কলিঙ্গ, অটবী পুরী প্রভৃতি জয় করিয়া, সমুদ্রকচ্ছে যাইয়া বিভীষণের নিকট দুত পাঠাইলে, তিনি কর প্রদান করিলে, তিনি বক্তস্থলে ফিরিলেন। এই বিবরণ হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে কলিঙ্গ ও উড়িষ্যার সমুদ্রকুলেই মহেন্দ্র পর্ব্বত, আর তাহা হইতে কিছুদুরে লঙ্কা ছিল। গোদাবরী নদী ভারতের মধ্যপ্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া দ্বিজজাতির পৈতার ন্যায় বক্রভাবে প্রবাহিত হইয়া মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির মছলিপত্তনের নিকট সমুদ্রে পড়িয়াছে। কিস্কিন্ধ্যাও এই গোদাবরীর উত্তর তীরেই বিন্ধ্যপর্ব্বতের ঠিক দক্ষিণেই স্থিত দণ্ডকারণ্যের দক্ষিণেই ছিল। বিন্ধ্যপর্ব্বত ও প্রয়াগ ও মির্জ্জাপুরের মধ্যবর্ত্তীস্থানে বর্ত্তমান বিন্ধ্যাচল হইতেই আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান পরেশনাথ পাহাড় ও উড়িষ্যার নীলাচলের একইভাবে শৃঙ্খলিত গিরিশ্রেণীরূপে পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত হইয়া উড়িষ্যার সমুদ্র উপকুলে শেষ হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের পর্ব্বতগুলির নাম মলয়, দর্দ্দুর, সহ্য প্রভৃতি পুরাণে ও শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

---

* ত্বং জিত্বা স মহাবাহু প্রথমৌ দক্ষিণাপথং। গুহামাস দয়ামাস কিষ্কিন্ধ্যাং লোক বিশ্রুতম্॥ কৃৎস্নং কোলগিরিঞ্চৈব সুরভিপট্টনং তথা। তিমিঙ্গিলঞ্চ স নৃপংবপে কৃত্বা মহামতিঃ ঃ পাণ্ড্যাংশ্চদ্রবিতাংশ্চৈব কলিঙ্গানুষ্ট্রকর্ণিকাম॥ অটবীঞ্চ পুরীংরম্যাং যবনানাং পুরং তথা। ততং কচ্ছগতো ধীমান দূতান্ মাদ্রীবতী সুতঃ॥ প্রেষয়ামাস রাজেন্দ্র পৌলস্ত্যায় মহাত্মনে। বিভীষণায় ধর্ম্মাত্মা প্রীতিপূর্ব্বমরিন্দমং॥ স চাস্তপ্রতিজগ্রাহশাসনং প্রীতিপূর্ব্বকম্। করদান পার্থিবান কৃত্বা প্রত্যাগচ্ছ করিন্দমঃ॥ অটবী বা বনস্থলেস্থিত যবনজের পুররম্যাপুরী তৎকালে শবর (যবন) কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুমারিকা পর্য্যন্ত পদব্রজে যাইতে হইলে পূর্ব্ব উপকূলে প্রবাহিত আরও অনেক নদী রামকে পার হইতে হইত। মিথিলা যাইবার পথে গঙ্গা, শোনা পারের উল্লেখ সত্ত্বেও দাক্ষিণাত্যে যাইবার সময় রামের কোনও নদী পার হইবার উল্লেখ রামায়ণে নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত সহদেববিজিত জন পদগুলি অতিক্রম করিলে রাম তাহার কোন স্থানের মনুষ্যজাতির সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া তাহাদের সাহায্যে সীতা উদ্ধার করিতে পারিতেন। তাহা না পাইয়াই তিনি বানরের সাহায্য লইয়াছিলেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বানরগণ অতি চতুর ও বুদ্ধিমান। অযোধ্যাবাসী রাম তাহা জানিতেন। বিন্ধ্য পর্ব্বতের ঠিক দক্ষিণ কিষ্কিন্ধ্যার বানর যুথপতির সহিত মিতালি করিয়া ছয় মাস কাল তাহাদিগকে অনেক কৌশল শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং তাহাদেরই সাহায্যে সীতা উদ্ধার করিয়া ছিলেন। দীর্ঘ লাঙ্গুল বিশিষ্ট এই বানরগণের মুখেই তাহাদের বানর জাতীয় পশুত্বের পরিচয় দিয়া বাল্মীকি তাঁহার নিজের ভাষণেই তাঁহার কাব্যের ঘটনা চক্রের (plot) পারম্পরিক বিবরণ (develop) করিয়াছেন। ইহা প্রত্যেক কাব্য, নাটক উপন্যাসের নিজস্ব ধারাই। নাগ, কুক্কুট ইত্যাদি মনুষ্য জাতি হইলেও বানরও মনুষ্য জাতি রূপে বর্ণিত হইত।

রামের সহিত সরযু নদীতে দেহত্যাগোদ্যত লঙ্কারাজ বিভীষণকে তিনি প্রত্যাখ্যাত করিয়া বলিয়াছেন লঙ্কায় ফিরিয়া যাইয়া ইক্ষাকু বংশের কুল দেবতা বিষ্ণুর আরধনাকর-"আরাধয় জগন্নাথ মিক্ষাকু-কুলদৈবতম।" অযোধ্যার কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত জগন্নাথের মূর্ত্তির অনুকরণে কাষ্ঠের গুড়ি হইতে দেবতার একটী লম্বা মস্তকাকৃতি সহজে নির্ম্মাণ করিয়া তাহার চক্ষু খোদন ও হস্তপদাদি নির্ম্মাণ করা তাহাদের সাধ্য হয় নাই তখন সেই আদিম জাতির মধ্যে কাষ্ঠ ও ভাস্কর শিল্প অজ্ঞাত ছিল জন্যই। রাবণের সময় দণ্ডকারণ্যে রাক্ষস উপনিবেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জনস্থানস্থ অধিকাংশ রাক্ষসগণ রাম কর্ত্তৃক নিহত হইলে তাহাদের মধ্যে অকম্পন নামে একজন পলাইয়া রাবণকে সেই সংবাদ দেয়। বিভীষণের রাজত্বকালে তাহার প্রদর্শিত পথে আবার রাক্ষসগণ প্রচুর আহার্য্য মাংসের প্রলোভনে সমুদ্র উপকুলস্থ বনমধ্যে উপনিবেশ সংস্থাপন করিলে সেই ক্রম বর্দ্ধমান যবন জাতির পদই অটবী (জঙ্গল)আর তাহাদের রাজধানী রম্যাপুরী হইল। পুরাণে, প্রবাদে আছে অবন্তীরাজ সূর্য্য-বংশীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নে (বা কিম্বদন্তীতে) জানিতে পারিয়াছিলেন নিল গিরিবাসী শবর রাজ বিশ্বাবসু জগন্নাথের পূজা করে। রামের সহিত সমস্ত অযোধ্যাবাসী মনুষ্য, জীবজন্ত, ভূত, প্রেত বৃক্ষাদি স্বর্গ লাভ আশায় সরযু জলে নিমগ্ন হইলে অযোধ্যানগরী নিশ্চিহ্ন হয়। বহুশত বা সহস্র বৎসর পরে রাজা ঋষভ অযোধ্যার পুনঃ স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ ইক্ষাকুবংশীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন নিজ কুলের প্রতিষ্ঠিত ইষ্ট দেবতা জগন্নাথের লঙ্কায় বিভীষণ কর্ত্তৃক তাহা নীত হইবার এই কিম্বদন্তীর অনুসরণে অনুসন্ধানে সুদুর পূর্ব্ব সমুদ্রকুলে বিভীষণ বংশীয় নীলগিরি অরণ্যে বিশ্বাবসুর নিকট তাহা আছে ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ছলে বলে সেই মূর্ত্তি অপহরণ করিয়া নিম্বকাষ্ঠে তাহারই অবিকল অনুকরণে জগন্নাথের মুর্ত্তি স্থাপন করেন। তিনি মন্দির নির্ম্মাণ করিতে জীবিতকালে সক্ষম হন্ নাই। গঙ্গাবংশীয় অনন্তবর্ম্মা, বালুকা রাশি আবৃত সেই দেবস্থান উদ্ধার করিয়া যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া জগন্নাথ মূর্ত্তি স্থাপন করেন তাহাই বর্ত্তমান পুরী মন্দির। ভোগরন্ধনরূপ শবর সেবা এখনও আছে। কালক্রমে সেই রামায়ণের যুগের লঙ্কাদ্বীপ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে হয় সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে, অথবা ক্রম প্রসারিত উপকুলের সহিত মিশিয়া বালিকা স্তুপে পরিণত হইয়াছে। ইহারই ইঙ্গিত উপরোক্ত পৌরাণিক বিবরণে পাওয়া যায়। রামায়ণের ঐতিহ্য প্রমাণে যেমন মিথিলার বর্ত্তমান জনকপুর, নব নির্ম্মিত অযোধ্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেমনি লঙ্কার প্রয়োজন বোধে সিংহলই লঙ্কা স্থানীয় হইয়াছে। কিন্তু এই সিংহল বিজয় সিংহের বিজয়ের পরিচায়ক। সিংহ হইতে সিংহল নহে। তাহার প্রমাণ রাজসূয় যজ্ঞে সিংহলরাজও উপস্থিত ছিলেন। * এই সমস্ত প্রমাণ হইতে রামায়ণের লঙ্কার স্থান নির্দ্দেশ সুধীগণের বিচার্য্য। ওঁ শান্তি।

* পৌণ্ড্রকো বাসুদেবাস্তু বঙ্গ কলিঙ্গকস্তথা। মালয়ান্ধকস্তথা। দ্রাবিড়া সিংহলশ্চৈব রাজা কাশ্মীরক স্তসা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাগীরথী গঙ্গার উৎপত্তি।

রামায়ণে উল্লেখ আছে রাম সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার উপায় উদ্ভাবন জন্য তাঁহার উর্দ্ধতন পুরুষ জ্ঞাতি সাগরের স্তুতি করিয়া ছিলেন। এই সাগর তাঁহার জ্ঞাতি হইলেন কেন তাহার একটা উপাখ্যান অবলম্বনে গঙ্গার উৎপত্তি তত্ত্ব রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। রাম সমভিব্যাহারে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইবার সময় একটী তরঙ্গ সংক্ষোভ বর্দ্ধিত বারিধ্বনি শ্রবণে তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন—"ব্রহ্মা কৈলাস পর্ব্বতে মানস দ্বারা মানস সরোবর নামে খ্যাত সরোবর নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। সেই সরোবর হইতে পুণ্যতোয়া সরযু নদী উদ্ভূতা হয়। তাহারই জলসংক্ষোভের ধ্বনি জাহ্নবীতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তুমি এই উভয় নদীকে প্রনাম কর...সূর্য্য বংশীয় রাজা সগর পুত্র অসমঞ্জস অযোধ্যার নীচে প্রবাহিত এই সরযুতে ক্রীড়া ছলে অন্যান্য বালকগণকে জল মধ্যে নিক্ষেপ করতঃ হাস্য করিত। তজ্জন্য তিনি এই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা মহিষী বৈদর্ভী কেশিনীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। অন্য কশ্যপ নন্দিনী সুপর্ণ ভগিনী সুমতি নামে কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে একটী তুম্বাকার গর্ভ-পিণ্ড প্রসূত হয়। এই তুম্ব ভেদ করিয়া ষষ্ঠী সহস্র পুত্র নির্গত হইলে, তাহাদিগকে ঘৃতপূর্ণ কুম্ভে রাখা হয়। দীর্ঘকালে তাহারা রূপ যৌবনশালী হইয়া উঠে। দুর্ব্বৃত্ত অসমঞ্জসের পুত্র অংশুমান রাজার এবং সকলের প্রিয় পাত্র হয়। রাজা সগর হিমাচল ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যস্থিত আর্য্যাবর্ত্ত নামে ভূভাগে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অংশুমানকে যজ্ঞাশ্বের অনুসরণে প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্র যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য রাক্ষস দেহ ধরিয়া সেই অশ্ব অপহরণ করিলেন। তথন সগর তাঁহার ষষ্ঠী সহস্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্রকে সেই অশ্বাপহর্ত্তার অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন। তাহারা পৃথিবীতে তাহাকে না পাইয়া।প্রত্যেকে এক এক যোজন করিয়া বিবিধ অস্ত্র দ্বারা ষষ্ঠী সহস্র যোজন ভূভাগ খনন করিয়াও তাহার কোন সন্ধান না পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তাহারা পুনঃ প্রেরিত হইয়া, প্রথমে পূর্ব্বদিকে খনন করিয়া পুনরায় দক্ষিন দিক ভেদ করিতে করিতে মস্তক দ্বারা ধরা ধারণকারী মহাপর্ব্বত সদৃশ শরীর ধারী মহাপদ্ম নামক মহাগজকে দেখিয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পশ্চিম দিক খনন করিতে লাগিল। পশ্চিম দিকেও পর্ব্বত তুল্য সৌমনা নামে মহাগজকে দেখিল। তখন তাহাকেও প্রদক্ষিণ করিয়া উত্তর দিকে খনন করিতে করিতে উত্তর দিকেও তুষার তুল্য পাণ্ডর বর্ণ ভদ্র নামক গজকে প্রদক্ষিণ করিয়া "প্রাগুত্তরাংশ দিশং" ঈশান দিকে খনন আরম্ভ করিয়া, রসাতলে কপিল রূপধারী সনাতন দেবকে এবং তাঁহার নিকট বিচরণশীল অশ্বকে দেখিতে পাইল। তখন তাহাকেই যজ্ঞ বিঘ্নকারী অশ্বাপহর্ত্তা মনে করিয়া তাহারা খনিত্র লাঙ্গল প্রভৃতি লইয়া তদভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। মহাকোপাবিষ্ট কপিল দেবের হুঙ্কারে সমস্ত সগর নন্দন ভস্মীভূত হইল।..."হুঙ্কারমকরোত্তদা।...হুঙ্কারে ভস্মরাশীকৃতা সর্ব্বে..."।

বহুকাল অপেক্ষা করিয়া সগর, পৌত্র অংশমানকে পুত্রগণ ও অশ্বের অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলে, তিনি তাঁহার পিতৃব্যগণ খনিত সেই বিবর অনুসরণে তাহার শেষ সীমায় অশ্বকে বিচরণ করিতে এবং তথায় তাঁহাদের দেহের ভস্মাবশেষ দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের তর্পণ মানসে চারিদিকে জলান্বেষণ করিয়া অকৃত কার্য্য হইয়া—হতাশ হইলে তখন তাঁহার পিতৃব্যদের মাতুল খগাধিপতি বৈনতেয় সুপর্ণ (গরুড়) তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিল হিমাচল হইতে তাহার জ্যেষ্ঠা-নন্দিনী গঙ্গার জলে এই ভস্মরাশি প্লাবিত করিলে, ইহাদের সকলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বর্গ গতি হইবে। অংশুমান তাহার কোন উপায় করিতে না পারিয়া অশ্ব লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, রাজা যজ্ঞ সমাধা করিলেন। তৎপুত্র দিলীপও তাহার কোন উপায় করিতে না পারিয়া পুত্র ভগীরথের উপর সেই ভার ন্যস্ত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। অত্যুত্তমশীল ভগীরথ সেই পূর্ব্ব খনিত পথে হিমালয়ের সানুদেশে উপনীত হইয়া ব্রহ্মার উপদেশে, ভূতলে পতিতা গঙ্গার বেগ ধারণ জন্য ভূমিতলে অঙ্গুষ্ঠমাত্র স্থাপনে বৎসরাবধি মহাদেবের উপসনা করিলে, তিনি প্রীত হইয়া তাঁহার শিরস্থ জটা গহ্বরে তাহাকে ধারণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন গঙ্গা হিমাচল হইতে অবতারণ করিয়া সেই শিবজটা-গহ্বরে অবরুদ্ধ হইলে মহাদেব তাঁহাকে বিন্দু সরোবরে নিক্ষেপ করিলে তাহার সাতটা স্রোত জন্মিল। হ্লাদিনী, প্লাবিনী ও নন্দিনী নামে তিনটা শাখা পূর্ব্বদিকে, সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধু পশ্চিম দিকে, সপ্তধারা ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবাহিত হইল। কিয়দ্দূর আসিয়া জহ্নুমুনির আশ্রম প্লাবিত করিলে তিনি গণ্ডূষে তাহাকে নিঃশেষিত করিলেন। পরে ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হইয়া তাহাকে শ্রোত্র দ্বারা নির্গত করিলেন। পরে সগর নন্দনগণ কৃত বিবরে প্রবেশ * করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। তখন ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—"যে পর্য্যন্ত সাগরের জল থাকিবে তত কাল পর্য্যন্ত সগর নন্দনগণ স্বর্গে বাস করিবে। এই গঙ্গা ও 'ত্রিপথগা ভাগীরথী' নামে খ্যাত হইবে এবং তুমি ইহলোকে এই গঙ্গার অবতারণ করিয়া ব্রহ্মলোক গমনের অধিকারী হইলে।

বেদে গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, সরযু প্রভৃতি সাতটা নদীর উল্লেখ আছে।

* এই অংশ পণ্ডিত প্রবর পঞ্চানন তর্ককৃত মূল রামায়ণের অনুবাদ হইতে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল মূলের "সাগরঞ্চাপি সংপ্রাপ্তায়" "তৎ কৃত অনুবাদ "সগর নন্দনগণ কৃত বিবরে উপস্থিত হইয়া যথা সগরস্য অয়ংমতি, সগরেণ অবতারিতত্বাৎ-সগরেরর আদেশে খনিত বিবর সাগর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাক্ষিণাত্যের কোনও নদীর নাম পাওয়া যায় না, কেননা অগস্ত্য কর্ত্তৃক প্রথম বিন্ধ্যগিরি অতিক্রমে দাক্ষিণাত্য আবিষ্কৃত হয়। (রামায়ণ) গম গতৌ+"গন্ গম্যদ্যোঃ"। উণাঃ ইতিগন্+টাপ=গঙ্গা=গময়তি, প্রাপয়তি, জ্ঞাপয়তি ভগবৎ পদং বা মোক্ষপদং। দুইবার গতি প্রকাশক সুতরাং দ্বিপথগামী। এই দ্বিপথগামী রূপেই বৈদিক ঋষিগণ গঙ্গা নদীকে জানিতেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা যমুনা ও সরযুর সংযোগৎপন্ন মিশ্রিত জলপ্রবাহের পরবর্ত্তী স্রোতস্বিনীকেই গম+গন্—গঙ্গানামে অভিহিতা করিয়াছিলেন। উপরোক্ত উপাখ্যান মতে একই বিন্দু সরোবরে পতিত গঙ্গা হইতে সপ্ত নদীর উদ্ভব হইলে তাহার সপ্তপথগা নামে অভিহিত হওয়াই সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও, তাহাকে ত্রিপথগা বলা হইল কেন? সুতরাং এই রহস্যান্বিত বাল্মীকি বর্ণনার অন্য কিছু তাৎপর্য্য থাকা সম্ভব। উপাখ্যানের মুলে কিছু সত্য থাকিলে ভগীরথকৃত পূর্ব্বখনিত পথে আনীত ধারাই তৃতীয় পথ।

আফ্রিকার (Nile) নাইল নদী সংস্কার সাধনে পারদর্শী জগৎ-বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার সার উলিয়াম উইলকক্স ভারতের কেন্দ্রীয় মহাসভায় একসময়ে বলিয়াছিলেন—Bhagirat was the greatest Engineer of the world, since he could bring down the flow of the Ganges from the highest peak of the Himalayas. হিমালয়ের অত্যুচ্চ প্রদেশ হইতে মর্ত্তে গঙ্গা প্রবাহ আনিয়া ভগীরথের পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং বলাবাহুল্য যে, তাহার বিশ্বাসে এই দুরূহ কার্য্য মনুষ্য ভগীরথ দ্বারা সম্ভব হইয়াছিল। কিরূপে তাহা সম্ভব হইয়াছিল?

সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন হইল হিমালয় ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্ত্তী আর্য্যাবর্ত্ত নামে বিস্তীর্ণ ভূভাগে অর্থাৎ সরযু তীরস্থ অযোধ্যা হইতে প্রায় কাশী পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থান বিশেষে। অশ্বকে সগুণ ব্রহ্মের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বরূপের প্রতীকরূপে প্রদর্শনার্থ তাহার প্রত্যেক অঙ্গকে বিশ্বের তাবৎ পদার্থের সহিত উপমা দিয়া শেষে বলা হয় যে "যন্মেহতিতদ্বর্ষতি" তাহার প্রস্রাবই পৃথিবীর বারিবর্ষণ। (বৃহদারণ্যক)। যদি গঙ্গা ভগীরথ কর্তৃক অবতারিত হওয়া সত্য হয়, তাহা হইলে যমুনা ও সরযু নদীর মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগে তৎকালে কোনও প্রাকৃতিক জলাশয় ছিল না এবং তজ্জন্য সেই প্রদেশের জনসাধারণের অত্যন্ত জলকষ্ট ছিল। অশ্বের উদধ্যংসিকতা (উদরস্থ অর্দ্ধজীর্ণ অন্ন বালুকার ন্যায়) সিন্ধবঃ (নস্য) নদীসমূহ। এই নদীর জলের কোথায় উৎপত্তি ও তাহার জলবর্ষণের কারণ জানিবার জন্যই যেন জলেরই প্রতিভূ দ্রুতগামী অশ্বকে ধাবিত করা হইল। আর তাহারই সন্ধানে মেধাবী অংশুমান প্রেরিত হইল। বর্ষণ কর্ত্তৃ ইন্দ্রের একটি নাম বৃষ (বর্ষণে)। তিনিই যেন বর্ষণ গোপন বা রক্ষণ করিয়া থাকেন। তাই রক্ষতি-গোপায়তি ইতি রাক্ষস ইন্দ্রের পরিগৃহীত রূপ। যৎবিজৃম্ভতে (গাত্রাদিবিক্ষেপতি) তদ্বিদ্যোততে যদ্বিধুনুতে গোত্রানিকম্পয়তি তৎস্তনয়তি "স্তন্যতে শব্দতে মেঘঃ")। যেন মেঘবাহনবৃষ, বিদ্যুৎরূপ বজ্রধারী, জলসৃষ্টির কারণ স্বরূপ অশ্বের অঙ্গবিশেষ ইন্দ্র, অশ্ব হরণে তাঁহার করণ শক্তি প্রত্যাহরণ করিলেন। যেন অশ্বের অন্তর্দ্ধানের ফলে অনাবৃষ্টি হইল। বিফল মনোরথ অংশুমান ফিরিয়া আসিয়া এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংবাদ পিতামহের গোচর করিলেন। তখন সগর ৬০ হাজার পুত্রগণকে অস্ত্র সাহায্যে রসাতল খনন করিয়া যেখান হইতে পারুক জল উত্থিত করিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। তাহারা "এলোধাপাড়ে" চারিদিকে খনিত্র, লাঙ্গল দ্বারা মৃত্তিকা খুঁড়িয়াও জল না পাইয়া ফিরিয়া আসিল। প্রকৃতির সৃষ্টির ধারা বিরুদ্ধ এই পক্ষীর ভগ্নীর গর্ভে মনুষ্যের ঔরসে তুম্বাকৃতি, (কুষ্মাণ্ড বা অলাবুর ন্যায়) অণ্ডাকৃতি মাংসপিণ্ড উদ্ভব সেকালে সম্ভব হইলেও বর্ত্তমান যুগে তাহা পণ্ডিতদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিশ্বাস্য। উপরি উক্ত কার্য্যে এই খননকারীদের কুষ্মাণ্ড হইতে উদ্ভব কুষ্মাণ্ড মস্তিষ্কেরই পরিচয় দিতেছে। ইহারা কুষ্মাণ্ডাকার নির্ম্মিত একটা বাসস্থলী হইতে নির্গত "কুষ্মাণ্ড"গণ অর্থাৎ সাধারণ বুদ্ধি (commonsense) বর্জ্জিত বহুসংখ্যক আদিনিবাসী Primitive শ্রমিক-রাজার পুত্র তুল্য প্রজাসমূহ।

দ্বিতীয়বারে তাহারা সরযূ ও যমুনার সমান্তরাল ভাবে খনন করিতে নির্দ্দেশ পাইয়া প্রথমে পূর্ব্বে সরযূর দিকে, পরে দক্ষিণ দিকে, ক্রমে উত্তর দিকে যমুনার সমান্তরাল ভাবে, শেষে ঈশান কোণে খনন করিয়া কপিলের দেখা পাইল। তাহারা যে যে স্থানে খননে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল সেগুলি সবই গজরূপী পর্ব্বত বিশেষ। পূর্ব্বোক্ত সুমনস, ভদ্র ও পিঙ্গলবর্ণ; গন্ধকময় কপিল ও পর্ব্বতই প্রমাণ হইয়াছে। * সেই কপিল পর্ব্বতের উপর অশ্বকে বিচরণ করিতে দেখিয়া তাহারা পর্ব্বতগাত্র খনন দ্বারা পথ করতঃ অশ্বের নিকট যাইতেছিল। তখন লৌহাস্ত্রঘাতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া যে বিস্ফোরণে হুঙ্কারের ন্যায় শব্দ হইয়া গন্ধক দ্রব হইল তাহাতেই তাহারা ভস্মীভূত হইল।

পরে সগর প্রেরিত অংশুমান সেই পূর্ব্বকৃত বিবর (Channel) অনুসরণে সেই কপিল পর্ব্বতের নিকট শ্রমিকগণের (সগরপুত্র) ভস্মা-বশেষ ও অশ্বকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের সদ্গতির জন্য তর্পণার্থ জল না পাইয়া হতাশ হইলে দেখিতে পাইলেন পর্ব্বতশিখর হইতে উড্ডীয়মান একটা বৃহৎ পক্ষীর পক্ষ হইতে জলবিন্দু সকল পড়িতেছে; বুঝিলেন সেখানে জল আছে। কিন্তু তথায় আরোহন করিয়া জল আনয়ন অসম্ভব বোধে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে তাঁহার পৌত্র দিলীপপুত্র ভগীরথ সেই পূর্ব্ব খনিত বিবর অনুসরণে হিমালয়ের

* অরুক্ষ: শিখিবৌতশ্চ সক্কো বৈদূর্য্য পর্ব্বতাঃ কপিলঃ পিঙ্গলো ভদ্র: সুরসশ্চ মহাচলঃ ॥ (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ভুবনকোষ, ৪০ অ:

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্নিকট সেই কপিল পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই অত্যুচ্চ হিমালয় শিখর হইতে কিরূপে জল নিষ্কাসিত করিয়া ভূতলে পাতিত করা যাইতে পারা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবনে রত হইলেন। অতি বেগশালী নিম্নগামী জল প্রবাহ ভূতলে পতিত হইয়া মৃত্তিকা ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে পারে এই সম্ভাবনায় অঙ্গুষ্ঠের বর্দ্ধিত নখাগ্রভাগ ও অস্ত্র সাহায্যে ভূমির কাঠিন্য মাপ করিয়া একবৎসরে একটী বৃহৎ গহ্বর খনন করিলেন। সেই গহ্বর চতুষ্পার্শে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের মুলে আচ্ছাদিত কঠিন মৃত্তিকার প্রাচীরের ন্যায়। জটা-সংহত কঠিনকেশ, বৃক্ষমুল। এই জটা গহ্বরেই সেই অতি বেগশালী পর্ব্বতোপরি বন্ধনমুক্ত জলপ্রবাহ পতিত হইয়া কিছুক্ষণ স্থায়ী হইয়া পরে সেই খনিত বিবরে প্রবেশ করিয়াছিল। এই (Greatest Engineer) ভগীরথের (Skill) কর্ম্মকৌশল বাল্মীকি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। "দেবদেবেগতে তস্মিন্ সোঽঙ্গুষ্ঠাগ্রনিপীড়িতাম্। কৃত্বা বসুমতীংরাম বৎসরং সমুপাসত॥ উপাসনং উপাসন্তে ক্ষিপ্যন্তে শরা অত্র। উপ+অসুক্ষেপে ভাবে লুট আস=শরাভ্যাসঃ। যথা…

শ্রূয়তে তলনির্ঘোষ ইবস্ত্রানামুপাসনে"। (রামায়ণ) অরাজকদেশে বান ও অস্ত্র শিক্ষার্থ নিরন্তর শর নিক্ষেপকারী যোদ্ধগণের তলধ্বনি শ্রুত হয় না। অঙ্গুষ্ঠাগ্রভাগস্থিত দীর্ঘ নখের দ্বারা বসুমতীর মৃত্তিকা বিদীর্ণ করিয়া তাহার কাঠিন্য মাপ করিয়া উপযুক্ত স্থানে অস্ত্র সাহায্যে বৃক্ষমূল বেষ্টিত বৃহৎ গহ্বর খনন করতঃ পরে পর্ব্বতশিখরস্থ জলরাশির বন্ধন ভেদ করিয়া তাহা নিম্নের সেই গহ্বরে পাতিত করিলেন। সেই প্রতিহতবেগ জল কিছুক্ষণ স্থায়ী হইয়া তাঁহার উপকার বা মঙ্গল (শিব) করিয়াছিল তাই শিবজটার উপমা। কিছুদূর আসিয়া সেই প্রবাহ জহ্নু পর্ব্বতের গহ্বরে পতিত হইয়া সেই পর্ব্বতের কর্ণের ন্যায় রন্ধ্র (গোকর্ণ) ভেদ করিয়া সেই পূর্ব্ব খনিত (Channel) অনুসণ করিয়া পূর্ব্বপ্রবাহিত যমুনা নদীর সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় কাশীর নীচ দিয়া উত্তর ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্ব বাহিনী হইয়া সরযু প্রবাহের সহিত মিলিত হইয়া বেদের দ্বিপথ গামিনী গঙ্গা ত্রিপথ গামিনী হইলেন। মানচিত্রের গঙ্গার গতির পথের চিত্রের সহিত বাল্মীকি বর্ণিত সগর নন্দন কর্ত্তৃক খনিত বিবরের দিক নির্দ্দেশের চিত্র মিলাইয়া দেখিবেন উভয় চিত্রের বেশ মিল হয়। এই সগরের নির্দ্দেশে শ্রমিক সাহায্যে খনিত সাগর নামধেয় বিবরের বিশাল জলরাশিই যেন সাগর। সেই হেতু সমুদ্রের আর এক অভিধান সাগর তাই রামের পূর্ব্বপুরুষ সগর হইতে উদ্ভূত এই উপাখ্যান অবলম্বনে তাঁহার খ্যাতি। এই গঙ্গার একটী আধ্যাত্মিক রহস্যও আছে।

"ভং জ্যোতিষ্ক মঙ্গলং গীর্ব্বাম্ময়ং তত্র রথ ইন্দ্রিয়ানিরথইবাস্য।" যাহার দেহরথে অধিষ্ঠিত অন্তর্হৃদি জ্যোতিরূপ ভাস্কর আত্মা জ্যোতিষ্ক মণ্ডলরূপে প্রভাসিত হইয়া, সেই দেহেন্দ্রিয়কেও তাহাতে লুপ্ত করিয়া বা সাংখ্য মতে প্রকৃতিরূপী তাহাকে পৃথক ভাবে ত্যাগ করিয়া, যেন দেবী বাঙ্ময়ীর ন্যায়ই বাক্য প্রকাশে স্বপ্রকাশিত হয়, সেই আত্মদ্রষ্টাই সোহহং জ্ঞানে ব্রহ্মা কথিত ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির অধিকারী ভগীরথ। আর তাঁহার জ্ঞান ধারাই গম প্রাপ্যতে+গন্=গঙ্গা-ত্রিপথগা। গঙ্গার বিশুদ্ধ জলধারা যেরূপ এক পথে হিমাচল হইতে নির্গত হইয়া ভূতলস্থিত গর্ভে পতিত হইয়া, দ্বিতীয় পথে প্লাবনে গরলসহজাতসগরের পুত্র গণের ভস্ম বিষে বিষাক্ত, তথা স্থাবর জঙ্গমের ত্যক্ত মল রাশিতে কলুষিত হইয়া লবণ বিষাক্ত সাগরে মিশিয়া, তৃতীয় পথে তাপ সাহায্যে বাষ্পাকার মেঘরূপে সেই হিমাচলেই স্থিত হয়; তদ্রূপ "তদ্বিষ্ণো-র্পরমংপদ" অথবা মৃত্যুবৎ হিম ও অচলের ন্যায় "সত্য জ্ঞানমনন্ত ব্রহ্ম" হইতে শুদ্ধ জ্ঞানধারারূপে নিঃসৃত হইয়া দেহী জীবাত্মা বা সাংখ্যমতে পুরুষরূপী শিবকে সিঞ্চন ক্ষরতঃ তাহার স্বরূপ জ্ঞান প্রকাশ করিয়া, দ্বিতীয় পথে আবার সেই দেহীরই দেহাত্মক জ্ঞানে কলুষিত হইয়াও, তাহারই তপস্যার ফলে তৃতীয় পথে তাহার আত্ম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানরূপে উদয় হইয়া তাহার সোঽহং জ্ঞানে সেই হিমাচল সদৃশ পরমাত্মাতেই প্রবেশ করেন। এ হেন ভগীরথের বাঙ্ময় আত্মপ্রকাশের জ্ঞান যেন তাঁহারই আত্মজ গঙ্গারূপে যজ্ঞ সাধনে স্বর্গাভিলাষী ক্ষত্রিয় রাজ-গণকে সিঞ্চন করিয়া আত্ম জ্ঞানের পথ প্রদর্শন করিয়াছিল। শৈব সম্প্রদায়ের মতে হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা দুহিতা গঙ্গা শিবের জটাশ্রিতা জন্য তাঁহার পত্নীরূপে, যে দ্বারে নির্গত হইয়াছিলেন তাহা "হরদ্বার"। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতে বলি দমনকালে বামন বিষ্ণুর ঊর্দ্ধ বিস্তৃত পদ-নখাঘাতে বিদীর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের ছিদ্র দিয়া তদুপরিস্থিত জল ধারা তাঁহার পদ স্পর্শে পূত হইয়া হিমালয় শিখরে পতিত হইবার পর ভগীরথ কর্ত্তৃক যে দ্বার দিয়া আনিত তাহাই 'হরিদ্বার'। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজকে গঙ্গাবর্জ্জিত দেশে বাস জন্য হেয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে রাঢ়ীয় কৃত্তিবাস রামায়ণে ও পরবর্ত্তী অর্ব্বাচীন পুরাণে বারেন্দ্র ভূমি প্রবাহিত গঙ্গার বিশাল স্রোতকে পদ্মানামে অভিহিত করা হইয়াছে। জল প্রবাহ নিম্নগা। উচ্চ রাঢ় ভূমিতে ভাগীরথীর মুখ বদ্ধ হয় কেন? ওঁ শান্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তিতত্ত্ব

বেদই সমস্ত শাস্ত্রের মূল। উপনিষদ সেই বৈদিক সংক্ষিপ্ত সূত্র গুলিরই বিশ্লেষণ করিয়া সুস্পষ্ট ও বোধগম্য ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছে। বেদে কোনও শক্তিতত্ত্বের উল্লেখ স্পষ্টভাবে না থাকিলেও তাহার কয়েকটা প্রধান সুক্তে এই শক্তির আভাষ বেশ উপলব্ধি হয়। সেটী সেই সর্ব্বপরিচিত হিরণ্যগর্ভ সুক্ত। পরে এই সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। বেদের পরেই বাল্মীকির আদি মহাকাব্য রামায়ণ। রামায়ণে সনৎকুমারের সহিত নারদের ব্রহ্মসম্বন্ধে আলোচনার একটা উল্লেখ আছে। হয় ছান্দোগ্য উপনিষদের সনৎকুমার-নারদ-সংবাদ অবলম্বনেই এই উল্লেখ হইতে পারে, অথবা ঐ মূল অবলম্বনে পরবর্ত্তী-কালে উক্ত উপনিষদ রচিত হইয়া থাকিতে পারে। সাংখ্যযোগাচার্য্য মহর্ষিবাল্মীকি, ব্রহ্মর্ষি অগস্ত্য কর্ত্তৃক রামের ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ প্রাপ্তির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। রাম সেই উপদেশ মতই সাধন করিয়া অন্তেস্বরূপ সিদ্ধিলাভ করেন। এই উভয় ঋষিই বেদ অবলম্বনেই তাঁহাদের সাধনা পথে অগ্রসর হইয়া, সেই বেদোক্ত বাগ্মীর ন্যায়ই পরমাত্মভূত হইয়া ছিলেন। বাদরায়নের বেদান্ত সূত্রেরও মূল উৎস ঐ বেদই। তিনি অন্যান্য শ্রুতি সমূহ অবলম্বনে উহা আরও স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন। রামায়ণ ও মহাভারত যুগের অন্তর্ব্বর্ত্তী কালে এই শ্রুতিনামে আখ্যাত উপনিষদগুলি রচিত হইয়াছিল বলিয়াই অনুমান করা যায়।

বেদের মূলসূত্র অবলম্বনে যেমন একদিকে উপনিষদের সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে সমসূত্রে অনেক পৌরাণিক উপখ্যানেরও উদ্ভব হইয়াছে। তাহার প্রমাণ কিছু কিছু রামায়ণে প্রাপ্ত হওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়। বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি তেত্রিশটী দেবতার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহাদের মূর্ত্তি সম্বন্ধে কোনও বিশেষ উল্লেখ নাই। তাঁহারা তখন সম্ভবতঃ অমূর্ত্তই ছিলেন। মিত্র বরুণের মূর্ত্তি, যাস্কের নিরুক্ত মতে "অহর্বৈ মিত্র রাত্রিবরুণ"। অর্থাৎ অহ বা দিবাভাগ মিত্র এবং রাত্রিই বরুণ। দিবাভাগে আমরা সমস্ত কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সাধন করিতে পারি তাই অহ আমাদের মিত্ররূপ দেবতা আর রাত্রির অন্ধকারে সে কার্য্য সাধন হয়না—বৃ (আবরণে) হইতে সাধিত বরুণ অন্ধকারাবৃত রাত্রি। সৃষ্টির উৎপত্তি ও রক্ষার জন্য দিবা ও রাত্রের উভয়েরই সমভাবে প্রয়োজন জন্য উভয় দেবতারই স্তুতি বেদে আছে। বেদে কয়েকটী সূক্তে ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। বিষ্ণু ত্রেধা নিধত্তে পদং—তিন প্রকারে পদক্ষেপ করেন। শাকপুনিও ঔণভাবের মত অনুসরণ করিয়া, দুর্গাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন—বিষ্ণু বা আদিত্য সূর্য্য, উদয় গিরিতে উদিত হইয়া একপদ, বিষ্ণুপদে বা মধ্যন্দিনে একপদ, গয়শিরে বা অস্তগিরিতে অস্ত যাইয়া একপদ নিধান করেন। পৌরাণিক মতে কশ্যপের ঔরসে অদিতি গর্ভে উদ্ভূত আদিত্য বিষ্ণু, বলিকে দমন করিবার জন্য দুই পদে স্বর্গ মর্ত্ত্য অধিকার করিয়া তৃতীয় পদ বলির মস্তকে স্থাপিত করেন।

এই বিষ্ণুর সম্বন্ধে পৌরাণিকি উপাখ্যান রামায়ণেও আছে। সিদ্ধাশ্রমে বিষ্ণু বহুশত যুগ যোগার্থে তপশ্চরণ করিয়া ছিলেন। ইহা মহাত্মা বামনের পূর্ব্বাশ্রম। এখানে বিষ্ণু তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করার জন্যই ইহা সিদ্ধাশ্রম। "ইদং বিষ্ণু বিচক্রমে"। বেদের প্রথম মণ্ডলের এই বিশ্বভূবন বিচক্রমকারী বিষ্ণু (ব্যাপ্নোতি বিশ্বমিতি), পরবর্ত্তী ঋষি সমাজে দশম মণ্ডলে বিশ্বব্যাপি "সহস্র (অনন্ত) শীর্ষ, চক্ষু ও পদ" সমন্বিত পুরুষ হইয়াও "ত্রিপাদূর্দ্ধ উদেৎ" অর্থাৎ বিশ্বেরও উর্দ্ধে অতিরিক্ত ভাবে বিদ্যমান ব্রহ্ম বা পরমাত্মা গীতার বিশ্বরূপী ভগবানেরও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঊর্দ্ধে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ পুরুষোত্তম। তাঁহারই আর একপাদ হইল, তাহাতেই তিনি বিষ্বঙ্ বিচক্রম করিয়া স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টিতে প্রবেশ করিয়া (১) বিষ্বঙ্ পরিতঃ, সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত, (২) বিশ প্রবেশে সর্ব্ব স্থাবর জঙ্গমে প্রবিষ্ট হইয়া—বিষ্ণুরূপে পরবর্ত্তীকালেও অক্ষুণ্ণ রহিলেন। (ঋ, ১০, ৯৯, ১-৫ পুরুষ সূক্ত)। "বিষ্টভ্যাহমিদংকৃৎণমেকাংশেনস্থিতো জগৎ"। (গী, অ, ১০) বিষ্ণুর এই তপস্যাও বেদের সেই অঘমর্ষণ সূক্তের "ঋতঞ্চ, সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত" এরই প্রতিধ্বনি। এখানে কাহার তপস্যা বলা না হইলেও তাহার অনুমান করা কঠিন নহে কেননা ইহার কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্তে (বাম্ভৃণী উক্ত) বলা হইয়াছে অহংরূপী আমিই সর্ব্বত্র ব্যাপ্তরূপে 'স'রূপে বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত পুরুষ বা বিষ্ণু। সর্ব্ব বিশ্বভুবন কিরূপ ক্রম বিবর্তনে সেই পুরুষের তপস্যার বা তাপ প্রাপ্তে তাপিত সেই পুরুষ হইতেই (অধ্যিজায়ত) উদ্ভূত হইল তাহাই উক্ত সুক্তে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে। রামায়ণের বর্ণনায় তাহারই সার ভাগ সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে মাত্র। এই ক্রম বিবর্ত্তনে "সাশনানশন" অশনকারী অর্থাৎ ভক্ষক প্রাণীজগৎ ও অনশন স্থাবর সমস্ত ভূতজাত পদার্থ উদ্ভূত হইল। সেই পুরুষ বা বিষ্ণু হইতেই ক্রম বিবর্ত্তনে মীন, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ ও সর্ব্বশেষে শ্রেষ্ঠ জীব বামনরূপী মনুষ্য উদ্ভূত হইল। সেই 'ত্রিপাদ ঊর্দ্ধে উদেৎ' পুরুষ হইতেই, তাঁহার ক্রম অবতরণে বা বিবর্ত্তনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী মানব উদ্ভূত। এই পাঁচটাই বিষ্ণুর প্রকৃত অবতার। দশাবতারের অন্যান্য পাঁচটী এই মনুষ্য অবতারের অন্তর্গত কাল বিশেষে বিশেষ মনুষ্য স্বীয় সাধন বলে ভগবৎ শক্তির উন্মেষে, অলৌকিক কার্য্য সাধনে এই অবতার আখ্যায় ভূষিত হইয়াছেন। এই বিবর্ত্তনের ধারা সংক্ষেপে এইরূপ। তাপ প্রাপ্ত আধার হইতে প্রথম ঋতং রূপ গতি উদ্ভূত হইল (ঋ ধাতু গত্যর্থে)। সেই গতির ফলে অস্তিত্ব বিশিষ্ট সত্যং বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৎ পদার্থ। (সত্যানি পঞ্চ ভূতানি ইতি যাজ্ঞ বল্ক্য) পঞ্চ মহাভূত উদ্ভূত হইল। সেই পঞ্চ মহাভূতের সংহতিতে তমাকার বাষ্পরূপ মেঘ শূন্যাকাশে যেন রাত্ররূপেই প্রতিভাত হইল। ক্রমে বাষ্প দ্রব হইয়া সংকুচিত দ্রব সমুদ্র অর্ণব বা জলরাশিরূপে পরিণত হইল। সেই জলে প্রথমে জলজ উদ্ভিদ ক্রমে মীনরূপী জীব সৃষ্ট হইল। দুইটী ডানাও দ্বিধা বিভক্ত পুচ্ছশালী জলচর মীনরূপী জীব ক্রম বিবর্ত্তনে চতুষ্পদ কূর্ম্ম ও বরাহরূপে জল ও স্থল উভচর প্রাণীতে পরিণত হইল, উপরন্তু বরাহের বৃহৎ উর্দ্ধমুখ তীক্ষ্ণ দন্ত হইল। গতিতেই শক্তি এবং শক্তিতেই গতি। নিথর বায়ু সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। পাখার শক্তি প্রয়োগে তাহাকে স্থান ভ্রষ্ট করিলে সেই শূন্যস্থান পূরণ করিতে যে গতিশীল বায়ু আসে তাহাতেও শক্তি থাকে জন্য গাত্রাবরণও স্পন্দিত হয়। দুর্ব্বার গতিশীল প্রভঞ্জনে অট্টালিকা ও ভূমিসাৎ হয়। সুতরাং সেই আধার হইতে শক্তি উদ্ভূত হইয়া এই গতিরূপ কার্য্য (ঋতং)—যেমন তাপ প্রাপ্ত ভাণ্ডে নিথর জল, তাপের শক্তিতে গতিপ্রাপ্ত হইয়া শক্তিশালী বাষ্পাকার ধারণ করে। এই শক্তি সেই আধারেই নিথর অবস্থায় অন্তর্নিহিত ছিল, যেন তপস্যা বা তাপের সাহায্যে উদ্ভিন্ন বা ভিন্ন বা অন্য হইল।

এই শক্তির প্রকাশক সংজ্ঞা হিঃ। কষ্ট সাধ্য কার্য্য করিতে করিতে শ্রমিক হিঃ হিঃ শব্দ স্বতঃই উচ্চারণ করে। তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি ঐ হিঃ শব্দেই উদ্ভিন্ন হয় ও তাহার ভিন্ন অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রযুক্ত হয়। যেন শক্তির উৎস হইতে ভিন্ন ভিন্ন অন্য রূপে প্রযুক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করে। এই ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যকরী শক্তির সমষ্টিই হিরণ্য-(হিঃ+অন্য)। আর সেই উৎসই যেন তাহার গর্ভ হইতে এই বিচিত্র বিশ্ব সৃষ্টির বিভিন্ন শক্তি উৎসারিত করে। তাই পরমাত্মা হইতে তাঁহার সৃজনী শক্তি "হিরণ্য গর্ভ সমবর্ত্ততাগ্রে"। সমস্ত ভূতজাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদার্থ সৃষ্টি তাহারই শক্তিতে সম্পন্ন। রূপকে তিনিই প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহারই ব্রহ্মানী শক্তি "কৌশান্তকরিক দেবী"। যেন তাঁহারই গুণ রূপ সমষ্টি শক্তি হইতে নিক্ষিপ্ত জল বিন্দু সকলের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন শক্তি প্রাপ্ত বিশ্বের তাবৎ ভূতজাত পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে। কু (পৃথিবী)+ শী+ড=কুশ=পৃথিবীস্থ যাবতীয় সৃষ্ট প্রজা, যেন তাঁহারই মূর্ত্তি ধৃত শক্তি হইতে উদ্ভূত। তাই তিনি প্রজাপতি হিরণ্যবর্ণে মুর্ত্ত হইয়াছেন যেন হিরণ্যই (শক্তি) এই ভূতজাত তাবৎ পদার্থ সৃষ্টি করিয়া মুষ্টি দ্বারাই "দধার পৃথিবী মুত দ্যান্' পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ ধারণ করিয়া এক পতি রূপে বিদ্যমান, সুতরাং আর কোন দেবতাকে হবি প্রদান করিব? "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম"। হিরণ্য অর্থে হেম, সুবর্ণ। সেই-জন্য মুর্ত্ত ব্রহ্মাও হেম বর্ণ। অগ্নির অন্তর্নিহিত শক্তি তাহার তাপ। সেই ব্যক্ত বা প্রকাশশীল তাপ হিরণ্য হেমবর্ণ মুর্ত্ত অগ্নিতেই দৃষ্ট ও অনুভূত হয়। অন্তর্নিহিত হিঃ বা শক্তিশালী ধাতু হীরক (হিঃ+ ঈরৎ গত্যার্থ্যে) সাধারণ দৃষ্টিতে নগণ্য কাঁচ তুল্য মূল্য বা যেন শক্তিহীন অজানা ('নেতি' বিশেষিত) অকেজো পরমাত্মা। বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে অন্য হিঃ বা শক্তি বা মুল্যবান হেমবর্ণ সুবর্ণদ্বারা তাহার মূল্য বা কার্য্য নির্দ্ধারিত হয়। হীরক দ্বারা অন্য দ্বিতীয় নামরূপ উপাধিকারী বস্তু প্রস্তুত হয় না কাজেই অকেজো। পক্ষান্তরে সুবর্ণ দ্বারা সুবর্ণরূপ ব্যবহার্য্য পদার্থই নির্ম্মিত হইতে পারে। তাই অকেজো ব্রহ্মের কেজো প্রতিভূ হিরণ্যগর্ভ পুরাণের মুর্ত্ত হিরণ্যবর্ণ ব্রহ্মা।

হিরণ্যাক্ষ—পুরানে এই হিরণ্যের সৃষ্টি করণের প্রণালী বেশ সরলভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চভূতের উপাদানে সমুদ্র জল সৃস্টি হইয়াছে। তখন হিরণ্য আসিলেন সেই জলজ উদ্ভিজ ও প্রাণী সৃষ্টি করিতে। মীন, কুর্ম্ম ও পরে বরাহ সৃষ্ট হইল। সর্ব্বত্র জল, নাই পৃথিবীর কোন চিহ্ন। তখন তিনি অক্ষের (axle) ন্যায় গতিহীন অবস্থা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপ্ত হইয়া হিরণ্যাক্ষ হইলেন। সেই জলরূপ কারণার্ণবে শায়িত নারায়ণ বিষ্ণু নিজ কর্ণমল হইতে যমজ অসুরদ্বয় মধুকৈটভ সৃজন করিলেন।

মধুকৈটভ—মধু অর্থে রস উপাদান, যাহাতে উদ্ভিদ্ জাতি সৃষ্ট হয়, আর কৈটভ অর্থে জান্তব উপাদান, কীটভু বা কীটরূপেভু কিনা উৎপন্ন Proteid যেমন শিশু হইতে শৈশব অবস্থা তেমনি কীটভু হইতে কৈটভ অবস্থা। মৎস্য বা উদ্ভিদ্ জাতীয় পদার্থ অগ্নি দগ্ধ করিলে যে গন্ধ, তাহা হইতে প্রাণীদেহ পোড়াইলে তাহার গন্ধ অন্যরূপ—নাসার অপ্রীতিকর repulsive। সেই গন্ধ কারণ উপাদানই Proteid বা কৈটভ জাতীয়। এই মধুকৈটভ রূপ উপাদানে নির্ম্মিত অসংখ্য পরমাণু সেই জলের সহিত পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে যেন সেই বিশাল জলরাশিকে আলোড়িত করিল। জলভ্যন্তরস্থ হিরণ্য (যেন ব্রহ্মাই) বিব্রত হইয়া নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। তখন তিনি বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের সহিত যেন বাহু যুদ্ধই করিলেন। কিন্তু তাহাদের সহিত পারিয়া উঠিলেন না অর্থাৎ জলমধ্যে বিক্ষিপ্ত সেই পরমাণু সমূহকে সংহত করিতে পারিলেন না। তখন মধুকৈটভই যেন তাঁহাকে পরাজিত ভাবিয়া বর দিতে চাহিলে তিনি তাহাদিগের বধের বর চাহিলেন। তাঁহারা বলিল যেখানে জল নেই সেখানে আমাদিগকে বধ করিতে পারিবে। সর্ব্বত্র জল, স্থল কোথায়? অর্থাৎ বিষ্ণুরই তখন মনে হইল স্থল ভিন্ন তো এই পরমাণু সমূহ সংহত হইতে পারে না। সুতরাং স্থলাভাবে তাঁহার উরুদ্বয়ের মধ্যস্থিত গর্ত্তে তাহাদিগকে স্থাপিত করিয়া সংহত করিতে হইবে। তাই যেন চূর্ণীকৃত ময়দা রাশিকে কোটরার মধ্যে হস্তদ্বারা পেষণের ন্যায় তাহাদিগকে বাহু যুদ্ধ দ্বারাই মথিত করিয়া, ময়দার 'নেচির' ন্যায় তাল পাকাইয়া পুনরায় তাহাই চাপড়াইয়া পুরি বা লুচির ন্যায় পাতলা করিয়া, জলের উপর ছড়াইয়া দিলেন। তাহাই ক্রমে শুষ্ক হইয়া মৃত্তিকা রূপে যেন মধুকৈটভের মেদেই মেদিনী হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধু হইতে উদ্ভিদ সৃষ্ট হইল। কর্ণমল, কর্ণ হইতে নিঃসৃত রস (Secretion) হইতেই হয়, যেন বিষ্ণুর দেহ হইতেই এই পরমাণুরূপ উপাদান নিঃসৃত হইয়াছিল। চক্ষু, নাসিকা ও মুখ হইতে নিঃসৃত রস অতি তরল জন্য জলের সহিত অভিন্ন ভাবে মিশিয়া যায়। কিন্তু কর্ণমল অপেক্ষাকৃত শক্ত জন্য পৃথক ভাবেই যেন কর্দ্দমের মত জলের সহিত থাকে। তাই কর্ণমল বলা হইয়াছে। উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ পৃথিবী হইতেই উদ্ভূত তাই মধু ও কৈটভের উপাদানে পৃথিবী নির্ম্মিত। মধুকৈটভ উপাদানে জাত এই প্রাণী দেহ জীবাত্মারূপী পুরুষকে (পুর+উষতি+বসতি) মুর (বেষ্টনে) রূপে বেষ্টন করিয়া আছে। সেই দেহ বা দেহজ্ঞান লোপেই স্বরূপ হরি বা হরত্ব প্রাপ্তি (হৃ ধাতু হরণে)। „ তাই হরে মুরারে মধুকৈটভারে।

জলের উপরে মৃত্তিকার স্তর হইল, রূপকে বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে অর্থাৎ জলের সহিত কর্দ্দমের ন্যায় মৃত্তিকা মিশ্রিত ছিল তাহাই কোন অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে ঘূর্ণিত হইয়া তাহার সেই কর্দ্দমই জলের উপরিভাগে সমুদ্র তরঙ্গের ফেণার ন্যায় স্থিত অবস্থায় রৌদ্রতাপে ক্রমে শুষ্ক হইয়া জলের উপরেই ভাসমান মৃত্তিকার প্রথম স্তররূপে পরিণত হইল। যেমন তপ্ত দুগ্ধের উপর গাঢ় সর পড়ে। Lord Kelvin বর্ত্তমানকালে সেই ঘূর্ণনকে কোন শক্তির প্রভাবে spiral movement বলিয়াছেন। দুগ্ধের সরের তুলনা বৃহদারণ্যকে আছে। মীনের বিবর্ত্তনে উদ্ভূত কূর্ম্ম তাহার বৃহৎ উপরিভাগ বা পৃষ্ঠ দিয়াই যেন এই মৃত্তিকা স্তরকে জলমধ্যে নিমজ্জন হইতে রক্ষা করিয়া যেন পৃথিবী ধারণ করিয়াছিল। সৃষ্টিকরনোন্মুখ শক্তিরূপ হিরণ্য জলমধ্যে যেন এই মৃত্তিকা স্তরে চাপাই পড়িলেন এবং অক্ষের ন্যায় অচল হইয়া সেই মৃত্তিকা স্তরে মস্তক রাখিয়া নিষ্কর্ম্ম হইলেন। তখন তাঁহারই শক্তিতে বিবর্ত্তিত জীব বরাহ তাহার বিশাল তীক্ষ্ণ উর্দ্ধদন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা সেই মৃত্তিকান্তর বিদীর্ণ করিয়া তদুপরিস্থলে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। কুর্ম্মও বরাহ উভয়েই জলস্থলচারী। কুর্ম্মের পৃষ্ঠদ্বারা আঘাতে স্থলের উপরে আসার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া, তাহার পৃষ্ঠদেশ কঠিন ও কতকটা গোলাকার হইল, আর এক শ্রেণীর কুর্ম্ম বা কাছিমের পৃষ্ঠ কোমলই রহিয়া গেল। তখন হিরণ্যের মৃত্তিকারূপ বাধা বরাহ কর্ত্তৃক মুক্ত হওয়াতে, তাহার অক্ষাবস্থা বা অচলাবস্থা অপসারিত হইল, যেন বরাহ কর্ত্তৃক হিরণ্যাক্ষ বধ হওয়াতেই উন্মুক্ত হিরণ্য চতুষ্পদ জন্তুর বিবিধ অসংখ্য বিবর্ত্তন সাধনে, সর্ব্বশেষে পশুরাজ সিংহরূপে প্রাণীশ্রেষ্ঠ চতুষ্পদের সৃষ্টি করিয়া অন্য আদর্শের অভাবে বিশ্রাম লইলেন। হিরণ্যের এই বিশ্রাম লাভ অবস্থাই হিরণ্য কশিপু। কশ (গতি শাসনে যেমন অশ্বের বল্‌গাকশা)। কশ শব্দ হইতে অবকাশ গতি স্তব্ধে বিশ্রাম, আর তাহার পুরাস্থানই কশিপু=শয্যা, আচ্ছাদন অর্থাৎ শয্যাশায়ী বা আচ্ছাদিত গতিহীন হিরণ্য। সুতরাং আদর্শ অভাবে বিবর্ত্তন স্থগিত রহিল। প্রাণীজগতের বিবর্ত্তণের আর উন্নতি হইল না, চতুষ্পদের উৎকর্ষ এই পশুরাজ সিংহতেই স্তম্ভিত হইল। তখন সেই আদর্শের সন্ধান, দিলেন প্রহ্লাদ—হিরণ্য কশিপুর আত্মা হইতে জাত আত্মজ—সচ্চিনানন্দের আনন্দের ব্যক্তির সংজ্ঞা। লোকের অন্তরের আনন্দ প্রকাশ হয় তাহার হা-হা-হ্লা-হ্লারকে হাঁসিতে। উচ্চ হাঁসিতেই শেষে হ্লা-হ্লা রব স্বতঃই নির্গত হয়। প্র(আরম্ভে)+হ্লা+দদাতি দা+ক= প্রহ্লাদ আনন্দের ব্যক্তি সংজ্ঞা যেন আহ্লাদে আটখানা মূর্ত্ত প্রহ্লাদ— Novice চিত্রকর সূচনায় রেখাটানা থেকে সুরু করে, যখন উত্তরোত্তর বিবিধ আদর্শের চিত্র অঙ্কন করে তখন তাহার উল্লাস বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে আরও উৎকৃষ্টতর চিত্রঅঙ্কনে উৎসাহিত করে। যতক্ষণ সে মনুষ্যের একটি পরিপূর্ণ সাদৃশ্য তৈল চিত্র (Oilpainting) না করে, ততক্ষণ তাহার আনন্দের ও পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। কুম্ভকারের পক্ষেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদ্রূপ যতক্ষণ সে একটি পরিপূর্ণ সাদৃশ্যের মনুষ্য মূর্ত্তিনির্ম্মাণ করিতে না পারে। হিরণ্যের যেন সেই অবস্থা হইয়াছিল। এককোষ unicellular মীন হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বিচিত্র জীবজগৎ সৃষ্টি করিতেছিলেন তখন যেন এই অন্তজ আহ্লাদের ক্রম উন্মেষ হইতেছিল। শেষে বিচিত্ররূপের অসংখ্য চতুষ্পদ প্রাণী সৃজন করিয়া আর কোনও আদর্শ না পাইয়া তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যের গতিশাসন অর্থাৎ গতি বন্ধ হওয়াতে যেন তাহার কার্য্য শেষ হইল মনে করিয়া তিনি নিরস্ত হইলেন। কিন্তু হইলে কি হইবে, কুম্ভকার বা চিত্রকরের আহ্লাদের ন্যায় তাহার পরিতৃপ্তি হয় নাই। তাঁহারও শেষকার্য্য বা সৃষ্টি তখনও অসম্পূর্ণ। তাই তাঁহার আহ্লাদই তাঁহার বিশ্রামের বিঘ্ন হইয়া যেন তাঁহাকে ক্রমাগতই বিরক্ত করছে বা খোঁচাচ্ছে যেন আরও কিছু বাকি আছে, তাহানা সৃষ্টি করিলে তাহার পূর্ণতৃপ্তি হইতেছে না। উপমাস্থলে পিতা আত্মজকে পক্ষী নানা জাতীয় প্রাণীর পুতুল দিয়াও শান্ত করিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া নিদ্রার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পুত্রও কেবলই তাঁহাকে বলিতেছে সে যাহা চায় তাহা তখনও পায় নাই। অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া পিতা তাহাকে হাতী দেখাইল, জলাশয় দেখাইল, পর্ব্বত দেখাইল, অগ্নি দেখাইল, তবু পুত্র শান্ত হইল না। শেষে ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর সেই আজগবি পদার্থটা তাহ'লে কোথায়? এই স্ফটিকস্তম্ভে আছে? আত্মার স্বরূপ আনন্দরূপ প্রহ্লাদ বলিল তাহা যেমন সর্ব্বত্রই আছে তখন এই স্তম্ভেও আছে, কেবল তোমার নিদ্রালসজনিত বুদ্ধিভ্রংশতা বশতঃ তুমি তাহা খুঁজিয়া পাইতেছ না। ক্ষুব্ধ পিতা সেই স্তম্ভে সজোরে খড়্গাঘাত করিলেন। তখন সেই "স্ফটিকস্তম্ভকরিবিদার আধসিংহ আধনরাকার" নৃসিংহমূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। প্রহ্লাদ অট্টহাস্য করিতে লাগিল। হিরণ্য তাঁহার আদর্শ পাইয়া কাশিপু ত্যাগ করিয়া আবার সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিরণ্যের কশিপু বধ হইল। প্রহ্লাদ হস্তী পদতলে, অগ্নিতে, সমুদ্র বিক্ষিপ্ত হইয়াও মরে নাই। হিরণ্য কি আদর্শ পাইলেন? কঠিন সমস্যা বা Problem Solution এ একাগ্রমন নিদ্রাতেও তাহার চিন্তা করিতে করিতে অনেক সময় তাহার সমাধানের উপায় পায়, তেমনি আর কি বিচিত্র প্রাণী সৃষ্টি করিবেন আবিষ্টচিত্তে তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহার আত্মজ আনন্দই তাঁহাকে ইহাতে উৎসাহিত করিতেছিল। তখন স্বচ্ছ স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল আত্মাই একটি বিশেষ রূপের আদর্শের ন্যায় তাহার চিত্তে যেন আবির্ভূত হইলেন। সিংহ রূপে যে প্রাণী কেশরযুক্ত মস্তক, সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সন্নিবেশে সৃজন করিয়াছেন তাহার পশ্চাৎ পদদ্বয় ও হস্তদ্বয়ের বিশেষত্ব কিরূপ হইবে তাহাই এই আদর্শে প্রদর্শিত লইল। পশু-জাতির পশ্চাৎপদ সম্মুখের দিকে বক্র (flexed) বশতঃ দাঁড়াইতে পারে না। তাহার সম্মুখস্থ পদদ্বয় পশ্চাৎভাগে বক্র জন্য তাহা দ্বারা কোনও পদার্থ ধারণ সম্ভব হয় না। এই নৃসিংহের আদর্শে দেখান হইল হস্তদ্বয়ের সম্মুখদিকে বক্রতা (flexion) ও পদদ্বয়ের পশ্চাৎদিকে flexion যাহার জন্য সে দাঁড়াইতে পারে। চিত্রে নৃসিংহকে বসিয়া হিরণ্যকশিপুকে উরুদ্বয়ের উপর রাখিয়া তাহার পেট বিদীর্ণ করিতে দেখান হইয়াছে। পশু হইতে মানুষের এই দাঁড়ান ও হস্তদ্বারা ধারণই বিশেষত্ব। তাই অর্দ্ধসিংহ অর্দ্ধনরাকারে সেই বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইল। ক্রমবিবর্ত্তনে এইরূপ পূর্ণ নরাকার বামন উদ্ভূত হইল। প্রহ্লাদেরও রুচির পূর্ণতৃপ্তিতে বিরোচন হইল, শেষে তাহার শেষ বা বলিও হইল। প্রহ্লাদের আত্মজবিরোচন ও তদাত্মজ বলি। হিরণ্য সৃষ্টির পূর্ণত্ব সাধন করিলে এই নরসৃষ্টিতে সবার উপরে মানুষ সত্য। যাহার উপরে আর কিছু সত্য বা অস্তিত্ব বিশিষ্ট পদার্থ নাই। মানুষ ক্রমবিকাশিত বুদ্ধিবলে আকাশ, পাতাল, জলকে নিজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বশে আনিয়াছে। আর এই মানুষই সাধনা বলে আত্মজ্ঞান লাভ করিলে যেন তাঁহার প্রত্যগাত্মা নাভি হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করে। ইহাই জ্ঞানপ্রাপ্তে বর্দ্ধিত মানবের যেন ক্ষুদ্র শিশুরূপ বামনে নিহিত নাভি হইতে আত্মজ্ঞান লাভ।

রুদ্র বা শিব—বৈদিক সূত্রে যেমন ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর পরিচয় পাওয়া গেল এবং তাঁহাদের শক্তির সন্ধান মিলিল, তেমনি রুদ্র বা শিবেরও সূত্র পাওয়া যায়। অহংরূপে আত্মজ্ঞ বাগ্মী বলিলেন "অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবেহন্তবাউ"। আমি রুদ্রের ধনুনমন করিয়া তাহাতে শক্তি প্রদানে ব্রহ্মবিদ্বেষী শত্রু হনন করি। "জনায় সমদং কৃনোম্যহং দ্যাবা পৃথিবীআবিবেশহ॥" আমি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে দেবতা ও প্রাণীদের মধ্যে থাকিয়া সংগ্রাম করিয়া হনন করি। সুতরাং এই রুদ্রের ধনুর শক্তিও দেব মানবের সংগ্রামের শক্তি আমা হইতেই বা আত্মা হইতেই উদ্ভূত। ইহারই প্রতিধ্বনি রামায়ণে—যথা "দক্ষযজ্ঞবধে পূর্ব্বংধনুরাযম্য-বীর্য্যবান্। বিধ্বস্যত্রিদশান্রোষাৎ...মে সুরাঃ। বরাঙ্গানি মহর্হানিধনুষা শাতয়ামিবঃ॥" দেবেশ মহাদেব দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া দেবতাগণকে বধার্থ ধনু আকর্ষণ করিলেন। যেহেতু তাহারা যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থ তাঁহাকে আহ্বান করেন নাই। রুদ্রের সংহার শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। রু-রোদনে সংহার বা মৃত্যুকেই লোকে সর্ব্বপ্রাণী ভয় করিয়া রোদন করে। তাহাদের সান্ত আয়ুষ্কাল সংহার করিয়া অনন্ত মহাকাল মৃত্যুঞ্জয় শিবরূপে চির বিদ্যমান-রোদনের :কারণরূপী রুদ্রই। কালী সেই পরিমিত কালের প্রতীক্ কালীরূপিণী শক্তি যেন মহাকালের বক্ষোপরি তালে তালে নাচিয়া নিজ শক্তিতে এক একটী ভূতজাত পদার্থের পরিমিত কাল দিয়া সৃষ্টি করিতেছেন আবার তাহারই সংহার করিয়া সেই মহাকালেই মিশাইয়া দিতেছেন। এক হাতের খর্পরের রক্ত লেহন করিয়া যেন তাহার জন্য দিতেছেন। অন্য হস্তের খড়্গ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দয়া তাহারই মুণ্ড ছেদন করিয়া অন্য হস্তস্থিত কর্ত্তিত মুণ্ড দ্বারা দেখাইতেছেন এইরূপে আমি পরিমিত আয়ুকালরূপে সমস্ত ভূতজাত পদার্থের জন্ম মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ করি; আমি (অন্য হস্তে নির্দ্দেশিত) এই নিথর অনন্ত মহাকালেরই শক্তি। শক্তির স্ত্রী লিঙ্গের সংস্কার জন্য কালের স্ত্রী লিঙ্গ কালী। কালী যেন শুভ্র বৃহৎ বসনে এক বিন্দু কৃষ্ণ বর্ণ কালীর দাগ। বসন উত্তমরূপে আঘাত প্রাপ্তে ধৌত হইলে, তাহা মুছিয়া যাইয়া সেই সর্ব্বত্র শুভ্র বসনই থাকে।

মহাকাল শিব শুভ্র সাদাবর্ণে এবং তদ্বক্ষস্থিত কালী কৃষ্ণবর্ণে মূর্ত্ত হইলেন কেন আর, কালীর রক্তাক্ত লোলজিহ্বার রক্ত লেহনে সৃষ্টিই বা হইল কিরূপে? প্রথমটীর উত্তরে একটী দৃষ্টান্ত নানাবর্ণে রঞ্জিত একটী spectroscope অথবা বিজলি পাখার ডাল (blade) গুলি ঘুরাইলে শেষে একটী সাদাবর্ণের চক্র (circle) দৃষ্ট হয়। তদপেক্ষা আরও অধিক বেগে ঘুরাইলে সেই চক্র যেন অনন্তেই অপ্রকাশিত অদৃশ্য হইলেও তাহার অস্তিত্ব থাকে, তাহা তদুৎপন্ন বায়ু প্রবাহে অনুভূত হয়। আবার সেই অপ্রকাশিত চক্রই বেগ কমিলে সাদা রঙ্গেই প্রকাশিত হয়। তাই সেই অমূর্ত্ত অবর্ণ মহাকালকে মূর্ত্ত করিতে শেষ শুভ্র বর্ণেই ব্যক্ত করিতে হইবে। উপনিষদে ইনি "শান্তশিবমদ্বৈতং তুরীয়ং" (চতুর্থঃ) ত্রিপুরারি (পুরাণে)। জাগ্রত স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা বা পুরাকালে বাস করিয়া তিনি জীবাত্মা। জীব দেহকে ধ্বংস করিয়াই তাহার কাল পূর্ণ করিয়া তিনি শান্ত অদ্বৈত তুরীয় শিব ত্রিপুরারি মহাকাল। কালীর উন্নত আশ্বাসপ্রদ হস্তে মাভৈঃরূপে বলিতেছেন—জীব যোগ সাধন দ্বারা দেহজ্ঞানলোপে জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারিলেই মরণ জয়ে এই অদ্বৈত মৃত্যুঞ্জয় শিবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। দেহেরই জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা; প্রকৃতিরূপী তিনিই নিজ নৃত্যে পুরুষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপী আত্মাকে মোহমুগ্ধ করিয়া দেহাত্মজ্ঞানে অভিভূত করেন জন্যই পুরুষ আপনার স্বরূপ জানিতে পারে না। জীবদেহী পুরুষের যখন জ্ঞানোদয় হয় যে তিনি এই প্রকৃতি হইতে পৃথক তখনই তিনি মুক্ত পুরুষ। কালীর গলদেশে পঞ্চাশটী মুণ্ডমালা—প্রকৃতির পঞ্চাশৎরূপে বিভক্ত হইবার প্রতীক যথা—"এষ প্রত্যয় সর্গো বিপর্য্যয়া-শক্তি-তুষ্টি সিদ্ধাখ্যাঃ। গুণ-বৈষম্য-বিমর্দ্দিতাতস্য চ ভেদাস্ত পঞ্চাশৎ"॥ (সাংখ্যকাঃ ৪৬) ঋগ্বেদের একটী সূক্তে * আছে—একই সুপর্ণরূপী পক্ষীরূপী পরমাত্মা অন্তরিক্ষে ও সমস্ত বিশ্ব ভুবনে ব্যাপিত আছেন। পরিপক্ক অন্তর্মুখী মনে তাঁহাকে নিজ হৃদয়ের অন্তঃস্থলে দর্শনীয়। তিনি মাতাকে লেহন করেন, মাতাও তাঁহাকে লেহন করেন। পুরুষের বীজকোষ জরায়ু অভ্যন্তরে মাতার জননকোষ তাহার সর্প বা ভুজঙ্গাকৃতি লেজ পরিত্যাগে পক্ষীর মুখের ন্যায় অগ্রভাগ দ্বারা ভেদ করিয়া তাহার সহিত একীভূত হইয়া ভ্রূণ অণ্ডে পরিণত হয়। তাহারা পরস্পর লেহন করিয়াই, একই উপাদানে নির্ম্মিত বলিয়া অভেদ্যভাবে মিলিত হয়। পুরুষের ও মাতার রক্ত হইতেই এই উভয়কোষ জন্মে। পরে কেবল মাতার রক্তেই ভ্রূণ বর্দ্ধিত হয়। † কালীর রক্তাক্ত লোলজিহ্বা-ও খর্পরের ইহাই বৈদিক প্রমাণ। এই কালীরূপী শক্তি "প্রকৃতিস্তঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়-বিভাবিনী। কালরাত্রির্ম্মহারাত্রি র্ম্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা" "হেতু সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি।" ইনিই ত্রিগুণাপ্রকৃতি কেন? ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে পরমাত্মারূপ আধার হইতে ঋতং (গতি) ও সত্যং (পঞ্চমহাভূত) ও তাহারই সংহতিতে জলের পূর্ব্বাবস্থা রাত্র (কৃষ্ণ বা কালবর্ণে আবৃত) বাষ্পরূপ মেঘ বিস্তীর্ণ মুক্তভাবে উদ্ভূত হইল। তাই "মহামেঘপ্রভাং ঘোরাং মুক্তকেশীচতুর্ভূজাং" মেঘবর্ণা বিস্তীর্ণ বিক্ষিপ্ত কাল কেশরাশিতে

---

* "একঃ সুপনঃ স সমুদ্রমাবিবেশ স ইদং বিশ্বং ভুবনং বিচষ্টে। তং পাকেন মনসা পশ্যমন্তিতস্তং মাতা রেহিল স উরেহ্লি মাতরম্॥ রেহ্লি-লিহ। (ঋ, ১০,১১,৪৪)

† পাঠক আমার রাসলীলা প্রবন্ধে ইহা বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবৃত দেহা কালীর প্রতীক। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির গুণের শক্তিতেই পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি। আর এই মেঘ সেই পঞ্চমহাভূতের সংহতির পরিণতি অবস্থা, প্রথম দৃশ্য অস্তিত্ববিশিষ্ট প্রত্যক্ষ সত্য পদার্থ। পূর্ব্ব জাত দুইভূত আকাশও বায়ূ দৃশ্য বা প্রত্যক্ষ নহে। এই মেঘরূপী কালীর দাগই সেই অসীম নিরাকার যেন শুভ্র বসনরূপী (infinite time space) আকাশে একটা কালীর দাগের ন্যায় প্রথম প্রত্যক্ষ প্রকৃতির ব্যক্তি বা প্রকাশ। গুণ প্রকারান্তরে শক্তি। অগ্নির শক্তি তাহার গুণ তাপ। তাই প্রকৃতির ব্যক্তিরূপী শক্তি কালীই শক্তির প্রতীক।

এই শক্তি আবার হিরণ্য বা হেমবর্ণা উমারূপেও প্রকাশিত। দুর্গা ইহার উল্লেখ কেনোপনিষদে প্রথম পাওয়া যায়। দেবতারা অসুর জয় করিয়া, নিজেদের শক্তিতে গর্ব্বোন্মত্ত। তখন আকাশে যক্ষরূপী ব্রহ্ম আবির্ভূত হইলে, তিনি কে জানিবার জন্য অগ্নি যাইলেন। তাঁহার শক্তির পরিমান জানিবার জন্য যক্ষ একটা তৃণ দগ্ধ করিতে দিলে তাহা সাধনে পরাম্মুখ হইয়া বায়ুকে পাঠাইলে, তিনিও তাহা নড়াইতে অসমর্থ হইলেন। একজন সমস্ত বিশ্বদহন করিতে পারেন, আর একজন প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে বিশ্ব উড়াইয়া ধ্বংস করিতে পারেন বলিয়া নিজ নিজ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। তখন সুরপতি ইন্দ্র অগ্রসর হইলে ব্রহ্ম অন্তর্হিত হইলেন এবং সেই আকাশে "বহুশোভমানা হৈমবতী স্ত্রীরূপা উমা আবিভূর্তা হইয়া, তাঁহাকে বলিলেন" "তোমাদের শক্তির পরিচয় পাইলে তো? অসুর বধের শক্তি তোমরা ব্রহ্ম হইতেই পাইয়াছ"। উং (পরমেশ্বরং) মাতি মিমেতি বা ইতি উমা। যদ্দারা পরমেশ্বরকে মাপ বা মনন করা যায়। শক্তিতেই বা গুণেই পদার্থের মাপ হয় আর উপাসনা দ্বারা মনন হয়। তাই উমা=শক্তি, বা কালীদাসের অর্থে তপস্যা। পুরানে এই তপস্যা অর্থেই উমা হিমবৎ বা হিমাচল দুহিতা ও মহাদেব শিবের সহিত পরিণীতা হইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামায়ণেও কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হিমাচল দুহিতা উমার সহিত মিথুনেই সম্ভবটিত হইয়াছিল এইরূপ উল্লেখ আছে। আচার্য্য শঙ্কর হৈমবতীর দুই অর্থ দিয়াছেন—হিমবৎ দুহিতা অথবা হেমবৎ হিরণ্য বা সুবর্ণের ন্যায় তপ্তকাঞ্চণবর্ণা। অন্যমনস্ক বা মৃতপ্রায় নিদ্রিত ব্যক্তিকে চিম্‌টিকাটিলে প্রথমেই উঃ বলিয়া সাড়া দেয়। সদ্যগর্ভজাত মৃতপ্রায় শিশুর পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিলে সে উঁয়া শব্দে তাহার জীবনীশক্তির প্রকাশ করে যেন দেহে সুপ্ত আত্মাই এই উঃ শব্দে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করেন। শক্তির উন্মেষে অঙ্গসঞ্চালনে ও বাক্যোদ্‌গমে শবপ্রায় দেহের নাম উপাধি পরিচয় জ্ঞাপিত হয়। তাই উঃ অর্থে পরমেশ্বর ও উমা তাঁহারই শক্তি জ্ঞাপক সংজ্ঞা (symbol expression)। দক্ষজা সতীও সৎ-পরমাত্মার অস্তিত্বজ্ঞাপক সংজ্ঞা। "সতী সতী যোগবিশিষ্ট দেহা" (কালীদাস)। বাচস্পতি মিশ্র সৎশব্দে অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা অর্থ করিয়াছেন। পুংলিঙ্গের পক্ষে সৎ আর স্ত্রীলিঙ্গের পক্ষে সতী।

দক্ষযজ্ঞ—দক্ষ শব্দ বেদে বল, সমর্থ, প্রবুদ্ধ ও সাধারণ ভাষায় পটু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে জন্মিয়াছেন, ব্রহ্মার দক্ষিণহস্তরূপে তিনি প্রজাসৃষ্টিতে নিয়ত। "দক্ষস্য বাদিতে জন্মনিব্রতে রাজানা মিত্রা বরুণা বিবাসসি।...অর্য্যমা বিধুরূপেসু জন্মসু" হে আদিতে (দ্বিতিহীন অদ্বিতীয় অখণ্ড আকাশের সংজ্ঞা) তুমি দক্ষের বহুবিধরূপে জন্ম (সৃষ্টি) কার্য্যের জন্য দিবা ও রাত্রিরূপ মিত্র ও বরুণদেবকে ও অর্য্যামা সূর্যকে বাস করাও তোমার অন্তরে স্থান দাও। সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইলে দিবার (মিত্র) আলো শিশিরের জন্য রাত্রি বরুণের ও তাপের জন্য সূর্য্যের প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ব্রহ্মের শক্তিতেই এই সমস্ত দেবতার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন হয়। দক্ষ সেই নিজশক্তি ও দেবতাদের শক্তির নিয়ন্ত্রা ব্রহ্মরূপী শিবকে উপেক্ষা করিয়া নিজ বল ও দক্ষতার গর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টিকার্য্য রূপ যজ্ঞে 'হামবড়াই' ভাবে, সাহায্যার্থ সমস্ত দেবতা দিগকে আহ্বান করিলেন। ব্রহ্মের শক্তি হিরণ্য গর্ভ ব্রহ্মার দক্ষিণ হস্তের বাহুবলের প্রতীক দক্ষ, নিজের বলের উৎস কোথায় তাহা জানিয়াও মানিলেন না। তখন তাঁহারই আত্মজশক্তি সতী সেই সর্ব্বশক্তির আধার তুরীয় শিবকে স্মরণ করাইবার জন্যই যেন তৎসকাশে আসিলেন সৎব্রহ্মের অস্তিত্ব জ্ঞাপক সংজ্ঞা (symbol) এর প্রতীক সতী রূপে কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হইলেন। তৎ ফলে দক্ষের সমস্ত শক্তি প্রত্যাহৃত হওয়াতে, তাহার সৃষ্টি যজ্ঞ পণ্ড হইল। তখন আবার দক্ষ সেই ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার স্তুতি করিলেন। ব্রহ্ম যেন আশুতোষ ভোলা রূপে তাঁহার চৈতন্যের উদয় করিয়া পুনরায় শক্তিমান করিলেন, তিনি পুনরায় সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। ইহারই রূপকে রামায়ণে, মহাভারতে ও ভাগবতে ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা জড়িত উপাখ্যান আছে। সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতির সূত্র লইয়া শিব ও উমার মিলন, রূপকে পুরাণে স্থান পাইয়াছে। একই অনাদি অজ্ঞাত কারণ রূপ মৃত্যুর * হিমত্ব ও অচলত্বের প্রতীক হিমাচল হইতে তাহারই এক শিখর কৈলাসে পুরুষরূপী শিব ও তাহারই অন্যস্থান হইতে প্রকৃতি রূপীনী শিবশক্তি উমার আবির্ভাব ও মিলন যেন "মধ্যেসুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদী সিংহাসনপরিগতাং পরিপীত বর্ণাম। পীতম্বরাংকনক ভূষণ মাল্য শোভাংদেবী" রূপে (চণ্ডী) তন্ত্রশাস্ত্রে 'ক' অর্থে জলও হয় যথা "বর্গাদ্যশ্চমুখী ব্রহ্মা সখাদ্যোহন্ত: শিবোজলম্" শিবও হয়। কৈলাস (কে জলেলাসো লসনং দীপ্তিরস্য কৈলাস স্ফটিক মনিঃ তবৎ শুভ্রঃ ইত্যন্)। তাই পরমাত্মা রূপ অমৃতসিন্ধুমধ্যে দীপ্ত মনিমণ্ডপ রত্নবেদী শিব; তাঁহারই ক্রোড়ে উপবিষ্টা তাঁহার শক্তি, সর্ব্বাথা পীত বা হিরণ্য বর্ণাদেবী রূপিনী উমা। ইনিই বেদের হিরণ্য শক্তির প্রতীক হিরণ্য গর্ভ। এই হিরণ্য বর্ণাদেবী "ত্বয়ৈকয়া পূরিত মম্বয়ৈতৎ"

* অশনয়ব্য মৃত্যু বা মৃত্যুরূপী আত্মানন করিয়াছিলেন। [বৃহদারন্যক]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানং শক্তিভূতে সনাতনি।" ইনিই বাৎসল্যরসে, মা যশোদার গোপালের ন্যায়, হেমবরণী উমা-যাকে সারাবরষ পরে দেখে মা ম্যানকা "রাণী ভাসেন নয়ন জলে।" ইনিই বগলা মুর্ত্তিতে "ধৃত মুদ্গরবৈরী জিহ্বাং" বেদের "ব্রহ্মদ্বিষেশরবে হন্তবাউ"॥ ইনিই "দেব্যাযয়া ততমিদং জগতাত্মশক্ত্যা নিঃশেষ দেবগণ শক্তিসমূহমুর্ত্ত্যা" সমস্ত দেবগণের শক্তি সমুহ নিঃশেষ করিয়া দশভুজা দুর্গা রূপে মহিষ (অতি মহান্ অর্থে বেদে) অসুর বধ করেন ইনিই সর্ব্বপ্রকার শক্তির সমন্বয়ে এক 'কাঠামতে' বাঙ্গলার শক্তি সাধকের গৃহে শরতে শারদীয়া ও বাসন্তী দুর্গাদেবী রূপে আসেন; সঙ্গে আনেন বেদের "অহং সংগমনী বসুনাং" ধনরত্নের শক্তির প্রতীক লক্ষ্মী, জ্ঞান বিজ্ঞানের শক্তি রূপা সরস্বতী (পরা ও অপরা) বিদ্যার প্রতীক কৌমার্য্য শক্তির প্রতীক কার্ত্তিকেয়, গণশক্তির প্রতিভূ ঐরাবত হস্তীশীর্ষ (বহু জনগনের সমবেত শক্তি সাধ্য কার্য্য একটি হস্তী কর্ত্তৃক সাধিত হয়) পশুশক্তির প্রতীক সিংহ, হিংসা শক্তির প্রতীক সর্প আর ব্রহ্মবিদ্বেষী ক্রোধ শক্তির প্রতীক মহান মহিষাসুর। ইনি যে "যা শ্রী স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেস্বলক্ষ্মী, পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধি। শ্রদ্ধা সতাং কুলজন প্রবভস্য লজ্জা"। সুতরাং সর্ব্ব প্রকার ভালমন্দ শক্তিতে মণ্ডিতা। যাঁহারা শক্তিমান ব্রহ্মের উপাসনা করিতে ইচ্ছুক অথচ তাঁহার অবতার রূপে অন্য মনুষ্য কর্ত্তৃক ঘোষিত মর্ত্ত্য মনুষ্য দেবতার উপাসনা করিতে নারাজ তাহাদের জন্যই ঋষি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে এই অমুর্ত্ত শক্তির অবতারণ করিয়াছেন। তান্ত্রিক যোগসাধক কুলকুণ্ডলিনী শক্তির কটিদেশ হইতে ক্রমোত্থান স্পন্দন অনুভব করেন। এই শক্তি যেন মনুষ্যের সার্দ্ধত্রিহস্ত দেহে লিঙ্গ দেহরূপে তাহাকে জড়াইয়া কুণ্ডলীকৃত সর্পের ন্যায় থাকে। মনুষ্য দেহে শক্তি যেন কটি দেশেই কেন্দ্রীভূত থাকে। মল্লযোদ্ধার শক্তি কটীতে বা কোমরে তাই পরস্পরের আক্রমণ হইতে কোমর দূরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখে—"কোমরে জোর থাকে তো লড়বি আয়"। কোমরের জোরেই ভার উত্তোলনাদি শক্তিসাধ্য কার্য্য, প্রজনন ক্রিয়া, পদব্রজন সমস্ত নির্ভর করে। আবার সাংখ্যযোগ সাধক স্পন্দনেই হৃদিদেশে স্বতঃ প্রকাশিত আত্মজ্যোতি বিদ্যুতের ন্যায় দর্শন করেন। উহার পূর্ব্বাভাস প্রথমে হিরণ্য বর্ণেই দীপ্ত হয়। গুরুদেব তিব্বতী-বাবার কথায় যেন "অলি, পীক, ভুজঙ্গ গঠিত মুক্তাহারের মধ্যস্থিরসৌদামিনীরূপ"—যেন অলিরূপী পতঙ্গ, পীক রূপী সুপর্ণ তাহার সর্পের ন্যায় লেজ সমন্বিত মুক্তারূপী হারের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় আত্মা।

আত্মজ্ঞ গুরু কর্ত্তৃক আত্মজ্ঞানের পন্থা যোগ সাধনে উপদিষ্ট যোগ সাধক, একাগ্র মনে অভ্যাসের ফলে সেই গুরুরই কৃপায় যোগ সিদ্ধ হইয়া এই স্বতঃ সিদ্ধ, স্বতঃ স্ফূর্ত্ত আত্মহৃদি জ্যোতি উপলব্ধি করেন—"পাকেন মনসাপশ্যমন্তিতঃ" সেই এক সুপর্ণঃ স সমুদ্রমাবিবেশ, স ইদঃ বিশ্বং ভুবনং বিচষ্টে"। তখন তিনি সোঽহং। জ্যোতির আবির্ভাবের কোন কোন অবস্থায়—"পতঙ্গ মক্ত মসুরস্য মায়য়া হৃদা পশ্যন্তি মনসা-বিপশ্চিতঃ। সমুদ্রে অন্তঃ করয়ো বিচক্ষতে মরীচীনাং পদমিচ্ছন্তি বেধসঃ ॥— আত্মা যে সুপর্ণ বা পতঙ্গ (একই জাতীয়) ও সর্পাকারে জননী জঠরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারই উপরোক্ত পূর্ব্বাভাস জ্যোতির্ম্ময় ছায়ার ন্যায় যোগী হৃদয়ে দৃষ্ট হয়। বৈদিক ঋষির এই অভ্রান্ত দৃষ্টিও যুগে যুগে সমস্ত সিদ্ধ যোগীর এই অভ্রান্ত দৃষ্টিই প্রমাণ করে যে শাশ্বত, সনাতন সত্য, তাহাই ঋষি মার্কণ্ডেয় তাঁহার সপ্তশতী চণ্ডীতে সরস উপাখ্যানে সাধারণের তৃপ্তিকর রচনা সাহায্যে প্রকাশ করিয়াছেন। বলাবাহুল্য যে যাঁহারা কখনও বেদের ধার দিয়াও যান নাই এমন সমস্ত যোগ সাধকও এই পতঙ্গ ও সুপর্ণরূপী আত্মা উপলব্ধি করিয়াছেন। সুতরাং ইহাবেদ পাঠে মনের কল্পনা প্রসূত নহে। ইহা তাঁহাদের পক্ষে বেদের প্রতিধ্বনী নহে। ভৃগু কৃপাহি কেবলং। ওঁ শান্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্গাপূজাতত্ত্ব

৮ঐ রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায়চ। অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যা
স্ত্বয়িকৃতঃ পুরা ॥

অহমপ্যাশ্বিনে তদ্বৎ বোধয়ামি সুরেশ্বরীম্। (কালিকা পুরাণ)

রামায়ণে রাম কর্ত্তৃক শারদীয়া দুর্গাপূজার কোনও উল্লেখ নাই। উক্ত পুরাণের অনুসরণে কবি কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণে দুর্গারপূজার উল্লেখ বিস্তৃত বর্ণণাকরিয়াছেন।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে—পুরাকালে হৃতরাজ্য রাজা সুরথ হৃত সর্ব্বস্ব বৈশ্য সমাধি, মেধস ঋষির আশ্রমে চণ্ডী মাহাত্ম্য শুনিয়া, উভয়ে গঙ্গা তীরে যাইয়া, রাজা সুরথ মৃন্ময়ী দুর্গাপ্রতীমা নির্ম্মাণে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া বক্ষরক্ত বলিদান দিয়া বর চাহিলেন "ধনং দেহি, বলং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি"। দেহরূপ রথকে সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য উপাদানেন সুবা সুষ্ঠুভাবে রক্ষণকামী রাজা সুরথ, শত্রু জয় করিয়া প্রার্থিত সমস্তই পাইলেন। পক্ষান্তরে সমাধি বৈশ্য দেবীর মানস প্রতীক ধ্যান করিয়া দেবীর বরে স্বরূপ সিদ্ধিও সমাধির আস্বাদ প্রাপ্তিতে কৃত কৃতার্থ হইয়া প্রবজ্যা গ্রহণ করিলেন। সুতরাং দেবীর দ্বিবিধ আরাধনার ফল প্রাপ্তিও দ্বিবিধ। গুরু উপদেশও দ্বিবিধ। একটী যজমানের পূজা, অন্যটি মানস আরাধনায় আত্মজ্ঞান লাভ। প্রথমটী সহজ দ্বিতীয়টী কষ্টসাধ্য। সাধক পুরাণকর্ত্তা দুর্গাপূজা মন্ত্রে দুইরূপেরই সমাবেশ করিয়াছেন, বিবেকী সাধক দৃষ্টিভেদে তাঁহার অভীপ্সিত তাত্ত্বিকরূপও ইহাতে পাইবেন!

মহালয়া—শারদীয়া অমাবস্যায় পিতৃপুরুষের তর্পন ও শুক্ল প্রতিপদে পূজার কল্পারম্ভ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট, অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান আনন্দ এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চকোষময় দেহ বন্ধনে আত্মা যেন একটি মুখবদ্ধ ভাণ্ডমধ্যে তমসাচ্ছন্ন জলের ন্যায় আবদ্ধ অবস্থায় উপমেয়। তাপ সংযোগে যখন সেই স্থির জল রজগুণের প্রভাবে আলোড়িত হইয়া প্রকাশশীল সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে বিস্তৃত বাষ্পাকারে ধারণ করে, তখন তাহার শক্তিতে ভাণ্ডমুখের বদ্ধাবরন ঘন উত্থিত করিয়া শূন্যে বিস্তার লাভে তাহার সহিত মিশিয়া যায়। সেই জলোত্থিত বাষ্প যেমন ভাণ্ডমধ্যে থাকিয়া তাহার চারিদিকে চাপ (pressure) দেয় তেমনই চিরমুক্ত স্বভাব আত্মাও কখন কখন মুক্ত হইবার প্রয়াসে, এই দেহবন্ধরূপ বেষ্টনিকে যেন চাপের ন্যায়ই প্রেরণা দেয়। জড়ভাণ্ডে অনুভূতি নাই, কিন্তু চিৎশক্তি প্রভাবে চেতন দেহেন্দ্রিয় সেই প্রেরণা গ্রহণে কখন কখন সমর্থ হয়—যখন সেই দেহীর সুকৃতির ফলে কোনও সদগুরুর উপদেশে কিছু বিবেকের উন্মেষ হয়। তখন সেই বিবেকীর আত্মার অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি হয় এবং অমাবস্যার ন্যায় অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন নিজ হৃদয়ে তাহার স্থিতি লক্ষণ নির্দ্দেশে সাধনার সঙ্কল্প করিয়া সেই পদের বা স্থানের উদ্দেশে —যেন তাহার প্রতিই গতির জন্য ক্রমঅগ্রসর হইতে তাহার বিশেষ চেষ্টা হয়। কদাচিৎ কষ্টদৃশ্য অস্ফুট প্রথম শশিকলার ন্যায় দৃশ্য আত্মার দর্শনের জন্য যে আবেগ হয় তাহারই প্রভাবে সাধনার ক্রমোর্দ্ধ সোপানে অগ্রসর হইতে দৃঢ় অধ্যবসায় হয়। ইহাই তাত্ত্বিক সাধকের প্রতিপদ (পদ অর্থাৎ স্থানের প্রতি) প্রথম কল্পারম্ভ বা তৎপ্রতি গতির জন্য সঙ্কল্প। ঘটস্থ জল ও অগ্নির তাপ—দেহঘটে বদ্ধ আত্মাও সাধকের তপস্যা (তপধাতু)। তর্পনের উদ্দেশ্য—ভাদ্রমাসে ধরা জলপ্লাবিত হয় জন্য সেই সময়ে এই অনায়াসলব্ধ জল উপকরণে পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের আত্মার তৃপ্ত্যর্থে তর্পন। পিতৃলোক অজ্ঞাত হইলেও তাঁহারা তথাগত। তথা হইতে আগত এবং সেই তথাতেই গত। সেই তথা কোথায়? বেদ বলিলেন—"অহং সুবে পিতরমস্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূর্দ্ধন্মম যোনিরপস্বন্ত সমুদ্রে” (দেবী সুক্ত) আমি সর্ব্বপিতার প্রসবয়িতা জন্য তাহাদেরও যেন মস্তকের উপরে স্থিত। আমার গর্ভস্থান (সমুচচয়দ্রব) সমুদ্রেজলের অন্তঃস্থলে। পিতরং=আকাশ (সায়ন) প্রমান—“তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনো আকাশঃ সম্ভুতঃ”। ইত্যাদি। (তৈঃ উঃ) সেই বা এই আত্মা হইতে আকাশ ক্রমে বায়ু, অগ্নি, জল জল হইতে পৃথিবী, ওষধি (উদ্ভিদ) অন্ন রেত; সেই রেত হইতে প্রাণী জগতের উৎপত্তি। পঞ্চভূতের উপাদানে নির্ম্মিত তর্পন কারীর দেহের উৎপত্তিও সেই প্রথমোৎপন্ন আকাশ রূপ পিতরম্ (জনক জনয়িত্রৌ) হইতে। আর সেই তথা স্থানই আত্মা। আকাশই আত্মার প্রথম প্রসূত সন্ততি। আর তাহাতেই যেন সমস্ত পিতৃপুরুষ সূক্ষ্মভাবে বিলীন আছেন। তাঁহাদের তৃপ্ত্যার্থে শূন্যে আকাশ প্রতি উৎক্ষিপ্ত জলকণা তাপ সাহায্যে বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া সেই আকাশে মিশিয়া যেন আমারই শ্রদ্ধার নিদর্শন তর্পন বারি তৎস্থিত আমার পিতৃলোকেই পৌছে। উৎক্ষিপ্ত জড় পিণ্ড ভূতলেই পতিত হয়। কুপোদক নিষিদ্ধ।

মহালয়—“মহত্যাং যোগি প্রভিতিনাং আলয়ঃ” “মহদাদীনাং লয়োযস্মিন্=পরমাত্মা। মহৎ প্রকৃতিরও লয় হয় যাহাতে। পিতৃ পক্ষে তর্পণ আরম্ভ করিয়া সেই পিতৃপুরুষের কোনও সন্ততির বিবেক উদয় হইতে পারে এবং সেই মহান বিশ্ব আত্মার মহান আলয়ে যাইবার জন্য সাধন পথ অবলম্বনে দৃঢ় সঙ্কল্পও হইতে পারে। তাই মহালয়ার পরদিনই কল্পারম্ভ বা সাধন সঙ্কল্প। দেবী পুরানে পূজারবিধি—

আশ্বিনে শুক্লপক্ষেতু কর্ত্তব্যং নবরাত্রকম্। প্রতিপদাদিক্রমেনৈব যাবচ্চ নবমী ভবেৎ॥
কেশ-সংস্কার-দ্রব্যানি প্রদদ্যাৎ প্রতিপদ্দিনে। পট্টডোরং দ্বিতিয়ায়াং কেশ সংযমহেতবে॥
দর্পনঞ্চ তৃতীয়ায়াং সিন্দুরালক্তকং তথা। মধুর্পকং চতুর্থ্যান্তু তিলকং নেত্রমণ্ডনম্॥
পঞ্চম্যামঙ্গরাগঞ্চ শক্ত্যালঙ্কারানানিচ। ষষ্ঠাং বিল্বতরৌ বোধং সায়ং সন্ধ্যাসু কাবয়েৎ॥
সপ্তম্যাং প্রাতরাণীয় গৃহমধ্যে প্রপুজয়েৎ। উপোষণ মথাষ্টম্যামষ্টশক্তেঃ প্রপূজনম্”॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই মহালয়ার দিন মহালয়ে যাইতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ আত্মসাধক প্রথম পদে শক্তিরূপা দুর্গার একটি মানস প্রতিমাতে মন স্থির করিয়া তাহাতেই কেশ সংস্কারোপযোগী সমস্ত গন্ধ দ্রব্য অর্থাৎ নিজের গন্ধ-দ্রব্যের প্রতি অনুরাগ অর্পন করিয়া ঘ্রানেন্দ্রিয়ের সংযম করিলেন—যেমন অনেকে তীর্থে যাইয়া তৎস্থিত দেবতাকে নিজের কোন প্রিয় ভোজ্য পদার্থ অর্পন করিয়া সেই বিষয়ে বীতরাগ হয়। সেইরূপ দ্বিতীয় পদে পট্টডোর দ্বারা দেবীর আলুলায়িত কেশ ভার বন্ধন করিয়া গুচ্ছাকারে কর্ণরন্ধ্রদ্বয় আবৃত করিয়া নিজের শ্রবণেন্দ্রিয়ের সংযম করিলেন। তৃতীয় পদে দর্পন ও সিন্দুর অলক্তক প্রভৃতি নয়নানন্দকর পদার্থ অর্পন করিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের সংযম করিলেন। দর্পনে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া সকলেরই আনন্দ উপভোগ তো হয়ই তৎসহ দেহের প্রতি মায়াও ঘনিষ্ঠ হয়। দর্পন অর্পনে সেই দেহাত্মক বুদ্ধির হ্রাস হয়। চতুর্থ পদে মধুপর্কাদি রসনা তৃপ্তিকর পদার্থ অর্পনে রসনেন্দ্রিয়ের সংযম সাধন। পঞ্চম পদে সমস্ত অঙ্গরাগ সাধক দ্রব্যাদি সমস্ত অঙ্গশোভক অলঙ্কারাদি অর্পন করিয়া নিজ দেহব্যাপী স্পর্শনে-ন্দ্রিয়ের সংযম সাধন করিয়া, সাধক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়ে বীতরাগ হইলেন। তখন ষষ্ঠ পদে ষষ্ঠেন্দ্রিয় সূক্ষ্মমনের বহির্গমনের পথ সর্ব্বপ্রকারে নিরুদ্ধ হওয়াতে তাহার অবলম্বনের জন্য অন্তর্মুখী হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকেনা—যেন দেহ বিলের মধ্যে ব্যাধতাড়িত শশকের ন্যায় আশ্রয় অন্বেষণে প্রবেশ করে। বিনা অবলম্বনে মনের অস্তিত্ব নাই। "মন অকরোৎ আত্মন্বীস্যাম।" কোন মৃত্যুরূপ আধার মন করিয়া আত্মাবান হইয়াছিলেন (বৃঃ অঃ)। মন করাই আত্মার প্রথম কার্য্য। কার্য্য কারণেই স্থিত। তাই মন আধাররূপ আত্মগর্ভে প্রবেশ করে। বিল অর্থে সুরঙ্গ বিম্ব (বিল ভেদনে)। মনের অন্তর্দ্ধানে বুদ্ধির পূর্ণবিকাশ বোধনও সেই ষষ্ঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদের শেষে হয়। সপ্তম পদে দেহ গৃহ মধ্যে আনিত মানস প্রতিমার পূজা ও ধ্যান; অষ্টম পদে অষ্টশক্তি বা অষ্টধা প্রকৃতির পূর্ণাহুতি দিয়া সাধক একটী সন্ধিস্থলে উপনীত যেখানে মনবুদ্ধ্যাদি সমস্ত বিকার লয়ে অব্যক্ত প্রকৃতি তাহার কারণরূপ আধার আত্মাতে বিলীন হয়। কেবল আত্মার অপরোক্ষ অনুভূতিতে এক নূতন (নব) অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রবেশ করিয়া 'সচ্চিদানন্দরূপ' স্বরূপ প্রাপ্তিতে বিভোর—যেন হৃদাকাশে চিদানন্দ সূর্য্য (দিবা) ভাতি নিরন্তর। তাহারই বাহ্যিক প্রকাশ দেখান হয় চারদিকে প্রজ্জলিত দীপালোকে ও বাদ্যভাণ্ডের সহিত আনন্দরোলে সন্ধিপূজার সময় ও নবমী পূজার উৎসবে। তারপর দশম পদে বা দশায় দর্পন বিসর্জ্জনের পর যেমন ৯ এর পর আর কোন অঙ্ক না থাকাতে ০ সেই শূন্যাবস্থা বুদ্ধের নির্ব্বানে—যোগীর সমাধি—বাল্মীকির "যস্মিন্‌রমন্তে মুনয় বিদ্যায়াজ্ঞান বিপ্লবে" সেই আরামের প্রতীক রামত্বাবস্থা—শূন্যবাদীর শূন্য যাহা ব্রহ্মবাদীর ব্রহ্ম। আত্মারূপ আদি অধি বা আধার হইতে উদ্ভূত আকাশ হইতে ক্রমবিবর্ত্তণের ধারার শেষে সৃষ্টিকর্ত্তার বামন অবতাররূপে যে মনুষ্য সৃষ্টি হইল, তাহাতেই সেই আদিকারণের পূর্ব্ব প্রতিবিম্ব বীজরূপে অন্তর্নিহিত থাকে! কাজেই মনুষ্য মধ্যেই কেহ কেহ সেই বীজের অনুভূতিপ্রাপ্ত হইয়া তাহাতে সাধনা জল সেচনে তাহার অঙ্কুরোদ্গম্‌ করিয়া তাহাকে তাহার আদিরূপ অধিতে বিস্তৃত করিতে পারে। সেই অবস্থাই সম+অধি=সমাধি। এ অবস্থায় দেহী আত্মারূপ পুরুষ ও প্রকৃতির অননুভবণীয় অনির্ব্বচনীয় মিলন!

যোগী পঞ্চেন্দ্রিয় সংযম দ্বারা বহিরাকর্ষন হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া অন্তর্মুখী করিলে, মন তখন অভ্যন্তরে শুধু অমাবস্যার অন্ধকারই দেখিয়া তাহাতেই লীন হয়, অথবা পূর্ব্ব স্মৃতির আশ্রয়ে কিছুক্ষণ নানা অবস্থায় যাপন করে। তখন তাহার চালক বুদ্ধি সময় সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার মনরূপী রশ্মিচ্যুত, সুতরাং কার্য্যাভাবে স্থির হওয়াতে, তাহাতে সত্ত্বগুণের প্রভাবে দর্পনের ন্যায় প্রকাশক শক্তি আবির্ভূত হয়। কেননা মন কর্ত্তৃক আহৃত কোনও বস্তু বিচারের জন্য প্রাপ্ত হয়না। তখন যাহার প্রভাবে সে চেতিত হইয়া চেতনরূপে কাজ করিতেছিল সেই চিৎশক্তির জ্যোতিতেই উদ্ভাসিত হয়, আর তাহাই যেন বুদ্ধি দর্পনে প্রতিবিম্বিত হইয়া চিৎজ্যোতিভাসিত আত্মারূপে সাধকের হৃদি স্থলে সাধকের মানস নয়নে প্রতিফলিত। ইহাই সাধকের আত্মদর্শনের স্বরূপ—তাহার আনন্দের উৎস। দেহাত্মক বোধে যে আমিত্ব (অহং) প্রকাশে ইতর বা অন্য পদার্থের সহিত ভেদ করণে যে বাহ্যিক অহঙ্কার ছিল, দেহজ্ঞান বিলোপে তাহাও লুপ্ত হওয়াতে কেবল অক্রিয় অহংই আমিই রূপে বিদ্যমান তাই সাধকের উপলব্ধিরূপ "সচ্চিদানন্দ শিবোহহং"। এই চিৎশক্তি প্রভাবেই যাবতীয় ভূতজাত পদার্থের কার্য্য হয়। উদ্ভিদও প্রাণী জগতের জীবনীশক্তি, গো (পৃথিবীর বর্দ্ধনের শক্তি গোবর্দ্ধন—পর্ব্বত), জল কনার সংহতিতেই জলরাশি সর্ব্বতই এই চিৎশক্তি—"চিতি রূপেন যা কৃৎ স্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ"। তাই সমস্ত শক্তির সমাবেশে নির্ম্মিত দুর্গারূপা সমষ্টিশক্তির প্রতীক। (শক্তিতত্ত্ব দেখ)। এইমহান শক্তি মহান শক্তিমান বা মহাআধারেই স্থিত—মনুষ্য বুদ্ধির উপলব্ধির অগম্য। তাই দুর্গমনে অভেদ্য দুর্গের ন্যায় অতি কষ্টে প্রাপণীয়া দুর্গা—যিনি যজমানের মামুলি দুর্গা দুর্গাসুর সুরবধে পরের নামে নাম্নী নহেন, স্বমহিমায় স্বঃপ্রকাশিতা, যিনি অমৃত সিন্ধু আধারে মনিময় সিংহাসনে পরিপূর্ণ ভাবে অধিষ্ঠিতা হিরণ্যবর্ণা, হিরন্ময়বসনে, হিরণ্যালঙ্কারেও মালায় বিভূষিতা * —হিরন্ময়গর্ভ—যাঁহার গর্ভে সমস্ত বিশ্বকারণের সৃষ্টিকরণের শক্তি (হিরণ্য) নিহিত যিনি

---

* ওঁ মধ্যে সুধাব্ধি মনিমণ্ডপ রত্ন বেদি সিংহাসন পরিগতাং পরিপীতবর্ণাং পীতাম্বরাং কনকভূষণমাল্য শোভা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপনিষদের ব্রহ্মের হৈমবতী বহু শোভমানা সমস্ত দেবতাদের সমস্ত শক্তি সমূহনিঃশেষমূর্ত্ত্যা * উমা; যিনি দশদিক ব্যাপিয়া দশহস্তে তাহা রক্ষণ করিতেছেন, যিনি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রীরূপে ইন্দ্রিয়ের লয়েও যেন তাহার অর্দ্ধমাত্রারূপে নিত্যা স্থিতা সুতরাং বিশেষভাবে বক্তব্য নহেন "অর্দ্ধমাত্রা স্থিত্যা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ" যিনি মাতার জনয়িত্রি ও প্রসবয়িত্রী শক্তিরূপে † এতৎজগৎ ব্যাপিনী যিনি চন্দ্রের কলা ক্ষয়ে ও বৃদ্ধিতে অমাবস্থার ও পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় জীবের অধোগমন ও উর্দ্ধগমনের অজ্ঞান ও জ্ঞানরূপিনী ‡ যিনি কাষ্ঠারূপে হ্রাস বৃদ্ধিতে জীবের ক্ষণস্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী জীবনের পরিণতির কারণ; যিনি পুণ্যাত্মার শ্রীবৃদ্ধি ও পাপাত্মার অলক্ষ্মীরূপে অমঙ্গলের কারণ। ‡ এ হেন দুর্গমনীয় শক্তি দুর্দ্দমনীয় জন্য তাহার প্রতিকোপাসনা সাধারণের পক্ষে সুগম করিবার জন্যই শাস্ত্রে দুর্গা প্রতিমার পূজা প্রচলিত। উপাসকের নিজ শক্তি, উপলব্ধির বিষয়। কিন্তু এই মহান শক্তি উপলব্ধি তাহার সসীম মনের ধারণাতীত। শক্তির উদ্ভব দেহেই হয়, সুতরাং ইহা তাহাতেই অন্তর্নিহিত। মৃত্যুর পর শবদেহে শক্তির অস্তিত্ব লোপ প্রত্যক্ষ। দেহ শক্তির আধার। সুতরাং অপ্রত্যক্ষশক্তির একটি অপ্রত্যক্ষ। আধার অনুমেয়। আত্মার অন্তর্দ্ধানেই তৎস্থিত শক্তিরও লোপ। সাধারণে সেই দেবীর আরাধনা ও পূজা করিয়া ইহকালের কাম্য মঙ্গল প্রার্থনা করে। অমৃতত্ব তাহার কল্পনাতীত কেননা

---

* "নিঃশেষ দেবগণ শক্তি সমূহ মূর্ত্ত্যা"।

† ত্বয়ৈকয়া পুরিতামম্বয়ৈতৎ।

‡ "কলাকাষ্ঠাদিরূপেন পরিণাম প্রদায়িণী"; যা শ্রী স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মী পাপাত্মনাং।

‡ "অহং বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানিবিশ্বা"। পরো দিবাপর এনা পৃথিব্যৈ তাবতী মহিমা সম্ভভুবধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের ও পরের শক্তির লোপ তাহার প্রত্যক্ষ। পক্ষান্তরে অসাধারণ বিবেকী সাধক অমৃতত্ব কামনা করিয়া সেই পরম্পরাক্রমে আবির্ভূত ও তিরোভূত শক্তির উৎসের পদ প্রাপ্তির কামনা করে। তাই এই শক্তির অনুসরণেই তাহার আধারে উপনীত হওয়াই তাহার চির অমৃতত্বের চিরমঙ্গলই তাহার কাম্য। সর্ব্বশক্তির প্রতীক সর্ব্বথা হিরণ্যোজ্জ্বল দুর্গামূর্ত্তিতে বাহ্যদৃষ্টিতে নিমগ্ন মনকে অন্তর্মুখী করিলে প্রথমে সেই মুর্ত্তি চক্ষুগোলার গোলাকার অন্তর্জ্জ্যোতির সহিত মিলিয়া সেই আকারে প্রতিভাসিত হয়। পরে সেই সাধকের কটিদেশ হইতে শক্তিদ্বারা স্পন্দনের সহিত একটী জ্যোতিমণ্ডল বক্ষঃস্থলের মধ্যভাগে আসিলে, তাঁহার জ্যোতিমণ্ডল ভাসিত ভ্রূমধ্য নিবদ্ধ মনকে তাহাই দর্শন উদ্দেশে আরও অন্তরমুখী করিলে এই উভয় জ্যোতি একীভূত হইয়া স্পন্দিত হয়। তখন মুর্ত্তির অঙ্গপ্রত্যাঙ্গাদি অন্তর্হিত হইয়া সেই চিদ জ্যোতিমণ্ডলই থাকে। ইহাই বুদ্ধিদর্পনে প্রতিফলিত আত্ম-দর্শন। তারপর সেই দর্পন বিসর্জ্জনে বা বুদ্ধির লয় হইলে যে চিৎশক্তির ক্রিয়া জীবদেহে তাহার জন্ম হইতে দশম দশা মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি প্রত্যক্ষ করিতে ছিলেন সেই বুদ্ধিদর্পণের সহিত শক্তিরও বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার দশহরা বা মৃত্যুবিজয় অভিযান শেষে যেন তাঁহার বিজয়াই হইল। আত্মভূত সাধক তখন আত্মার উপলব্ধিতে বিরাটত্ব * "অহং বাত ইব সর্ব্বত্র সোহং রূপে সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া আচণ্ডাল আপামর সাধারণকে আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু জ্ঞানে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে। ওঁ শান্তি।

গায়ত্রী—ওঁ ভূভূর্বস্ব তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্যধীমহি ধীয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ

ব্রাহ্মণ সন্তান উপনয়নে এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ব্রহ্মচারীরূপে গুরু আশ্রমে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ণ দ্বাদশবর্ষ অতিবাহিত করিলে গুরুর আদেশে যে গার্হস্থাশ্রমে না ফিরিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রয়াসী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

 Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া তদাশ্রমে থাকিয়া বা অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সাধনা করে সেই ভর্গদেবের উপলব্ধিতে কৃতার্থ হয়। ঋগ্বেদের "তৎসবিতুর্বরেণ্যং ইত্যাদি ২৪ অক্ষরে গায়ত্রী ছন্দে সূর্য্যস্তুতির মন্ত্রে পরে ওঁ ভূর্ভুর্বস্ব যোগ করা হয়। ওঁ উপনিষদের প্রণব। ভুভূর্বস্ব তিনটি ব্যাহৃতির ব্যাখ্যা কেহই করেন নাই। ইহা ব্যাহৃতি কেন? বি+আ (সমগ্রাৎ) +হৃত। ভু—পৃথিবী, ভুব—অন্তরিক্ষ, স্ব—তদুপরিস্থিত লোক যাহা কটাহের মত দৃশ্য হয়। যে মন এই তিন জ্যোতিভাসিত স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া লিপ্ত ছিল তাহাকেই আহরণ করিয়া সেই তিন লোকের প্রকাশয়িতা সবিতুতে নিয়ত করিতে হইবে। পরে চক্ষু মুদ্রিত করিলে সেই সূর্য্য জ্যোতিভাসিত জ্যোতির্ম্মণ্ডল ভ্রূমধ্যস্থ চক্ষুর অণ্ডর্জ্যোতি সহএকীকৃত হয়। তখন অন্তর্মুখী মনকে বক্ষঃমধ্যে নিবেশিত করিলে সেই "যস্যভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" যাহার আভায় সমস্ত জ্যোতি-মণ্ডলও আভাসিত হয়, সেই ভর্গদেবের অর্থাৎ জ্যোতিমণ্ডলেরও জ্যোতিবিকাশক কারণ—আত্মদর্শন হয়। গায়ত্রীর প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি সহ সাধনে ব্রহ্মচারীর প্রকৃত ব্রহ্মচরণ বা প্রাপ্তি সার্থক হয়।

ওঁ শান্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাসলীলার বৈদিক সূত্র

রাসলীলা ভাগবত কারের আদিরসে সমৃদ্ধ প্রেমাত্মক, ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সমাবেশে কাব্যমাধুর্য্যের সম্ভার। দৃষ্টিভেদে ইহার ব্যাখ্যাও তদনুযায়ী হইতে পারে। ভাগবতগণের প্রেমরস, আত্মান্বেষীর অধ্যাত্ম রস, কবির কব্যালঙ্কারের রস একাধারে এই রাসলীলা ভাগবত, বেদ বেদান্তাভিজ্ঞ, কবিশিরোমনি ভাগবতকারের সর্ব্বসাধারণের জন্য অপূর্ব্ব অবদান। সুতরাং নিজ নিজ বিবেকানুযায়ী উপরোক্ত তিন শ্রেণীর সুধীগণই ইহার রসাস্বাদনে অধিকারী। ইহাতে সম্প্রদায়বিশেষের কি আপত্তি থাকিতে পারে? ভাগবতকার কৃষ্ণদ্বৈপায়নই হউন বা যেই হউন, তিনি আবাল ব্রহ্মচারী যোগীশ্রেষ্ঠ ন্যূনাধিক ৬০ বৎসর পূর্ব্বে যোগবলে কৈবল্যপ্রাপ্ত বিদেহী শুকদেবের মুখে, আসন্ন মৃত্যুভীতির আশঙ্কায় সন্তপ্ত পরীক্ষিতের সান্ত্বনা প্রদানার্থ ইহা ভাবিত করিয়াছেন (শুকোবাচ)। এই উপাখ্যানে যে কয়েকটী আদিরসাত্মক শ্লোক সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা কি আত্মজ্ঞ ব্রহ্মচারী শুকদেবের মুখে শোভনীয় হয়; না মৃত্যুভীতি সন্ত্রস্থ পরীক্ষিতের সান্ত্বনাদায়ক হয়? শ্লোকগুলি প্রায়ই কামোদ্দীপক। তন্মধ্যে যেটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য তাহারই পরিচয় দেওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে—কেন না ব্যাখ্যাকারী পণ্ডিতগণ গ্রন্থ পাঠ কালে, আদিরসাত্মক বিশেষতঃ ঐ শ্লোকটীই সমীহ করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বকই, যেন উহা পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের মুখেই শুনিয়াছি। ইহা গ্রন্থকারেরই শ্লীলতাহীনত্বের পরিচায়ক হয়না কি? তিনি কি এতই কাণ্ডজ্ঞান শূন্য ছিলেন যে এই শ্লোক কয়েকটি রচনা করিতে একটুও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই? ইহার উত্তরের জন্যই এই গ্রন্থের অবতারণা। প্রথমতঃ ভাগবতের রাসক্রিয়ার চিত্র দেখা যাউক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

 Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাসক্রীড়া—"তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়া মনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃপ্রীতৈরন্যোহন্যাবদ্ধবাহুভিঃ" ॥

রাসঃ পুং (রাসনমিতি রাসতেহত্রিতিবা) শ্ব(শব্দে)—কোলাহলঃ। ধ্বানঃ। ইহাতে নৃত্যের কোন গন্ধই নাই। ভাগবতের রাসের ভাষ্য এইরূপ—রাসক্রিয়ালক্ষণং—"নটৈর্গৃহীত কণ্ঠিনা—মন্যেহন্যত্তিকর শ্রীয়াম্। নর্ত্তকানাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয়নর্ত্তনমিতি"। রাসঃ পরমরস কদম্বময় ইতি শ্লেষার্থে স এব উৎসবঃ। রাস=বিলাস যথা (ভাগবতে ৫।২।১৩) রসোমধুরালাপঃ রাসোবিলাস স্তাভ্যাং সহিতাসুধা অধরামৃতম্" ॥ (ইতি শ্রীধরস্বামী)। "নৃত্যগীত চুম্বনালিঙ্গনাদীনাং রসানাং সমুহো রাসস্তন্ময়ী ক্রীড়া"। (তোষিনী)। ভাষ্যকারদের মতে রস শব্দ হইতে রাসের ব্যুৎপত্তি। যে ক্রীড়াতে এহ রস সমুহের আস্বাদন হয় তাহাই রাস ক্রীড়া।...রাসনস্তানে রস কারণ মিত্যার্থ। (সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী) রাসন স্তান=রসগ্রহণ। তত্র শৃঙ্গারাদি সর্ব্বরস কদম্বমুর্ত্তি ভগবান তত্তদভিপ্রায়ানুসারেণ বভে"। তত্র শৃঙ্গার প্রভৃতি সর্ব্বরসকদম্ব মুর্ত্তি ভগবান সেই সেই রস ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে আবির্ভূত হইয়াছেন। শৃঙ্গার="শৃঙ্গংহি মন্মোথোদ্ভেদস্তদাগমন হেতুকঃ। উত্তম প্রকৃতি প্রায়োরসঃ শৃঙ্গার ইষতে। পরোঢ়াং বর্জ্জয়িত্বাতু বেশ্যাশ্চাননুরাগিনীং। অবলম্বনং নায়িকাঃ স্যুর্দ্দক্ষিণাদ্যাশ্চনায়কঃ। চন্দ্রচন্দন রোলম্বরুতাদ্যুদ্দীপনং মতং। ভ্রূবিক্ষেপ কটাক্ষাদিরনুভাবঃ প্রকর্ত্তিতঃ॥ ত্বক্ত্যোগ্রমরণালস্য জুগুপ্সা ব্যভিচারিণঃ। স্থায়ীভাবো রতিঃ শ্যামবর্ণোহয়ং বিষ্ণুদৈবতম্" ॥ সাহিত্য দর্পনে শৃঙ্গারের এইরূপ—মন্মথের আগমনের জন্য কামোদ্রেকই শৃঙ্গ। উত্তম প্রকৃতির শৃঙ্গার ইচ্ছা করে। অননুরাগিণী বেশ্যা ত্যাগ করিয়া পরস্ত্রী ইহার অবলম্বন। চন্দ্র; চন্দন, ভ্রমর গুঞ্জন, কোকিলের রব আদি ইহার উদ্দীপনার কারণ। ভ্রূবিক্ষেপ কটাক্ষাদি অনুভাব। ত্বকের উগ্রতা মরণ, আলস্য, নিন্দা ইহার ব্যতিক্রম ভাব। স্থায়ী ভাবই রতী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা শ্যাম বর্ণ—এবং ইহার অধিষ্ঠদেবতা বিষ্ণুভাগবতের কৃষ্ণেরই স্বরূপ। নায়িকা পরোঢ়া বা পরস্ত্রী ব্রজ গোপিনীগণ। এই বর্ণনার চিত্র প্রতিফলিত হইয়াচে—জ্যোৎস্নাবিধৌত শারদীয়া পৌর্ণমাসী রজনীতে, ভ্রমর গুঞ্জন ও কোকিলের কুহু রবে মুখরিত অবস্থার সমাবেশে "চন্দনচর্চ্চিত নীল কলেবর" নায়ক ও চন্দনচর্চ্চিতদেহা নায়িকার রাসক্রিয়ায় —যথা ভাগবতকার কবির বর্ণনায়—

"বাহু প্রসার পরিরম্ভ করাল কোরুনীবি স্তনালম্ভন নর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ
ক্ষ্বোবলোকহসিতৈঃ ব্রজসুন্দরীনাম্ উত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়ঞ্চকার॥

ভাগবত ১০

যে সমীহ করিয়া পণ্ডিতগণ ইহার ব্যাখ্যা দিতে অনিচ্ছুক সেই পন্থানুসরণে ইহার যথাযথ অর্থ দেওয়া হইল না। কয়েকটী শব্দের অর্থ দিলেই ইহার অর্থ অনেকের পক্ষেই বোধগম্য হইবে। করালকোক কর, অলক, উরু ও নীবি কোমরের বস্ত্র বা ঘাঘ্‌রা বন্ধন রজ্জু বা ডোর ও ক্ষ্বোবলোকহসিত অপাঙ্গ দৃষ্টি বা চোখের ঠারে হাসি ও উত্তম্ভণ উদ্দীপিত কবিরয়া রতিপতি=মদন, মন্মথ,—কামদেব। ভাঃ, ৫।২।১১ শ্লোকে স্বামীর টীকায় শৃঙ্গ শব্দে স্তন দেওয়া হইয়াছে। মহাভারত ও ভাগবতের কৃষ্ণ কি একই ?

মহাভারতের ইতিহাস ও ভাগবত পুরাণ যদি একই ব্যাসদেব, কর্ত্তৃক রচিত স্বীকার করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে তিনি অন্যান্য সমস্ত চরিত্রের জন্ম, শৈশব ও যৌবনের সমস্ত ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিরাও, তাঁহার অন্যতম প্রধান নায়ক কৃষ্ণকে একবারেই পরিণত যৌবনে দ্বারকাধিপতিরূপে, দ্রৌপদী স্বয়ম্বরে প্রথম যেন রঙ্গ মঞ্চের মধ্যস্থানে আবির্ভূত করিয়াছেন এবং উহারই অন্তর্গত তথা কথিত "গীতার" অধ্যায়ে তাঁহার যোগৈশ্বর্য্য ও ভগবত্ত্বের পূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন। মাত্র শ্লেষচ্ছলে শিশুপালের মুখে তাঁহার শৈশবেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৈশোরে গোকুলে বাস, গোপদের সহিত গোচারণ ও দুই একটা তথা কথিত অসুর বধের উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে গোকুলের গোপাল (কানাই) ও পার্থ সারথী একই অভিন্ন চরিত্র। সুতরাং উপরোক্ত প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। ভাগবতকার অন্য কেহ হইলেও তিনিও যে বাদরায়ণের ন্যায়ই বেদও বেদান্তাভিজ্ঞ ছিলেন তাহাও এই একাধারে ভাগবত ও আত্মজ্ঞ কবি, পুরাণের স্থানে স্থানের শ্লোকে তাঁহার উভয়বিধ জ্ঞানেরই প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। নিম্নে উদ্ধৃতমাত্রঃ

---

(১) ভুক্ত ভোগ্যাপরিত্যক্তা দৃষ্টদোষাচ নিত্যশঃ। নেশ্বরস্যাশুভং ধত্তে যে মহীম্নিস্থিত স্য চ॥ ভাঃ ৩।২৭।২৪ অর্থঃ তখন পুরুষ সেই প্রকৃতির ভোগভুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন এবং সততই তাহার দেহের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, সুতরাং সে পরিত্যক্ত হওয়ায় পুরুষের আর অমঙ্গল উৎপাদনে সমর্থ হয় না। ফলতঃ যখন পুরুষ আপনার মহিমায় অবস্থিত থাকেন, তখন আর তাঁহার প্রতি প্রকৃতির প্রভুত্ব থাকে না।

(২) ইনি নিত্য, অব্যয়, সূক্ষ্ম (দেহাদিশূন্য), সর্ব্বাশ্রয়, স্বপ্রকাশ॥ নিজ মায়া গুণ দ্বারা বিশ্বরূপ আত্মার সৃষ্টি করেন।

(২ ক) এষ নিত্যোঽব্যয়ঃ সূক্ষ্ম এষ সর্ব্বাশ্রয়ঃ সদৃক। আত্মমায়াগুণৈ বিশ্বমাত্মানং সৃজতে প্রভুঃ।" ৬।১৬।৯

(৩) মননশীল যোগী ভাবনায় অদ্বৈত, ক্রিয়ায় অদ্বৈত ও দ্রব্যে অদ্বৈত আলোচনা করিয়া আত্মতত্ত্বানুভব দ্বারা জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়কে নিবারণ করিয়া থাকেন যথা ভাঃ ৭।১৫।৬২ "ভাবাদ্বৈতং ক্রিয়াদ্বৈতং দ্রব্যাদ্বৈতং তথাত্মনঃ। বর্ত্তয়ন্ স্বানুভূত্যোঽত্রীন্ স্বপ্নান্ ধুনুতে মুনিঃ" ॥

(৪) "সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুধ্যতে। ঈশ্বরস্য বিমুক্তস্য কার্পণ্যমুক্ত বন্ধনম্ ॥
যদর্থেন বিনামুষ্য পুংস আত্ম বিপর্য্যয়ঃ। প্রতীয়ত উপদ্রষ্টু স্বশিরশ্ছেদনা দিকঃ॥
যথাজলে চন্দ্রমসঃ কম্পাদি স্তৎ কৃতো গুণঃ। দৃশ্যতেঽসন্নপিদ্রষ্টু রাত্মানোঽনাত্ম-
নোগুণঃ।

মৈত্রেয় বলিলেন হে বিদুর! বিমুক্ত স্বরূপ ভগবানের এই যে অবিদ্যা কর্তৃক বন্ধন এবং সর্ব্বশক্তিমানের এই যে কার্পণ্য—এই যে প্রতীয়মান তর্ক বিরোধ ইহাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কয়েকটী শ্লোকে তাহা স্ফূর্ত্ত হইয়াছে। উপরোক্ত কয়েকটি মাত্র শ্লোকে উদ্ধৃত করিয়া দেখা গেল যে ভাগবতকার কিরূপ পারমার্থিক তত্ত্বেও ওতপ্রোত ভাবে প্রবুদ্ধ ছিলেন। তিনি বেদ, বেদান্ত শ্রুতি, সাংখ্য প্রভৃতি সমস্ত তত্ত্বেই বিশারদ ছিলেন। উত্তর কালের আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈত বাদ ও মায়াবাদেরও তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি নিম্নোক্ত বেদোক্ত সূক্তেরই সূত্র অবলম্বনে তাঁহার রাসলীলায় উপরোক্ত তথা কথিত অশ্লীল শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ

তাহার মায়া। মনুষ্য স্বপ্নাবস্থায় নিজ মুণ্ড ছিন্ন দেখিয়া আপনাকে বিকৃত দেহ মনে করিলও যেমন তাহা বস্তুতঃ মিথ্যা হইলেও সেইরূপ প্রতীয়মান হয়। যেরূপ জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইলেও জলের কম্পনাদি ধর্ম্ম তাহাতেই থাকে, আকাশের চন্দ্রে তাহা দেখা যায় না, সেইরূপ অনাত্ম দেহাদি ধর্ম্ম মিথ্যা হইলেও জীবেই তাহার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। দেহাভিমান রহিত ঈশ্বরে তাহার অস্তিত্ব থাকেনা।

(৫) "ন যদি দমগ্র আস ন ভবিষদতো নিধনাদনুমিতমন্তরাত্বয়ি বিভাভিষৈকবাস (১০।৮৭।৩৭)

অত উপমীয়তে দ্রবিন জাতি বিকল্প পথৈর্বিতথমনো বিলাস মৃতমিত্যবয়ন্ত্যবুধাঃ॥

যে হেতু এই দৃশ্যমান বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল না, এবং প্রলয়ের পরও ইহা থাকিবে না; অতএব মধ্যেও একরস, কেবল তোমাতে উহা মিথ্যারূপেই প্রতিভাত হয় ইহা সুনিশ্চিত। সুতরাং ইহার সহিত মৃত্তিকা, লৌহ প্রভৃতির ভেদ-ঘট, কুণ্ডলাদির উপমা হইতে পারে, যাঁহারা এই মিথ্যা মনোবিলাসকে সত্য বলিয়া জানেন তাঁহারা অতি অজ্ঞ।

(৬ "সত্ত্বংরজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্। ১১।৩।৩৭

জ্ঞান ক্রিয়ার্থ ফলরূপ তয়োরুশক্তি ব্রহ্মৈবভাতি সদসচ্চতয়োঃ পরং যৎ॥

আদিতে সত্ত্ব, রজ, তম এই ত্রিগুণের ত্রিবিদ্ করণে যে সূত্র তাহাই মহান [বুদ্ধি] অহঙ্কার ও জীব ইহাই পণ্ডিতেরা বলেন। জ্ঞান ক্রিয়ার্থ অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় ফল তৎপ্রকাশ সুখাদি তদ্রূপে ব্রহ্মই প্রতিভাত হয়েন সৎ ও অসতের পরেও তিনি স্বপ্রকাশিত [ভাতি]।

[৭] "অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়োর্ধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্নমনোরথৌ যথা।

তৎকর্ম্ম সঙ্কল্প বিকল্পকং মনো বুধো নিরুন্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। ঐ সূক্তগুলিতে যাহা উহ্য ছিল তাহাই ভাষায় ব্যক্ত করিতে তাহার নগ্নতা প্রকাশ হইলেও, তিনি কোন সমীহ না করিয়াই তাহা করিয়াছেন। বেদানভিজ্ঞ ভাষ্যকারের দৃষ্টিতে ইহা নগ্ন অশ্লীল হইতে পারে। সেই বৈদিক সূত্র ও বেদান্ত ও সাংখ্যতন্ত্র অনুসরণেই এই রাসলীলার তত্ত্ব বা রহস্য সমাধানই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

"চতুষ্কপর্দ্দা যুবতিঃ সুপেশাঘৃতপ্রতীকা বয়ুনানি বস্তে।"

তস্যাং সুপর্ণা বৃষণা নিষেদতু যত্র দেবা দধিরে ভাগধেয়ং॥ (ঋঃ ১০,১১৪,৩) সায়ন ভাষ্য চতুস্কপর্দ্দা=চতুস্কোণা যুবতিঃ স্ত্রীরূপা বেদি, সুপেশা=শোভনালঙ্কারা ঘৃতপ্রতীকা=ঘৃতপ্রমুখবিম্বা বয়ুনানি= জ্ঞাতব্য পদার্থ জাত কর্ম্ম বা স্তোত্র সমুহ বস্তে=অচ্ছোদয়তেং বৃষণা= হবিবর্ষণকারী সুপর্ণা=জায়া পত্নী বা যজমান ব্রহ্মা, নিষেদতুঃ=উপবিষ্ঠ হন। যেখানে অগ্নি আদি দেবতারা নিজ নিজ হবির অংশ গ্রহণ করেন যদ্বা (অথবা) নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত এই চারিপ্রকার কপর্দ্দ স্থানীয় তরুণী বা নিত্যা দীপ্যমান বর্ণাবয়বা (ঘৃতপ্রতীকা)

বিষয় বলিয়া বাস্তবিক কোনও বস্তু নাহ; কিন্তু তাহা মনোবিলাস মাত্র। বস্তুতঃ দ্বৈত সত্য নহে কিন্তু তাহা অবিদ্যমান হইয়াও স্বপ্নও মনোরথের ন্যায় ধ্যানকারী পুরুষের বুদ্ধিতে প্রকাশ পায়। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি কর্ম্ম সকলের সঙ্কল্পকারী মনের নিবোধ করিবে।

[৮] "—দৃশ্যত্বব্যতিরেকাভ্যামাদ্যন্তবদবস্তু যৎ।" বুদ্ধিগ্রাহত্ব, ইন্দ্রিয়করণ, অর্থ-বিষয় গ্রাহ্য, তাহাদের আশ্রয় যে জ্ঞান তাহারই প্রতিভাত। অন্য কিছুই পৃথকরূপে প্রতিভাত হয় না যে হেতু দৃশ্যত্ব ও করণাভিন্নতঃ নিবন্ধন যাহা আদ্যন্তবৎ উহাই অবস্তু [রজ্জুসর্পবৎ]

[৯] "সন্তুষ্টস্য নিরীহস্য স্বাত্মারামস্য যৎ সুখম্। কুতস্তৎকাম লোভেনধাবতোঽর্থেহয়া দিশঃ। ৭।১৫।১৬

সন্তুষ্ট আত্মারাম ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট থাকিলে সুখ হয়, কাম লোভে দশ দিকে অর্থলাভ চেষ্টায় ধাবমান লোকের সে সুখ কোথায়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপনিষদীবাক্ বা বাক্য জ্ঞানসমূহ আচ্ছাদন করেন। সেই বাক্যে জীবাত্মা পরমাত্মা (সুপর্ণৌ) উপবিষ্ট হন্। যে বাক্যে দেবতা সকল নিজ নিজ ভাগ ধারণ করেন। সায়ন যজ্ঞার্থে কর্ম্মকাণ্ডে ও জ্ঞান কাণ্ডানুযায়ী উপনিষদের অনুসরণে দ্বিবিধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই সুক্তের অভিধান সম্মত অর্থ সাহায্যে আর একটি সহজ বোধ্য ব্যাখ্যাও হইতে পারে—কপর্দ্দ (পর্ব্ব পূরণে সমপদাদিত্বাৎ ভাবে ক্কিপ। বাৎলোপঃ ইতি। বলোপে পরপূর্ত্তি) কেন সুখেন জলেন বা পরং পূর্ত্তি দদাতি ইতি—ক+পর+দা শিবজটা ইত্যমরঃ। কপর্দ্দী=শিব। যুবতীগণ সম্মুখ হইতে দুই গুচ্ছ ও পশ্চাৎ হইতে দুই গুচ্ছ (একত্রে চারি) কেশ লইয়া যেন জটাকারেই চারিটী বেণী গুচ্ছাকারে মস্তকোপরি একত্র বন্ধন করিত (অবশ্য পুরাকালে)। ইহাতে যেন চারি পর্ব্বে বা থাকে কেশ ভাগ করে। তাহারা চারি ভাবে বা পর্ব্বে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শাদি বিনিময়ে মিলন সময়ে পুরুষকে সুখ প্রদান করে (কেন সুখেন পরং পূর্ত্তি দদাতি)। চতুষ্কপর্দ্দা যুবতীর সঙ্গত অর্থ হয় না কি? সেই তরুণী সুপেশা=সুগঠনা উত্তম পেশি (muscle) সমূহে সুদেহা। সে ঘৃত বা নবনীর ন্যায় নবনীত কমল দেহ যেন ননীর পুতুল। যুবতীগণ পুরুষের সহিত মিলন উল্লাসে লোকলজ্জা, কুল, মান ইত্যাদি জ্ঞান সকলই (বয়ুনানি=জ্ঞানানি) ভুলিয়া যায় যেন বস্তে=আচ্ছাদন করিয়া ঢাকিয়া ফেলে। এই অবস্থা পরস্ত্রীর পক্ষেই বিশেষভাবে থাটে। বৃষনৌ=বর্ষিতারৌ বা বর্ষণ করে যাহা। রেত বর্ষণ করে জন্য ষণ্ডের নাম বৃষ। জল বর্ষণ করেন জন্য ইন্দ্রের নামও বৃষ (কুমার সম্ভবে কালীদাস)। যাহা হইতে বর্ষণ হয় তাহাই বৃষণ=অণ্ডকোষঃ ইত্যমরঃ। বর্ষণ কোষ দুইটি জন্য বৃষনৌ (দ্বিবচন)। রামায়ণে উল্লিখিত আছে অহল্যার কুটিরাভ্যন্তর হইতে নির্গত হইবার সময় ইন্দ্র তীর্থ প্রত্যাগত গৌতমের দৃষ্টিপথে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পতিত হইলে, তিনি তাঁহার (ইন্দ্রের) কুকার্য্য বুঝিতে পারিয়া অভিসম্পাৎ দিলেন "তোমার বৃষণ ধ্বংস হউক"। "পেততু বৃষণৌ ভূমৌ সহস্রাক্ষস্ত তৎক্ষণাৎ"। পরে দেবতারা মেষের বৃষণ আনিয়া ইন্দ্রের দেহে যোজনা করেন। তদবধি ইন্দ্রের আর এক নাম মেষবৃষণ হইয়াছে। সায়ন স্থপর্ণ অর্থে বেদের সমস্ত স্থানেই পরমাত্মার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখানে যজ্ঞার্থে বিনিয়োগ জন্য সঙ্গতিরক্ষার্থ বেদী, জায়াপতি, যজমান ব্রহ্মা অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এই অসঙ্গতি পরে দেখান যাইবে।

"একমেবাদ্বিতীয়ং" পরমাত্মার দ্বিবচন স্থপর্ণে উল্লেখ হইল কেন? তাঁহার গতি নাই কিন্তু প্রত্যেক পদার্থেই তিনি ব্যষ্টিভাবে গত (তৎ সৃষ্ট্বা তদনুপ্রবিশতে) জন্য সেই ব্যষ্টিগত আত্মা সমষ্টিই যেন সমষ্টি গত পরমাত্মার সর্ব্বগত বিশেষণ। গতি না হইলে গতত্ব অসম্ভব। তাই যেন পরমাত্মার গতিশীল অংশরূপে এক একটী আত্মার উদ্ভব। অত ধাতু গত্যর্থে ব্যাপ্ত্যর্থে। "অশনয়য়াহি মৃত্যু মনঃআক রোদাত্মন্বী স্তাম। (বৃঃ আঃ) ভোজন স্বভাব মৃত্যুরূপীপরমাত্মা মন উৎপন্ন করিয়া আত্মবান হইলেন। মনের উদ্ভবই পরমাত্মার গতিরূপ কার্য্যের সূচনা। মৃত্যুবৎ সুষুপ্ত ব্যক্তির লীন মনের পুনরাবির্ভাবেই তাহার গতি বা কার্য্য আরম্ভ হয়। সমষ্টি আত্মারূপী গতিহীন আধার :পরমাত্মা হইতে এক একটী গতিশীল আত্মা যেন একটী বৃহৎ পক্ষী হইতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাবকের ন্যায় উড়িয়া বহু দেহ বৃক্ষে আশ্রয় লয়। তাই এই দৃষ্টান্ত অনুযায়ী, ঋগ্বেদের প্রথমকল্পে যখন কোন ঋষি সমাজ আত্মা পরমাত্মার অভেদত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, তখন নিজ দেহস্থ জীবাত্মাও বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার পার্থক্যের উপমায় বলিয়াছিলেন—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়াং সমানং বৃক্ষং পরিষস্ব জাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো হভিচাকশিতি।" (ঋগ্বেদ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থ।—দুইটী শোভন পক্ষ বিশিষ্ট পক্ষী সম্যকরূপে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া যথাভাবে একই সময়ে সমানভাবে একই বৃক্ষ পরিপূর্ণ ভাবে অধিকার করিয়া থাকিয়াও, তন্মধ্যে একটী সেই বৃক্ষজাত স্বাদু (সুতকু উভয় প্রকারের) পিপ্পল ভক্ষণ করে; পক্ষান্তরে অন্যটী মাত্র উহা দৃষ্টি করে। সায়ন এই পক্ষী দুইটীর জীবত্মা ও পরমাত্মা এবং বৃক্ষের দেহ আখ্যা দিয়াছেন। জীবাত্মা দেহাত্মবোধে তজ্জনিত কর্ম্মফল ভোগ করে আর পরমাত্মা শুধু সাক্ষীরূপে বিদ্যমান থাকেন। জননী পক্ষী যেমন নিজ আহরিত খাদ্যে শিশু শাবকদের আহার পর্য্যবেক্ষণ করে। এই সূক্তটীকেই মুখ্য ভিত্তি করিয়া যে আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ নিজ নিজ অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈত বাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহা প্রবন্ধান্তরে দ্রষ্টব্য।

তস্মাৎ অবয়ব সম্পন্না যুবতীদেহে সুপর্ণরূপী নিরবায়ব পরমাত্মার উপবেশন সম্ভব নহে জন্যই ঋষি দ্বৈবাচনিক সুপর্ণৌ বলিলেন। অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মাধিষ্ঠিত বৃষণ দ্বয় সমন্বিত, অবয়বী, বৃক্ষরূপী দেহীই সেই যুবতী দেহে উপবিষ্ট হন্। আর সেই মিলন সময়ে উভয়ের (যুবতী ও দেহাত্মবোধী জীবাত্মার) ইন্দ্রিয়াদি (দেবা) সেই মিলন সুখের যথাযথ ভাগ ও লাভ করে। অর্থাৎ চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা ত্বকাদিতে অধিষ্ঠিত জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ তত্তৎ বিষয়োৎপন্ন রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শাদি জনিত সুখ অনুভব করে। দেব শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় ইতি মেদিনী—*

---

* "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মনা বা।
জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব স্ততস্তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়ং মানঃ" [মণ্ডুক]

আচার্য্যশঙ্কর তদ্ভাষ্যে অন্যৈর্দেবৈঃ অন্যৈরিন্দ্রিয়ৈঃ এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন। বৃহদারণ্যকেও ইন্দ্রিয়গণকে দেবতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। দিব্যতি আনন্দেন ক্রীড়ন্তি। ইন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রস্যাত্মনো অনুমাপকং) যদ্দারা আত্মার অনুমাপ বা অনুমান হয় বা যদ্দারা আত্মার অস্তিত্বের লক্ষণ প্রকাশ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একঃ সপর্ণঃস স সমুদ্র মাবিবেশ স ইদং বিশ্বং ভুবনং বিচষ্টে।
তং পাকেন মনসা পশ্যমন্তিত স্তংমাতা রেহ্লিস উ রেহ্লি মাতরম্॥
(ঋঃ, ১০,১১৪,৪)

সায়নভাষ্যে এক নিরাধার অসঞ্চারী সুপর্ণরূপী পরমাত্মা অন্তরীক্ষে (সমুদ্র) আবিবিষ্টঃ সেই এই সমস্ত বিশ্ব ভুবন বিশেষরূপে ব্যাপিত করিয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছে। তাহাকে পরিপক্ক জ্ঞান সমন্বিত অন্তর্মুখী মন সহকারে অন্তিকে সমীপে স্বহৃদয়ে দেখিতে হয়। তাহাকে বাক্‌রূপী মাতা লেহন করেন আবার মাতাকেও সে লেহন করে লিহ (লেহনে, আস্বাদনে) রস গ্রহণ, রাস। মাতা শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণে অন্য ব্যাখ্যাও সম্ভব হইতে পারে। সংস্কৃত মাতৃ (মাতা) লাটীন ও গ্রীক matre, ইরাণী আম্মা ইত্যাদি সামান্য রূপান্তরিত শব্দে, একই আর্য্য জাতির বিভিন্ন শাখা কর্ত্তৃক, গর্ভধারিণী জননীর উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়। সদ্য প্রসূত শিশু উঁয়া বা উমা শব্দেই প্রথমে রোদন করিয়া তাহার জীবনী শক্তি প্রকাশ করে জন্য, সর্ব্বদেশে এই সাধারণ 'মা' শব্দেই জননী উদ্দিষ্ট হয়। পূর্ব্ব সূক্তের যুবতী কিরূপে পুরুষের সহিত মিথুনে, পরে মাতারূপে পরিণত হইল তাহাই এই সূক্তে দেখান হইয়াছে। ঋষি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিতে যে প্রক্রিয়া দর্শন বা অনুমান করিয়াছিলেন তাহাই বর্ত্তমানকালে জীবতত্ত্ব বিদ যন্ত্র সাহায্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিয়াছেন। Biologist এর সেই সমীক্ষা সংক্ষেপে উল্লেখিত হইল—স্ত্রী পুরুষের যুগ্ম মিলনে নিক্ষিপ্ত রেতমিশ্রিত অসংখ্য জীবন্ত বীজ কোষের (Spermatozoa) মধ্যে একটী স্ত্রীর জঠরের (জরায়ু) নিম্নস্থ সূক্ষ্ম ছিদ্র মধ্য দিয়া সর্পগতিতে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ঋতুকালে নারীর বীজ কোষের আধার (Ovary) হইতে উর্ব্বর একটী বীজ কোষ (Germinalcell) যেন পূর্ব্ব হইতেই তথায় অপেক্ষা করিয়া থাকে তখন পক্ষীর মুখ বা বর্ষার ফলাকার ন্যায় আকৃতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং সর্পের ন্যায় পক্ষ সমন্বিত পুংবীজকোষ, সেই স্ত্রী বীজকোষকে ভেদ করিয়া, তাহার পক্ষত্যাগে, উহার সহিত সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন ভাবে মিশ্রিত ও একীভূত (fusion) একটী অণ্ডাকার ধারণ করে। পরে যেন পরস্পরকে লেহন করিয়া পরস্পরের রস গ্রহণ প্রীতিকর বা সামঞ্জস্য হইলে, উহাই ক্রমবর্দ্ধিত হইয়া পরিপূর্ণ প্রাণী দেহরূপে পরিণত হয় এবং পক্ক ফলের ন্যায় যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হয়। রস গ্রহণার্থেই (রাসন) লেহন। তাই এই পুংবীজকোষের পক্ষীর চঞ্চুর ন্যায় আকৃতি যে ঋষি অন্তর্দৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছিলেন তিনি এই জীবাত্মাকে সুপর্ণের সহিত উপমা দিয়াছেন। পরবর্ত্তী কোনও ঋষি আবার ইহাকে পতঙ্গে অভিধেয় করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালেও কোন কোন যোগসিদ্ধ আত্মদর্শী মহাপুরুষ পূর্ব্ব ঋষিদের ন্যায় সেই পক্ষী, পতঙ্গ ও ভুজঙ্গের জ্যোতির্ম্ময় আকারে আত্মদর্শন করিয়াছেন। লেখকের গুরুদেব তিব্বতী বাবা উপদেশচ্ছলে বলিতেন "অলি, পীক, ভুজঙ্গ গঠিত মুক্তাহারে স্থির সৌদামিনীর" ন্যায় আত্মজ্যোতি প্রভাসিত হয়। তাঁহার এই বাক্যোদ্দিষ্ট অবস্থা যে স্বতঃ সিদ্ধ অবিচলিত সত্য (Axiomatic truth) তাহার কোন ভুল নাই। পতঙ্গ সূক্ত যথা সময়ে আলোচিত হইবে। উপনিষদের 'রস বৈ সঃ' এই উক্তির মূলও ইহাই। আর এই „রসো বৈ সঃ" এর রাসন ক্রীড়াই রাসলীলা। কষ্ট কল্পনা করিয়া এই দুইটী সূক্তের যজ্ঞার্থে বিনিয়োগ চেষ্টায় তদনুযায়ী ভাষ্যের অনাবশ্যকতা দেখান যাইতেছে পরের সূক্তে—

"সুপর্ণং বিপ্রা কবয়োবচভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।
ছন্দাংসি চ দধতো অধ্বরেষু গ্রহাণৎ সোমস্যমিমতে দ্বাদশ ॥

(ঋ ১০।১১৪।৫)

সায়নভাষ্যের অর্থ—মেধাবী ক্রান্ত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ সুপর্ণরূপী এক সন্ত পরমাত্মাকে স্তুতি লক্ষণ বিশিষ্ট বহুরূপ বাক্যদ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহুপ্রকারে কল্পনা করিয়া থাকেন। নানারূপ যজ্ঞে গায়ত্র্যাদি সপ্তছন্দে স্তোত্র ও শাস্ত্রাদি রচনা করিয়া ধারন করেন উপরোক্ত দ্বাদশ সংখ্যক সোমযাগের গ্রহণ সাধন যোগ্য পাত্র সকল নির্ম্মাণ করেন। সুতরাং ঋষি একই বিষয়ের বার বার অবতারণা করিয়া যে পুনরুল্লেখ দোষ বাহুল্যের প্রমাণ দেন নাই ইহাই সঙ্গত *

কাপিল সাংখ্যের দিক দিয়া ইহার বিচার করিলে ইহাই অনুমান হয় যে বিশ্ব রচনার সূচনায় এই রাসলীলা প্রকৃতি পুরুষের মিলনের ধারারই চিত্র। তৈত্তীরীয় উপনিষদের মতে আত্মা হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চ স্থূল মহাভূত যথাক্রমে উদ্ভূত হইলে, তাহারই পঞ্চীকরণে বিশ্বের তাবৎ স্থাবর জঙ্গম পদার্থ সৃষ্টি হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের মতে ক্ষিতি, আপ, তেজ এই পঞ্চ মহাভূত ত্রয়ে ত্রিবিৎ করণে বিশ্বের তাবৎ সৃষ্টি। শ্বেতাশ্বর উপনিষদের মতে "অজামেকা লোহিত, কৃষ্ণ শুক্লা" সূক্ষ্ম তিন বর্ণের স্থূল তিন অবস্থা তেজ, ক্ষিতি, জল—রজঃ, তম ও সত্ব এই তিনগুণের অসমঞ্জস্যাবস্থায় পরিণতি। ত্রিগুণাত্মিকা অজা প্রকৃতিরই বিকারোদ্ভূত ব্যক্তি এই তিন গুণ। সাংখ্য মতে এই স্থূল পঞ্চ মহাভূত অবিকৃত প্রকৃতির স্থূল ব্যক্ত বিকার এবং এই উপাদানেই প্রাণীদেহেরও উৎপত্তি। বুদ্ধদেব আকাশকে ইহার অন্তর্ভুক্ত না করিয়া চারিটী মহাভূতের উল্লেখমাত্র করিয়াছেন। এই চারিটী মহাভূতই যে দেহ গঠনের উপাদান তাহা সর্ব্বজন প্রত্যক্ষ। অগ্নিতে দাহের সময় প্রাণীর শব হইতে জল, বায়ু, তেজ নির্গত হইয়া অগ্নিতে মিশিয়া যাইলে পড়িয়া

---

* বেদোক্ত এই সূক্তগুলির যে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্তরত্ন, বৈষ্ণবাচার্য্য রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় পি. এচ ডি মহোদয়গণের অনুমোদিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে ভস্মাকারে ক্ষিতি। তাহাও কালক্রমে মাটির সহিত মিশিয়া যায়। জীবিতকালেও দেহের তাপে জঠরাগ্নির জ্বালায়, শ্বাসপ্রশ্বাসও উদ্গারে এবং দেহ নির্গত ঘর্ম্ম ও কৃষ্ণবর্ণ ক্লেদেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদিক ঋষিগণ ইহাই পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই, চারি মহাভূতের বা চতুষ্পর্ব্বের চতুষ্করনেই উল্লিখিত যুবতা দেহ গঠিত স্থির করিয়াই বলিয়াছেন চতুষ্কপর্দ্দা যুবতী। সুতরাং দেখা যাইতেছে ঋষির যুবতী প্রকৃতিরই দেহরূপে পরিণতি। সুপর্ণ আত্মারূপী পুরুষের প্রতীক [পুর+উষতি বসতে] এবং এই উভয়ের মৈথুনেই [যাহা ঐ দুই সূক্তে দেখান হইয়াছে]—সৃষ্টির প্রথম প্রকরণ। প্রথম সূক্তটী মৈথুনের পূর্ব্বাভাব ও পরেরটী পরস্পরের রস গ্রহণে তরুণী যুবতীর মাতৃত্বে পরিণতি-পুষ্পেরও মৈথুনের ফলোৎপত্তির ন্যায় জীবোৎপত্তি।

সত্ত্ব, রজঃ, তমাদি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি আদিতে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় সামঞ্জস অবিকৃত অব্যক্ত। অসামঞ্জস্যে উদ্ভূত রজঃ গুণের প্রাবল্যে উহাতে গতি উৎপন্ন হইলে, ইহার সাম্যাবস্থার ব্যতিক্রম হয়। তখনি উহার বিকার জাত ব্যক্ত মূল ভূতাদি উদ্ভূত হয়। ধূলিকণা ইতস্ততঃ চলচ্ছীল তাই ইহার নাম রজঃ। তরুণীর রক্তে এই চলচ্ছীলতার প্রাবল্য হইলেই তাহা জরায়ু দ্বার মুখে নির্গত হয়, আর তাহাই রজস্রাব নামে কথিত হয়। এই অবস্থায় তরুণীর স্নায়ু মণ্ডলও বিশেষ প্রকারে উত্তেজিত হইলে, অন্যান্য প্রবৃত্তি অপেক্ষা পুরুষের সহিত মিলন স্পৃহাই উদ্দীপিত হয়। তখন সেই স্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য তাহার সমাজভয়, লজ্জা, মান, কর্ত্তব্যও সময় সময় অন্তর্হিত হয়। ইহাই যুবতীর বয়নানি (কাণ্ডজ্ঞানানি) আচ্ছাদনের চিত্র যাহা বাল্মীকি অহল্যা চরিত্রে দেখাইয়াছেন। এবং বর্ত্তমানকালে শ্রেষ্ঠ মনস্তত্ত্ববিদ্ মনীষী ফ্রয়েডও স্ত্রী চরিত্র সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন।

আত্মা বা পুরুষের সুপর্ণের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। সুপর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ সুশোভন পক্ষ আছে যার। সমস্ত পক্ষী জাতির মধ্যে এক ময়ূরেরই পক্ষ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। মহাভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক ক্ষত্রিয়-রাজ কৃষ্ণ, কিরীটশোভিত মস্তক হইলেও, ভাগবতে লিখিত গোকুলের বা ব্রজের ব্রজেন্দ্র নন্দন শিশু গোপাল তথা কিশোর কৃষ্ণের শির ময়ূর পুচ্ছ শোভিত হইয়া যেন প্রকারান্তরে সেই পরমাত্মারূপী বৈদিক সুপর্ণেরই প্রতিবিম্বের পরিচয় দিতেছে। ভাগবত কারের এই সমীচীন উদ্দেশ্য আরও প্রকট হইয়া, যেন শ্রীজীব গোস্বামীর এই সম্বন্ধীয় ভাষ্যকে সম্পূর্ণ কাল্পণিক প্রমাণ করিতেছে। তাঁহার (গোস্বামীর) মতে যেহেতু ময়ূরগণ মেঘ দেখিলেই পুচ্ছ বিস্তার করিয়া উৎফুল্ল হইয়া নৃত্য করে, সেই হেতু নবজলধররূপী কৃষ্ণকে সেই মেঘেরই অধিষ্ঠাতৃ দেবতা পরমাত্মাজ্ঞানে ভক্তি সহকারে তাহাদের পুচ্ছ সমূহ তাঁহাকে উপহার দিয়া তাঁহার মস্তক ময়ূর পুচ্ছ শোভিত করিয়াছিল। মনুষ্যের পক্ষেই দুর্লভ এই আত্মজ্ঞান, তাঁহার মতে পক্ষী জাতিতেও সম্ভব।

বৈদিক সূত্রের সহিত সামঞ্জস্যে দেখান হইল যে ভাগবতের কৃষ্ণ সুপর্ণরূপী আত্মার প্রতীক মানব দেহে জীবাত্মা। এই জীবাত্মা পুরুষই সাধন বলে পরমাত্মত্ব প্রাপ্ত হয়।*

প্রত্যগাত্মা বা জীবাত্মা পুরুষ পরমাত্মার ন্যায় সমান ভাবে দেহ বৃক্ষে অধিষ্ঠিত থাকিয়া নিজ ঈশ্বত্ব অনুপলব্ধি বশতঃ শোকদুঃখে দেহাত্মজ্ঞানে মুহ্যমান হন। কিন্তু যোগে তাহার যখন (যেন অজ্ঞান নাশ বশতঃই) অন্য পরমাত্মরূপী ঈশের উপলব্ধি হয়। তখন তাহারই মহিমাপ্রাপ্ত হইয়া বীতশোক হয়। কোন কোনও মতে ইহাও বলে যে মথুরায় কংস বধ করিয়া কৃষ্ণ দ্বারকাতে যাইলে, তাহার প্রতিশোধার্থ জরাসন্ধ সেই পুরী আক্রমণ করিলে তিনি বৈরতক পর্ব্বতে আশ্রয়

---

* সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ
যষ্টঃ যদা পশ্যত্যন্যমীশ মস্য মহিমান মতিবত শোকঃ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইয়া বহু বৎসর (কাহারও মতে দ্বাদশ) যোগ সাধন ও বেদবেদান্তাদি অধ্যয়ন করিয়া যোগ সিদ্ধিঃত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন্ এবং তিনি মহাভারত ও গীতায় যোগেশ্বর অহং, মে, মহ্যং বাচ পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। হইতে পারে এই কারণ জন্যই ব্যসদেব তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) বাল্য ও শৈশবের তথা কথিত ঘটনাবলীর কোনও বিশেষ উল্লেখ মহাভারতে করেন নাই। প্রায় সমস্ত্য শাস্ত্রেই দেখা যায় প্রায় মহাপুরুষদের জীবনী এই বিষয়ে নির্ব্বাক। বাল্মিকী, বশিষ্ট, অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিবৃন্দ এবং তৎপরবর্ত্তী ও বর্ত্তমানকালের মহাপুরুষ জীবনী সেই পর্য্যায়ভুক্ত।

রাসলীলার পুরুষ কৃষ্ণকেও ভাগবতকার পরমাত্মভূত পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাই তাহার বহু কৃষ্ণরূপ ধারণ—এক সর্ব্বগতভুমা পরমাত্মার বহু আত্মারূপে এক ভুমা পরমাত্মার বহু আত্মারূপে পুরুষাকারে বহুদেহ পুরে গতিরই প্রতিকৃতি। আর বহু গোপীরূপে এক ভুমা প্রকৃতিরই বিবিধ নারী রূপ ধারণ—একই প্রকৃতির উপাদানে বিশ্বের বিচিত্র বিবিধ সৃষ্টির উদ্ভব। এই মতে রাসলীলার নায়ক কৃষ্ণ—পুরুষ ও নায়িকা গোপী—প্রকৃতি। রাসলীলা পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন। বৈদিক গোপায়তে (রক্ষতে—গোপন করিয়া রাখা) শব্দ হইতে উৎপন্ন গোপ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে গোপী —যেন সৃষ্টির সমস্ত উপাদান গোপনে রক্ষণকারিণী প্রকৃতির প্রতীক। অব্যক্ত প্রকৃতির ব্রজন বা গতি উদ্দীপিত হইলেই তাহার বিকার হয়—অব্যক্ত গোপী ব্রজ গোপী হয়—যেন গৃহে অবরুদ্ধাগোপী ব্রজনশীলা হইয়া গৃহ বন্ধন ত্যাগ করিয়া বহির্গমন করে। ব্রজ (গতৌ) ব্রজনং গমনং যেমন পদের গমন—পদব্রজন। ব্রাজয়তি—গতি প্রাপয়তি (চালান)। জড় প্রকৃতির গতি হয় কিজন্য? চুম্বকের আকর্ষণের ন্যায় পুরুষের চিৎশক্তির প্রভাবে। তখন প্রকৃতি সেই আকর্ষণে, নিদ্রিত ব্যক্তির চেতিত হওয়ার ন্যায়, পুরুষের সান্নিধ্যে আসিয়া যেন রঙ্গমঞ্চের নটীর ন্যায় নানাছন্দের নৃত্য ও অভিনয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া যেন নানাছন্দের সৃষ্টির দৃশ্যই পুরুষকে দেখায়। নৃত্যশেষে সে যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হইলে, তাহার ক্ষণিক নৃত্যও ক্ষণিকদৃষ্ট সৃষ্টি অন্তর্হিত হয়। তখন পুরুষ নিজের স্বরূপে বা কৈবল্যে একাকীত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিজের পরমাত্মতত্ত্বে মুক্ত হয়। * ইহারই প্রতিবিম্ব যেন ভাগবতে —"অবরুদ্ধ সৌরত" মুক্ত আত্মার প্রতীক আত্মারাম কৃষ্ণ, তাঁহার চুম্বক শক্তিরূপ বংশীধ্বনিতে গৃহাবরুদ্ধ যেন পর জড় প্রকৃতিরই প্রতীক পরস্ত্রী গোপীগণকে আকর্ষণ বা তাহাদের গতি সঞ্চালনে বহির্গত করিয়া, তাহাদের সহিত নৃত্য ও রমনে, নিজে ক্ষণকালের জন্য লিপ্ত হইয়াও নির্লিপ্ত ও মুক্ত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। "তত্রৈবান্তরধীয়ত"।

যুবতী তরুণীর ভালবাসা ও প্রেমের মূল মৈথুনের তৃপ্তি সাধনে যাজ্ঞবল্ক্য যাহাকে 'আত্মকামায়' বলিয়াছেন। লালসার তৃপ্তি না হইলে প্রেমের দৃষ্টান্ত কে কোথায় দেখিয়াছেন? কি পত্নী, কি পরস্ত্রী উভয়ের পক্ষেই ইহা প্রযোজ্য। তাই অবরুদ্ধ সৌরত নায়কের সহিত রতিক্রিয়ায় অতৃপ্ত গোপীগন তাঁহাকে পুনরায় অন্বেষণ করিয়াছিল। কেননা তাহারা ইহাতে প্রকৃত রসের আস্বাদন পায় নাই। সৃষ্টির উদ্দেশে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনের সব অঙ্গই অভিনীত হইল কিন্তু সৃষ্টির মুলকার্য্য পরস্পর লেহনে রসগ্রহণ কার্য্যটাই বাকি রহিল। তাই পুনরায় কবি এই রসগ্রহণ-রাসন ক্রিয়া বা রাসের অবতারণা করিলেন। পাঠক এতক্ষণ পরে বোধ হয় বৈদিক সূক্তটী ও অশ্লীল শ্লোকটীর পরস্পরের উক্তরূপ সামঞ্জস্য (consistency) দেখিয়া উহার রহস্য সমাধানে তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিবেন। বৈদিক ঋষি

---

* রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ। পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতি॥" [সাঃ কাঃ ৫৯]

যেমন নর্ত্তকী রঙ্গালয়ে দর্শকগণের সম্মুখে নৃত্য প্রদর্শন করিয়া নিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষের উদ্দেশ্যে স্বকীয় কার্য্য প্রদর্শন করিয়া নিবৃত্ত হন। যে পুরুষ এই নৃত্যে মোহিত না হইয়া নিজকে প্রকৃতি হইতে পৃথক বা পর জ্ঞান করে সেই মুক্ত আত্মা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন ভাগবত কবি তাহাই হুবহু অবলম্বনে এই শ্লোকে তাহার নগ্নচিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা সাধারণ লোকের বোধ সৌকর্য্যার্থে লোকাচরিত কার্য্যের সাহায্যে সাধন করিতে তিনি দ্বিধা করেন নাই। বৈদিক গূঢ়তত্ত্ব অনেক প্রকারে নানা উপাখ্যানে সরস বর্ণনায় পুরাণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভাগবতেরও পূর্ব্বে হরিবংশ মহাভারতে এই লীলাকে কৃষ্ণের গোপ গোপীনীগণ সহ এই চক্রাকারে হল্লিস নৃত্যের উল্লেখ আছে। ভাগবতের রাসলীলা আত্মারামের যোগমায়া আশ্রমে কেবল গোপীগণের সহিত "রেমে তথা স্বাত্মরতঃ আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিত" রূপে বর্ণিত হইয়াছে। অখণ্ডিত আত্মারাম স্বাত্মরত হইয়াও তাহাদের সহিত রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীধর স্বামীর ভাষ্যে ইহার স্বরূপ আরও বেশি আদি রসাত্মক যাহা মানুষের পক্ষেই সম্ভব। *

পরিত্যক্তা গোপীগণ কৃষ্ণের পদানুসরণ করিয়া তাঁহাকে আর একটি রমণীর সহ যাইতে দেখিতে পাইয়া বলিলেন "অনয়ারাধিতে..." এই নারীর আরাধনায় প্রীত হইয়া গোবিন্দ ইহার সহিত অহোরাত্র যাপন করেন। এই রমণীই পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণ কর্ত্তৃক মূর্ত্ত রাধিকারূপে ভজিত হইয়াছেন। বৈদিক 'রাধ (আরাধনা) ধাতুর মূর্ত্ত প্রতীক। আরাধনার শেষ পরিণতি আরাধ্যের সহিত মিলনে সাযুজ্য যুগল মিলন। তখন গোপীগণ "হে সুরত নাম, হে রমণ! আমাদের স্তনে পদার্পন করিয়া তৃপ্ত কর" ইত্যাদি কামোদ্দীপক বাক্যে তাঁহাকে মিনতি করিতে লাগিল। তখন মন্মথাদপি মন্মথ, 'সাক্ষাৎকন্দর্প'রূপে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন কোন কোন কামতাপিতা গোপী নিজ স্তনদ্বয়

---

* অত্রোক্ত রমণ প্রকার এবায়ং দর্শিতঃ ততশ্চ বৈদগ্ধী বিশেষেণ কাম শাস্ত্রোক্ত বিবিধ বন্ধৎদৌ স্কন্ধদ্বয়োপরি স্ত্রী পাদদ্বয় বিধারণাদিনা দৈন্ত ; দোরাস্থং বা অধর দশন-নখক্ষতি কেশগ্রহণ পুরুষা য়িতাদিনোঽহং"। ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ যোগ্য নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে তাঁহার পদ ধারণ করিল। কোন প্রেমরস বিহ্বলা কটাক্ষক্ষেপ করিল। তখন গোবিন্দ রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। প্রত্যেক দুইটি গোপীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া 'যোগেশ্বর' কৃষ্ণ বহু দেহ ধারণ করিলেন। এই রাসক্রীড়া দেখিয়া "কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য মুহ্যমান খেচর-স্ত্রীয়ঃ কামার্দ্দিতাঃ…"। খেচরস্থ দেবতা ও প্রাণীগণ ইহা দেখিয়া কামপীড়িত হইয়াছিল। কৃষ্ণের 'অনঙ্গবর্দ্ধন' বংশীধ্বনি শুনিয়া গৃহকার্য্যেরত গোপীগণ "জার বুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ", স্বামীও স্তন্যপানরত শিশুগণকেও পরিত্যাগ করিয়া "অনন্যোঽলক্ষিতা" ক্বচিৎ গৃহবিনির্গতা" হইয়াও তাঁহার সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা উভয়পক্ষে দেহধারীরই লীলা। নতুবা কেন আকাশস্থ দেবতা ও প্রাণীগণ এবং চন্দ্রও এই দৃশ্য দর্শনে কামপীড়িতা হইয়াছিল? তারপর কৃষ্ণ "রতিবিহারেণ শ্রান্তা" গোপী-গণের বদন, প্রেম সহকারে হস্তদ্বারা মুছাইয়া, জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া "রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ"। গজরাজের ন্যায় তাহাদের সহিত রমণ করিয়া "অবরুদ্ধ সৌরত" কৃষ্ণ এইরূপে শরৎকলীন "রাসাশ্রয়া নিশা উপভোগ করিলেন।

শুকমুখে এই ক্রীড়ার বর্ণনা শুনিয়া ধর্ম্মনীতি বিশারদ পরীক্ষিৎও মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণের এই আচরণ "প্রতীপমাচরৎ" "পরদারাভিমর্ষণ" ইত্যাদি অভিধানে ইহার উল্লেখ করিলে, তখন শুকদেব "এব ক্রীড়ন দেহভাক্" "মানুষং দেহমাশ্রিতঃ", "সর্ব্বেষাং দেহি নামের ন্যায় আত্মরত, আত্মারাম পরমাত্মনির" ক্রীড়া মাত্র বলিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়াছেন। তাহা হইলে ইহা মানব দেহধারী কৃষ্ণের মানবসুলভ রমণ ক্রিয়াই প্রতিপন্ন হইল। মহাভারতের মানবদেহধারী শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভ হইতে ৯ মাসের পর প্রসূত হইয়া, যৌবনে ও প্রৌঢ়ে বহু মহিষী সম্ভোগ করিয়া বহু সন্ততির জন্ম দিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে গোপীনীদের সহিত রমন সম্ভোগে তাহার ব্যতিক্রম হইল কেন, ইহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন সন্ততিরূপ ফলপ্রসূ হইল না কেন ? তাহার কারণ নায়ক কৃষ্ণ অবরুদ্ধ সৌরত" আর নায়িকা গোপীগণও "জহুগুণময়ং দেহং" সদ্যপ্রক্ষীণবন্ধনাঃ" ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিজাত গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়া তাহার (দেহের) বন্ধন মুক্ত হইয়া তাহাদের মনে কৃষ্ণের অনঙ্গবর্দ্ধন বংশী শ্রবণে উদ্দীপ্ত আবেশে এই রমণ ভাবের অথবা স্বপ্নাবিষ্ট হইয়াই যেন ইহার পূর্ণাঙ্গ অভিনয় করিয়াছিল। যথা চণ্ডীদাসের ভাষায় "তোরা পরম পতি সনে, সদাই গোপনে, সতত করিবি লেহা। নীর না ছুইবি, সিনান করিবি, ভাবিনী ভাবের দেহা॥ তোরা না হইবি সতী, না হবি অসতি ভাবিনী ভাবের দেহা"॥ এখানে 'লেহা'তে সেই বৈদিক রাসের লেহনই বুঝায়। আর গোপীগণ যেন প্রেমভাবের প্রতীক দেহী 'ভাব'। তাই এই রমণ অফল প্রসূ। প্রকৃতি পুরুষের দেহাত্মক মিলন হইল কিন্তু সৃষ্টি হইল না কেন ? ইহার কারণ সম্বন্ধেও বেদজ্ঞ ভাগবতকার অনভিজ্ঞ ছিলেন না। নিম্নোক্ত সূক্তেই তাহার মীমাংসা হইয়াছে।

পতঙ্গমক্ত মসুরস্য মায়য়া হৃদা পশ্যন্তি মনসা বিপশ্চিতঃ
সমুদ্রে অন্তঃকবয়ো বিচক্ষতে মরীচীনাং পদমিচ্ছন্তি বেধসঃ।"

(ঋঃ ১০।১৭৭।১)

সায়ন—অসুরস্য (অশন কুশলস্য অস ধাতু নিক্ষেপে যেমন অস্ত্র) সর্ব্ব নামরূপ উপাধিত্যাগে কুশল পরব্রহ্মের ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায় অভিব্যক্ত (যথা মায়েতি প্রজ্ঞান সম্বন্ধং) সর্ব্বজ্ঞ আত্মাকে বেদাভিজ্ঞগণ অন্তর্মুখী মনে পতঙ্গরূপে (পততি ব্যাপ্নোতীতিতং) দেখিয়া থাকেন। উপাধিপরিত্যক্ত জীবাত্মা পরমাত্মার তদাত্ম্যভাব সাক্ষাৎ করেন। সমুদ্রবৎ সমস্ত ভূতের মধ্যে তাহার অধিষ্ঠানরূপ অধ্যস্ত পরমাত্মাকে দেখিতে পান। এই জন্য একদৃক্ আত্মা ব্যতিরিক্ত সমস্ত দৃশ্যেরমিথ্যা জন্য বেধসগণ মরীচীনাং (বৃত্তি জ্ঞান সমূহের) পরম অধিষ্ঠান ভূত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সচ্চিদানন্দ সুখাত্মক যে পরব্রহ্ম তাঁহারই পদ (সেই অবস্থা) প্রাপ্তি অভিলাষ করেন ইতি। অদৃশ্য মরীচীকা মরুভূমিতে জলভ্রম জন্মায়। তৃষ্ণার্ত্ত ধাবিত মৃগ জলভ্রমে ধাবিত হইয়া জলও পায় না সূর্য্যকিরণরূপ মরীচীকাও দেখিতে পায় না। অদৃশ্য পরমাত্মার অদৃশ্য মরীচীরূপেই জলভ্রমরূপ এই বিশ্ব সৃষ্টি। তাই সাধারণ দৃষ্টিতে ইহা দৃশ্য হইলেও পরমার্থ দৃষ্টিতে ইহার অস্তিত্ব নাই। পরমাত্মবিদগণ সেই মরীচী স্বরূপ পরমব্রহ্মের পদ প্রাপ্তি অর্থাৎ ব্রহ্মভূত হইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারা দৃক্ বা দর্শন কর্ত্তারূপে, এই নশ্বর বিশ্বকে রজ্জুতে সর্প ভ্রম, মরীচীতে জলভ্রমরূপেই দেখেন। মীয়তে অনেন ইতি মায়া। যদ্দারা মাপ করা বা 'মাতি' অনুমান করা যায়। অজ্ঞানে দেহী আত্মাকে অনুমান করিলে দেহাত্ম্য বোধে 'আমি' নশ্বর। আর প্রজ্ঞানে সেই আত্মাকে অনুমান করিলে আমি পরমাত্মারূপে সোঽহং। শঙ্করের মায়াবাদের সূত্রও এই সূক্তেই নিহিত।* আত্মজ্ঞ তত্ত্ববিদ্, পূর্ব্বোক্তভাগবদোদ্ধৃত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমন্বিত শ্লোক লেখক ভাগবতকারকে তদনুযায়ী দৃষ্টিতে দেখিলে বলিবেন যে প্রকৃতি পুরুষের রাসলীলাতেই বা মৈথুনেই এই সৃষ্টির উদ্ভব হইলেও উহা ক্ষণস্থায়ী ও ব্যবহারতঃ সত্য হইলেও পরমার্থতঃ তাহা অসত্য জন্যই "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা"। বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিবেন, ইহা দেহীপরমাত্মার সহিত মিলন জন্য আরাধিকাগণের প্রেমের ভাব। এই যা পার্থক্য। এই গ্রন্থ শ্রবনে বৈষ্ণবাচার্য্যের স্বেচ্ছাকৃত দত্ত ভূমিকা দেওয়া হইল। ওঁ শান্তি।

* বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণুঃ [ভাঃ] নির্গুণ ব্রহ্ম প্রকৃতির গুণাশ্রয়ে [গীতা] সগুণরূপে বাপ্নোতি বিশতে সর্ব্বভূতের প্রত্যেকটীতে ব্যাপ্ত ও প্রবিষ্ট। "একোঽহং বহু স্যাম প্রজায়েয়" । এই বহু হইয়াই তিনি বিষ্ণুরূপে সগুণ। 'মানুষভাক কৃষ্ণ রূপী বহু দেহী পুরুষ হইয়া সেই বিষ্ণুই প্রকৃতিরূপী বহু ব্রজগোপীরূপ প্রকৃতির আশ্রয়ে এই বিবিধ সৃষ্টির বিকাশ করিয়াছেন। বিষ্ণু নিরাকার তাই কৃষ্ণরূপ দেহ ধারণেই সেই সৃষ্টির কিরূপে উৎপত্তি হয়, তাহাই এই রূপক রাসলীলায় প্রদর্শিত হইয়াছে। পরমাত্মা বিষ্ণুই একই পুরুষরূপে রাস চক্রে সংসার চক্রে প্রবর্ত্তন দেখাইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকা—গ্রন্থকার মিশ্র মহাশয় এই বিষয়টী অবলম্বন করিয়া নানাবিধ ভাবে যে বহু গবেষণা করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই তাঁহার শাস্ত্রানুসন্ধান সামর্থ্যের সমুজ্জল পরিচায়ক। তিনি দেখাইয়াছেন বৈদিক সংহিতাতেও শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার সূত্রাদি বিন্যস্ত আছে। এই সম্বন্ধে তিনি ঋগ্বেদ সংহিতা হইতে যে সকল মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা কষ্ট কল্পনা প্রসূত নহে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস তদীয় শ্রীমদ্ভাগবতে কোনও অবৈদিক ঘটনা উল্লেখ করেন নাই। ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের সুপ্রাচীন গৌরবার্হ সুপ্রসিদ্ধ বিষ্ণু নামের উল্লেখ আছে। তদ্বর্ণিত রাসলীলার উপসংহারে ফলশ্রুতি স্বরূপ তিনি লিখিয়াছেন—"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণুঃ" ইত্যাদি। ফলতঃ শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ সংহিতার প্রতি পরম শ্রদ্ধা রাখিয়াই শ্রীরাসলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। এ অবস্থায় মিশ্র মহাশয়ের ঋগ্বেদ হইতে রাসলীলার সূত্র সমূহ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার এই গ্রন্থখানিকে সমৃদ্ধ ও সম্মানার্হ করিয়া ভালই করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত রাসলীলার তত্ত্বাদি সম্বন্ধে তিনি তাঁহার স্বকীয় বিচারে যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে এই লীলাটীর বৈচিত্র বৈবিধ্যের নিদর্শন স্ফুটিত হইয়াছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় যেরূপ বিবৃতি দেখিতে প্রয়াসী হয়তো তাঁহারা তাহাদের মনোমত ভাবে ইহা গ্রহণ নাও করিতে পারেন। কিন্তু ইহাতে গ্রন্থকার মিশ্র মহাশয়ের যেরূপ গবেষণা পাণ্ডিত্য ও শ্রমকুশলতা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে বিজ্ঞ পাঠক মাত্রই আনন্দ লাভ করিবেন। ইতি—স্বাঃ শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ। (বৈষ্ণবাচার্য্য)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দোললীলা ও শিবচতুর্দ্দশী।

"ফাল্গুন্যাঃ পূর্ব্বতো বিপ্রাশ্চতুর্দ্দশ্যাং জিষ্ণুমুখোবুহ্যেৎ সবং প্রকুর্ব্বীত দোলমণ্ডপ পূর্ব্বতঃ।
ভূমিং সংস্কৃত্য বিধিবৎ তৃর্ণরাশিং মহোচ্ছি্তাংসপশুং কারয়িত্বাতুবহ্নি তত্র বিনিক্ষিপেৎ॥
পূজয়িত্বা বিধানেন কুষ্মাণ্ড বিধিনা ছুনেৎ। গোবিন্দং পূজয়িত্বাতু ভ্রাময়েৎ সপ্ততং বিভুং।
সপ্তকৃত্ব স্ততো দেবং দোল মণ্ডপমানয়েৎ। অধোদেশে মণ্ডপং তং সপ্তশো ভ্রাময়েত্ততঃ॥
উর্দ্ধদেশে পুনঃ সপ্তস্তম্ভ বেদাস্ত সপ্তবৈ॥ যাত্রাবসানে চ পুনঃ ভ্রাময়ৈদেকবিংশতিম্।
ইয়ং লীলা ভগবতঃ পিতামহ মুখেরিতা॥ রাজর্ষিণেন্দ্রদ্যুম্নেন কারিতা পূর্ব্বমেহ হি।
[তথা] বৃন্দাবনস্তরে "বিক চাম্বুজ মধ্যস্থং বিশ্বধাত্র্যা শ্রিয়াযুতং।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারিনং বনমালিনং॥
গোপীভিশ্চৈব গোপালৈ লীলান্দোলিকানগং। চিন্তয়িত্বা জগন্নাথং বিকিরেদগন্ধ চূর্ণকৈঃ।
সকপুরৈ রক্ত পীত শুক্লৈর্দিক্ষু সমন্ততঃ। আন্দোলয়েৎ দোলিকাস্থং সপ্তবারান্ শনৈঃ ২। স্কন্দ
"পূজয়েদ্বিধিবদ্ভক্ত্যাং ফল্গুচুর্ণৈশ্চতুর্বিধৈঃ॥ সিতরক্তৈর্গৌর পীতৈঃ
কর্পূরাদিবিমিশ্রতৈ"। [পদ্ম, পুঃ]

পিতামহ ব্রহ্মার মুখে বর্ণিত উক্তরূপ বিধান মত অবন্তীরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীমতী বিশ্বধাত্রী সহযুত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবান বিষ্ণুর দোল উৎসব সাধন করিয়াছিলেন। পরে বৃন্দাবনান্তরে গোপ গোপিণীগণও চতুর্বিধ রঙ্গের ফল্গুচুর্ণ বিকীর্ণ করিয়া সেই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণুকেই জগন্নাথরূপে দোলায় স্থাপন করিয়া তাহা আন্দোলন করতঃ তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নে শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী জগন্নাথ বিষ্ণুর মূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ ও তাহাতে স্থাপিত করিয়া পূজা করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। জগন্নাথ ইক্ষাকুকুলের কুলদেবতা। রামের সরযুপ্রয়াণে দেহত্যাগের সময় তাঁহার সহগমনোদ্যত রাক্ষসরাজ বিভীষণকে নিবারণ করিয়া বলিয়াছিলেন লঙ্কায় ফিরিয়া যাইয়া, "আরাধয় জগন্নাথ মিক্ষাকুকুল দৈবতং" ইক্ষাকুকুলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজ্য দেবতা বিষ্ণুর আরাধনা কর। তাং "নদীমাকুলবর্ত্তাং" আকুলবর্ত্তা সরযু নদীর জলোচ্ছ্বাসাবর্ত্তে অযোধ্যা প্লাবিত হইয়া অযোধ্যানগরী নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল।*

অযোধ্যার জগন্নাথ মুর্ত্তির আদর্শে বিভীষণ তৎকালে লঙ্কায় অজ্ঞাত প্রস্তর শিল্পের জন্য কাষ্ঠনির্ম্মিত যে মুর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহারই আদর্শে লঙ্কার নিকটস্থ সমুদ্রকুলে নিলাচলবাসী তাঁহারই বংশধর তথা কথিত রাক্ষস নামক শবররাজ বিশ্বাবসু কর্ত্তৃক ভবিষ্যৎকালে, নির্ম্মিত মুর্ত্তি পূজিত হইত। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই মুর্ত্তিই হরণ করিয়া, তাহারই আদর্শে হস্তপদশূন্য জগন্নাথ মুর্ত্তি, বিপ্রগণ কথিত বিষ্ণুরই পরিগৃহীত রূপ নিম্বকাষ্ঠ হইতে খোদিত করিয়া সমুদ্রতীরে পুরীর মন্দিরে স্থাপিত করিয়াছিলেন আর তাহারই দোললীলা উপরোক্তরূপে সাধন করিয়াছিলেন। অবন্তীরাজ সম্ভবতঃ পরে জগন্নাথের স্বপ্নদৃষ্ট শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্মধারী প্রকৃত শাস্ত্রবর্ণিত বিষ্ণু মুর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দোলায় স্থাপিত করিয়া ভারতের উত্তর পুর্ব্বাঞ্চলে নিজ রাজ্যে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরে কৃষ্ণলীলার কিম্বদন্তী অনুসরণে সেই প্রদেশের নিকটেই পুরাকালের বৃন্দাবনের উদ্ভব হইলে তদঞ্চলের গোপগোপিণীগণ সেই শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী শ্রীমণ্ডিত বিষ্ণুরই মুর্ত্তিকে দোলিকাতে স্থাপন করিয়া জগন্নাথ রূপে চিন্তা কবতঃ নানাবিধ রঙ্গের ফল্গু চূর্ণ বিকীর্ণ করিয়া দোলা আন্দোলনে মহা উৎসব করিত। পরবর্ত্তীকালের জনসমূহ সেই শ্রিয়াযুতং শ্রীমান্ বিষ্ণুরই অবতার কৃষ্ণকে দ্বিভুজ মুরলীধারী বনমালীরূপে এবং শ্রীকে রাধিকারূপে তাঁহার সহিত যুক্ত করিয়া সেই পদে স্থাপিত করিয়াছিল। তাহাই এখন কৃষ্ণ উপাসক বৈষ্ণবদের নববৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের দোললীলায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

---

* সাতু সরযুতোয়ং স্থাবরানি চরাণি চ। প্রাপ্যতত্রত্তোয়বিরুদং দেবলোকমুপাগমম্" ॥রামঃ উঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবচতুর্দ্দশী—উপরোক্ত পুরাণ মতে দোলোৎসব শুক্লচতুর্দ্দশীতে আরম্ভ করিয়া পৌর্ণমাসীতে আচরিত হয় বলিয়া বোঝা গেল। পক্ষান্তরে এই পর্ব্বের ঠিক এক পক্ষ পূর্ব্বে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে শিবচতুর্দ্দশীর উপবাস ব্রত আচরিত হয়। শৈব সম্প্রদায় এই দিন নিরম্বু উপবাস ও নিশাজাগরণে মহাদেবের পূজা আরাধনাদি দ্বারা মুক্তিকামনা করেন। সাধক অহোরাত্র উপবাসাদিসহ ঘোর তমসাচ্ছন্ন চতুর্দ্দশী নিশীথে নিভৃতে একাকী বসিয়া একাগ্রতা সহ তাহার মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার চিত্তাদি অন্তকরণ চতুষ্টয়সহ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত, পদ, বাক্, পায়ু উপস্থাদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াদি চতুর্দ্দশ করণের সম্যক সংযম সাধন করিয়া, দিবালোকের সাহায্যে আত্মার বহির্জাগরণ ও নিশাকালে অজ্ঞাতসারে নিজ সুষুপ্তির সঞ্চার রোধ করিয়া জ্ঞাতসারে "শান্তং শিবমদ্বৈতং তুরীয়ং চতুর্থং" সদাজাগ্রত আত্মার ধ্যান ধারণাদি দ্বারা আত্মার অন্তর্জাগরণ সাধন এবং দ্বৈত্যভাবশূন্য "সচ্চিদানন্দ শিবোঽহং" রূপে একীভাবাপন্ন অবস্থায় মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়া কৃতার্থ হন। এ শিব পুরাণোক্ত বিষ্ণুর প্রতিপক্ষ শৈব সম্প্রদায়ের উপাস্য ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিদ্বেষের পাত্র শিব নহেন—অব্যয়, অক্ষয়, শাশ্বত পরমাত্মার—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিন অবস্থায় ত্রিপুরবাসী পুরুষের ত্রিপুর হরণ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় অমৃত সিদ্ধ ত্রিপুরারী হর—হৃ (হরণে)। পক্ষান্তরে বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই চতুর্দ্দশী নিশীথে বহ্নুৎসবে আলোকিত করিয়া তৎপরদিন দিবাভাগে রক্তবর্ণ রজঃ বিকীরণে চতুর্দ্দিক রঞ্জিত করিয়া সেই চতুর্দ্দশ করণের * আন্দোলন ও পূর্ণবিকাশ সাধন দ্বারা উপাস্য বিভুর অর্চ্চাকেও রক্তরাগে মণ্ডিত ও আন্দোলিত করতঃ যে

---

* মন আদি চতুর্দ্দশ করণৈঃ পুষ্কলৈঃ আদিত্যানুগৃহীতৈঃ শব্দাদীন বিষয়ান স্থূলান যদা উপলভতে তদা আত্মানো জাগরণম্। তথা চতুর্দ্দশ করণোপরমাদ্ বিশেষ বিজ্ঞানাভাবাৎ যদা শব্দাদীন নোপলভতে তদা আত্মানো সুষুপ্তম্। [সর্ব্বসার উপনিষদ]।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটা আনন্দের হিল্লোল উত্থিত করেন তাহাতে নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া আপনার পৃথক সত্তা অব্যাহত করিয়া সচ্চিদানন্দের সামীপ্য সাযুজ্য ও আলোকাদি লাভ করিতে কৃতার্থ হইয়া চির আনন্দভোগে প্রয়াসী হন। একজন নিজের পৃথকত্বের বিলোপ সাধনে শিবোহং বা সোঽহং পদের প্রার্থী আর অন্যজন নিজের পৃথক সত্তা অব্যাহত রাখিয়া সচ্চিদানন্দের চির সেবায় সুখী হইবার প্রার্থী। এই সাধনার পার্থক্যের জন্যই এই দুই উৎসব একই ঋতুতে পর পর আচরিত হয়।

উপোরোক্ত চতুর্দ্দশ করণ দ্বারা যখন সূর্য্যালোকের সাহায্যে দিবাভাগে স্থূল শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদির উপলব্ধি হয়, তখন আত্মার বহির্জাগরণ অবস্থা সূচিত হয়। অপর যখন চতুর্দ্দশ করণের বিরাম অবস্থায় ঐ সমস্ত বিষয়ের উপলব্ধি না হয়, তখন আত্মার সুষুপ্তির অবস্থা। জীবের ইচ্ছানিচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া তাহার অজ্ঞাতসারেই সুষুপ্তির আবেশ হয়। তখন জীব যে আরাম উপভোগ করে তাহাই আত্মারামের সহিত উপমাস্থলে তুলনা করা হয়। আত্মরামী সাধনা পথে স্বীয় জ্ঞান অব্যাহত রাখিয়া ক্রমে তাহার জ্ঞাতসারেই সেই আরামের অবস্থায় নিমগ্ন হন। পক্ষান্তরে অজ্ঞানী প্রাকৃতিক কারণে তাহার অজ্ঞাতসারেই সেই সুষুপ্তির আত্মারাম উপভোগ করে। প্রাকৃতিক কারণজাত সুষুপ্তির আরাম ক্ষণস্থায়ী। আর আত্মারামীর আরাম চির-আরাম। উভয় অবস্থার মধ্যে আকাশ-পতাল সম প্রভেদ

শিব লিঙ্গ—শিব রাত্রিতে সাধক ওঁ (অ-উ-ম) রূপ প্রণব মন্ত্রের আদর্শে শিব লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার আরাধনা করেন। অ-জীবের জাগ্রত, উ-স্বপ্ন, ম্-সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার পরিচায়ক সাংকেতিক সংজ্ঞা। ওষ্ঠ দ্বয় প্রসারিত করিয়া অ-শব্দ করিতে করিতে পুনরায় তাহাদিগকে সঙ্কুচিত করতঃ ভিতরের দিকে উ শব্দ টানিয়া উচ্চারণ করিতে ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ হইলে সেই শব্দ শেষে 'ম্' এ পরিণত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। জাগ্রত অবস্থায় বা সুষুপ্ত অবস্থায় আঘাতপ্রাপ্ত হইলে সর্ব্ব প্রাণিই অ-অ-শব্দ করে। অর্দ্ধ-জাগ্রত বা কোন বিষয়ে তন্ময় যেন স্বপ্নাবস্থায়ই, হঠাৎ চিমটি কাটিলে উঃ শব্দ করে। আর নিদ্রার পূর্ব্বের অবস্থায় এই ম্-ম্-ম্ শব্দই শ্রুত হয়। শিশুর এই উঁয়া শব্দে ক্রন্দন শেষে ম্-ম্-ম্ শব্দে পরিণত হইয়াই তাহার নিদ্রার আবেশ হয়। আবার জাগ্রত হইয়াই সে ম-উ-আ (উঁয়া) শব্দে রোদন করে। সদ্যঃ প্রসূত মৃত-কল্প মৃতকল্প শিশু ধাত্রী বা ডাক্তারের চপেটাঘাতে ঐ উঁয়া শব্দেই তাহার জীবনী শক্তি বা দেহী জীবাত্মার অস্তিত্ব জ্ঞাপক চিহ্ন প্রকাশ করে।—যেন আত্মাই বাঙ্ময় হইয়া জীবদেহে তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। প্র (প্রথয়ন্তি) ইহা বিশটী উপসর্গের প্রথমা। অস্যার্থ গতিঃ, আরম্ভ, সর্ব্বতোভাবঃ ইত্যাদি। নব শব্দের অর্থ নূতন। প্রথম, গতিপ্রাপ্ত, সর্ব্বতোভাবে নূতন শব্দের আরম্ভ এই নূতন জীব শিশুর উঁয়া নয় কি? একটা জড়পিণ্ড ন্যায় দেহে আত্মার অস্তিত্ব এই প্রণবরূপ ওঁ (অ+উ+ম) শব্দেই প্রকাশ হয় জন্য ইহা দ্বারাই আত্মার সন্ধান করিতে হয়। যেমন অদৃশ্য বস্তু বা জীবের শব্দেই তাহার অনুসরণে তাহার সন্ধান করিতে হয়। তাই পাতঞ্জলী বলিলেন ঈশ্বর প্রণিধানের উপায় "তস্য বাচক প্রণব"। তিনি প্রণব বাক্য সাহায্যেই প্রকাশ হন। শিশুর চেতনা এই প্রণবেই প্রকাশ হয়। তাই আত্মার চিৎশক্তিতেই এই শব্দও উচ্চারিত হয়। এই চিৎশক্তিই জীবের দেহে ওতপ্রোত ভাবে আনখাগ্র সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত। সচ্চিদানন্দ শিবের চিৎ এই জীবদেহেই বিদ্যমান আর তাহার অধিষ্ঠাতা যিনি মৃতকল্প শিশুর মুখে বলিয়াছেন এই দেহে আমি আছি—শিবোহং। সেই অহংরূপী আত্মাকে সেই উঁয়ারূপ ওঁ শব্দেই দেহমধ্যে সন্ধান করিলে পাওয়া যায়। তাই আত্মজ্ঞানী বৈদিক ঋষি উদাত্তস্বরে ঘোষণা করিলেন "একঃ সুপর্ণঃ স সমুদ্রমাবিশ, স ইদং বিশ্বং ভুবনং বিচষ্টে। তং পাকেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনসা পশ্যমণ্ডিতঃ” নিজ হৃদয়ে দেখ। “পতঙ্গ মক্তমসুরস্য মায়য়া হৃদা পশ্যন্তি মনসা বিপশ্চিতঃ”। সিদ্ধ যোগী সুপর্ণ ও পতঙ্গরূপী প্রত্যগাত্মাকে নিজ হৃদয়ে দেখিতে পান। লিঙ্গ (লিঙ্গ শব্দে, জ্ঞাপয়তে) যাহাতে কোন পদার্থ প্রকাশিত বা জ্ঞাপিত হয়। আমার সর্ব্বত্র চেতন দেহকে সর্ব্বত্র যিনি চিৎশক্তিতে চেতাইয়া রাখিয়া তাঁহার এই দেহেই অধিষ্ঠান জ্ঞাপন করিতেছেন। তাঁহারই লিঙ্গ এই দেহ।

শিবলিঙ্গ—যোগে পদ্মাসনে উপবিষ্ট বিপরীত দিকের পদস্পৃষ্টহস্তদ্বয় সমন্বিত যে ‘সমং কায় শিরোগ্রীবং’ দেহ তাহাই মৃত্তিকা বা প্রস্তর নির্ম্মিত শিবলিঙ্গের সদৃশ। প্রথমে সাধক মন স্থির করিবার সময় এই সাদৃশ্যে নির্ম্মিত শিবলিঙ্গে একাগ্রতা লাভ করিয়া তাহাকে মানসনেত্রে প্রতিবিম্বিত করিলে তাহা চক্ষুর স্বাভাবিক অন্তর্জ্যোতিতে প্রতিভাত হয়। ক্রমে সেই জ্যোতির্ম্ময় মানস দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী মনে দেহমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, সাধক দেখিতে পান সেই বাহ্য মূর্ত্তিই জ্যোতির্ম্ময় হইয়া যথাযথ ভাবে তাঁহার দেহ অধিকার করিয়া দেহ ব্যাপ্ত একটি জ্যোতির্ম্ময় সুপর্ণ বা পতঙ্গরূপে অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইতেছে। বাহ্য-জ্ঞানশূন্য, জড় দেহ জ্ঞানশূন্য সাধক তখন জ্যোতিরূপী আত্মার প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া শিবোঽহংরূপে প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু গৃহত্যাগী সাধক অন্ধকার পর্ব্বতগুহায় বা রুদ্ধদ্বার গৃহে, দিবালোক পরিহার করিয়াই যোগসাধন করিয়া থাকেন, সেইজন্য এই কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর অমানিশিতে এই শিব চতুর্দ্দশী ব্রত সাধন শাস্ত্রের বিধান।

বিষ্ণু—ঈশ্বর—নিগুর্ণ ব্রহ্মের সগুণ বিশ্বরূপে প্রকাশ তাঁহার বিষ্ণুরূপ। প্রকৃতির বিকারজাত নানারূপ বিভূতির বিকাশের এক একটা রূপকে দেবতার প্রতীকরূপে কল্পনা করিয়া আদিকালে বৈদিক ঋষিগণ অগ্নি, সূর্য্য, মরুত, মিত্র, বরুণ ইত্যাদির স্তুতি করিলেন। পরে সকলের নিয়ন্তা সর্ব্বোপরি ত্রকজনের কল্পনা করিয়া তাঁহাকেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"একং সংবিপ্রা বহুধা বদন্তি" রূপ"ইন্দ্র মায়য়া পুরু রূপ ইয়তে" স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। আবার অন্য ঋষিসমাজ বলিলেন "ইদং বিষ্ণু বিচক্রমে। ত্রেধা নিধতে পদং"। বিষ্ণু তিন পদক্ষেপে ত্রিলোক এই বিশ্ববিচক্রম করেন। ক্রমে জ্ঞানের ক্রমোচ্চতর সোপানে আরূঢ় ঋষিসমাজ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে এক পুরুষরূপে কল্পনা করিয়া বলিলেন "সহস্র শির্ষা পুরুষং সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্য তিষ্ঠৈতি দশাঙ্গুলম্" ॥ অনন্ত মস্তক, অনন্ত চক্ষু অনন্ত মস্তক সমন্বিত সর্ব্বপ্রাণী সমষ্টিরূপ ব্রহ্মাণ্ডদেহ বিরাটাক্ষ্য পুরুষ সমস্ত ব্যাপিয়া থাকিয়াও দশাঙ্গুল অতিরিক্ত অবস্থায় বিদ্যমান। এই পুরুষ আবার ত্রিকালস্থায়ী এবং সর্ব্ব ভূতেব্যাপ্ত। তাই বলিলেন পুরুষ এ-বেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চভব্যং। উতামৃত ত্বসেশানো যদন্নেনাতিরোহতি। ইনি অমৃতত্বের ঈশান* পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম। ঋষির এই উক্তিতে পুরুষ রূপে সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত সগুণ ঈশ্বর (ব্যাপ্নোতি বিশ্বমিতি) বিষ্ণু তথা অমৃতত্বের ঈশান মৃত্যুঞ্জয় শিবের সন্ধান পাওয়া গেল ব্রহ্মের সগুণরূপ বিষ্ণু ও নির্গুণরূপ মহাকাল তুরীয় শিব। শিব অর্থে মঙ্গল। মৃত্যুভীতি অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব লাভই পরম মঙ্গল।

ক্রমে ঋষি চিন্তা করিলেন পুরুষ রূপে যিনি সর্ব্বপ্রাণী দেহপুরে ব্যাপ্ত তখন তঁহাকে নিজ দেহপুরে পুরুষ (পুর+উষতি বসতি) রূপে অপরোক্ষনুভুতিতে উপলব্ধিই বা না হইবে কেন? "পাকেন মনসা. —বাহির হইতে গ্রাসিত বিবিধ আহার্য্য যেমন জঠরাগ্নিতে পাক হইয়া একরূপ হয়, তেমনি বহিরাগত বৃত্তি সমূহকে যেন অন্তরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাতে পাক করিয়া একাগ্র পরিপক্ক মনে এই অহংরূপী

---

* হিরন্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদস্য বিদো বিদুঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মার দর্শন তাহারা পাইলেন হিরন্ময়ে কোশে* হিরন্য গর্ভরূপে। তাই বলিলেন হিরন্য গর্ভ সমবর্ত্ততাগ্রে।... সদাধায় পৃথিবী মৃতত্মাম তিনি সর্ব্বাগ্রে সমলবর্ত্তিত হইয়াছেন তিনিই বিশ্ব ধারণ করিয়া আছেন ইহারই গর্ভে বা অভ্যন্তরে এই বিচিত্র বিশ্বের বীজ বা শক্তি নিহিত আছে আর তাহা হইতেই বিশ্বের তাবৎ পদার্থের উদ্ভব। তখন সেই হিরন্ময় কোষমধ্যস্থ বিরজ (অবর্ণ ব্রহ্ম শুদ্ধ জ্যোতি সমূহের জ্যোতি) অহংরূপী আত্মারূপে দর্শন পাইলেন, তখন সেই আত্মা বা অহংই যে সর্ব্বভূতেই প্রবিষ্ট আছেন ইহা উপলব্ধি হইয়াই বলিলেন সোঽহং অর্থাৎ বিশ্বের তাবৎ পদার্থে অহং রূপ আত্মাই প্রবিষ্ট আছেন। সুতরাং অহংরূপী আমিও তাই। এই মহাবাক্যই বেদ শুনাইলেন পরমাত্মভূত দেবী বাগ্মীর মুখে "অহমেব বাচ ইব প্রবাম্যারভমানা ভুবনানি বিশ্বা ইত্যাদি (দেবীসুক্তঃ) ঋষির নিজ বিরাট বা ব্রহ্মরূপে উপলব্ধিই বেদের শেষ বাণী-বেদ বা জ্ঞানের অন্ত-বেদান্ত। সেই অহং রূপে আত্মার বিরাট ব্রহ্ম বা পরমাত্মারূপই নির্গুণ নেতি বিশেষণে বিশেষিত নির্গুণ ব্রহ্ম। এই পদ মনের ধারণার বাহিরে "যতো মন বিবর্ত্ততে"—ইহা যোগীর উপলব্ধির বিষয়। গুরু বাক্য দ্বারা বা শুধু বেদান্ত শাস্ত্র সমূল গ্রাসেও ইহা গ্রস্ত বা অধিগত হয় না। মুখে সোঽহং সোঽহং বলিলেও ইহা ধারণাতীত থাকিয়া যায়। আত্মজ্ঞ গুরুর আদেশ যথাযোগ্য কঠোর অভ্যাস সহ যোগসাধনে সেই গুরুর কৃপাতেই কাহার কাহার পক্ষে এই পদ উপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে।

---

* সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাবাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্। সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ। "হরায় মৃড়ায় শর্ব্বায় শিবায় ভবায় মহাদেবায় উগ্রায় ভীমায় পশুপতয়ে রুদ্রায় শঙ্করায়েশানায় স্বাহা"। (ইতি অশ্বলায়ন গৃহ্য সুত্রে) আদ্য পুরুষং ঈশানং ব্রহ্মং। (মহাভারত)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই নিগুর্ণ ব্রহ্মই মহাভারতোল্লিখিত নারায়ণ—(নার+অয়ন)। নার=নর সম্বন্ধীয় বা জল। =নর সম্বন্ধীয় গমনাগমন। ন+ঋ=নৃ। বৃহদারণ্যকের মৃত্যু বা 'ন' (নাস্তি) রূপী পরমাত্মা। সেই পরমাত্মায় ঋ (গতি) উদ্ভূত হইয়া ক্রমবিবর্ত্তনে ঋতং (সংকল্প বা গতি), সত্যং (পঞ্চভূতানি), রাত্র (তম বর্ণের বাস্পকার মেঘ) তাহাই সমুদ্র (সমুচ্চয় দ্রব অর্ণব। সেই সমুদ্রার্ণব জল হইতেই পৃথিবী, তাহা হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেত, আর সেই রেত হইতে প্রাণীজগতের অন্তর্গত নৃ শব্দের নর। নৃ বা নর হইতে নার। সেই 'ন'ই এই বিবর্ত্তনের কারণ নার—তাই কারণার্ণবেশায়িত নারায়ণ। আর 'ন' হইতেই সর্ব্বভূত-জাত পদার্থের উদ্ভব বা আগমন পুনরায় প্রলয়ে সেই কারণার্ণবেই গমন বা লয়। পক্ষান্তরে দেহী সাধকেরও সেই কারণ হইতে দেহাত্মরূপে আগমন আবার যোগসাধনে সেই কারণ পদে গমনে বা প্রাপ্তিতে স্বরূপ সিদ্ধি। তথা-হইতে আগত তথাতে গত বুদ্ধের তাই তথাগত+ নারায়ণের মূর্ত্ত প্রতীক একখণ্ড স্বভাবজঃ কাল বর্ণের প্রস্তর বিশেষ, যাহা নদীর খর স্রোতে তাহার তলদেশস্থ প্রস্তরের সহিত ঘর্ষিত হইয়া গোলাকার আকৃতিতে পরিণত হইয়াছে। ইনি আপাত দৃশ্যেগোলাকার ব্রহ্মাণ্ডে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত, তাই অভেদ্য গোলাকার প্রস্তর স্বরূপ।

অন্ধকারে কোন কিছুর 'হদিশ' পাওয়া যায় না। তাই তম গুণান্বিত অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ইনি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর বিশেষ। এই গোলাকার শিলা খণ্ডে একটি ছিদ্র আছে যেন তাহাদ্বারা ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। জ্ঞানীর চক্ষু যেন সেই ছিদ্র পথ ভেদ করিয়া তাহার আত্ম-জোতিভাসিত দৃষ্টিতে তাহার অন্ধকার আবরণ উন্মোচনে "জ্যোতিষাং" জ্যোতিরূপে, আবার আরও পরে সেই জ্যোতিরও লয়ে, সেই 'ন'রূপী কারণেই লিপ্ত হইয়া সমাধি পদে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নারায়ণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্চ্চা যেন দৃষ্টি ভেদে সগুণ ও নির্গুণ উপাস্যের প্রতীক, শৈব সম্প্রদায়ের কাল প্রস্তর (মহাকালের প্রতীক) বা কাল মৃত্তিকা নির্ম্মিত শিব-লিঙ্গ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাল প্রস্তরের নারায়ণ—একই উপাসনার ধারাতে কল্পিত। শিবলিঙ্গের মস্তকোপরি বর্ত্তুলাকার অনুর্চ্চর্য্য বিন্দুটী সেই তুরীয় 'ন' রূপ কারণ, সুতরাং অনার্চ্চনীয়। তাই অর্চ্চনার সময় তাহা নামাইয়া রাখা হয়। ইহার সাদৃশ্য নারায়ণ শীলার অদৃশ্য প্রায় রন্ধ্র। এই প্রতীক বা অর্চ্চাদ্বয় অপেক্ষাকৃত উচ্চাধিকারী উপাসকের পক্ষে বিধেয়। মানবীয় মন, স্বরূপ দেখিতে অভ্যস্থ জন্য, একটী সর্ব্বাঙ্গ শ্রীযুত নিজাকারে উপাস্যকে দেখিতে পাইলে, তাহাতে একাগ্র হইবার বিশেষ সম্ভবনা জন্যই, শিব ও বিষ্ণুর মনুষ্য সাদৃশ্যে মূর্ত্তি কল্পনা করা হইয়াছে—যাহাতে ইহা সহজ বুদ্ধির অধিগম্য হইতে পারে।

অদৃশ্য সূর্য্য কিরণ আকাশস্থ জলবিম্বতে প্রতিফলিত সপ্তবর্ণে রঞ্জিত রামধেনুরূপ কিছুক্ষণ দৃষ্টি গোচর হয়। তাহার অন্তর্ধানে তাহার কারণ শুভ্র সূর্য্যই থাকে। Spectroscopeএর নানাবর্ণে রঞ্জিত পাখা-গুলি অতিবেগে ঘুরাইলে শেষে তাহা এক শুভ্র বৃত্তাকারে দৃশ্য হয়। তাই এই বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত বিশ্বের শেষ কারণকে সেই প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে শুভ্র বর্ণেই রঞ্জিত মূর্ত্ত শিব করা হয়। অপর পক্ষে শ্যাম ধরাতল, শ্যাম আকাশতল শ্যাম সিন্ধু জলে যিনি ব্যাপী—বিষ্ণু, তিনি শ্যামবর্ণ। তাঁর তিনস্থানে গমনের জন্যই যেন একাধারে জলচর, স্থলচর ও খেচররূপী পক্ষী সুপর্ণ (গরুড়) তাঁহার বাহন। তাঁহার এক হস্তে একীভূত পঞ্চভূতরূপ সৃষ্টির উপাদান পাঞ্চজন্য শঙ্খ (পঞ্চজনানি-পঞ্চভূতানি)। আর তাহা হইতেই চূর্ণ বা পরমাণুরূপে তাহাকে পৃথক করিবার অস্ত্ররূপে গোল 'করাতে'র ন্যায় দ্বিতীয় হস্তে সুদর্শন চক্র। সেই চূর্ণ গুলিকে একত্র করিয়া তাল পাকাইয়া তাহা হইতে নানারূপ আকৃতির নামরূপ উপাধিধারী পদার্থ নির্ম্মাণ করিতে তাহাকে পিটিবার জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বকর্ম্মা কর্ম্মকারের গদার প্রয়োজন (তৃতীয় হস্তে) এই প্রথম নামরূপ উপাধিধারী পদার্থই প্রথম জলজ উদ্ভিদ পদ্ম। এই মানুষ রূপী মূর্ত্ত্য উপাস্য দেবতা দ্বয়কে আবার মানব প্রকৃতিজাত ব্যবহারানুযায়ী একজনকে শক্তিরূপী উমার সহিত, অন্যজনকে লক্ষ্মীর সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করান হইয়াছে। এক পক্ষে এই উমাকে সাধক মাতৃ-রূপে উপাসনা করেন, কেহ কেহ তজ্জননী মেনকার বাৎসল্যরসের কবিতার সৌন্দর্য্যে আনন্দ উপভোগ করেন। অন্য পক্ষে বৈষ্ণব সাধক রুচি অনুসারে এই চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে প্রকৃত মানব অবতার দ্বিভুজ মুরলীধারী ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণরূপে তাঁহাকে মা যশোদার দুলাল শিশু গোপালের বাৎসল্য রসে গোপীগণের কৈশোর প্রেমরসে প্রবীণ গোপদের দাস্য রসে এবং গোপ বালকদের সখ্যরসে লীলায়িত করেন। সেই কৃষ্ণের ভক্তি রসেই প্লুত বিদুর, তাঁহাকে বিষ্ণুরূপেই দেখিয়াছিলেন। গীতার আদর্শ বিশ্বপত্নীকে যোগেশ্বর পুরুষোত্তম পূর্ণ ব্রহ্মে তাঁহার পূর্ণ নারায়ণ রূপে পরিণতি। আর পরবর্ত্তীকালে তাহারই প্রতিধ্বনি হইল 'আত্মা-রাম' 'পরম আত্মনি'রূপে ভাগবত পুরাণে। যেমন বৈদিক ইন্দ্রকে তাঁহার কর্ম্মরূপ শচীকে তাঁহার পত্নীর আসনে বসান হইয়াছে তেমনি "নারায়ণী" মাহেশ্বরী, ব্রহ্মাণী শক্তি ও বৈষ্ণবী শক্তিকেও তত্তদ্‌পত্নী পদে বরণ করা হইয়াছে। (শচ বাচি) শচী কর্ম্ম।* শচীপতি কর্ম্মপালক ইন্দ্র অর্থে ঋগবেদে বহুস্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে।

* "ন কিরস্য শচীনাং নিয়ন্তা সুনৃত্যনাম্"। শক্তং শচীপতি শচীভিঃ। শচীতি কর্ম্মনাম্ (সায়ন) "বিশ্বেতা তে হরিবঃ শচীবোঽভিঃ তুব্যসঃ স্বযশ্যো গৃণন্তিঃ। শচীবঃ কর্ম্মবন। (সায়ন)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষ ও প্রকৃতি—বেদ বলিলেন "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত" যেন কোন অজ্ঞাত স্থান বা আধার তাপিত হইলে, তাহা হইতে গতি ও পঞ্চভূতরূপ সত্য উদ্ভূত হইল। বৃঃ আঃ বলিলেন আদিতে কিছুই ছিলনা যেন মৃত্যু দ্বারা সমস্ত আবৃত ছিল। পরে সেই মৃত্যুই মন সৃষ্টি করিয়া আত্মবান হইলেন। তৈঃ উঃ বলিলেন সেই বা আত্মা হইতে আকাশাদি পঞ্চভূত সম্ভূত হইল। বেদান্ত ইহারই সূত্র করিয়া বলিলেন "জন্মাদ্যস্যযতো"। জন্মাদি যাহা হইতে হয় তাহাই ব্রহ্ম (বৃংহতি বর্দ্ধতে) অতি বৃহৎ, যাহার একমাত্র বিশেষণ মন, বুদ্ধি, বাক্য এবং সর্ব্বেন্দ্রিয় অগ্রাহ্য 'না' ইতি নেতি। ইহাই অন্য উপনিষদ অভিধেয় যৎশূন্যবাদীনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্ম-নিদাং চ যৎ" "শুদ্ধ, পুতঃ, শূন্য শান্তঃ"। বেদে এই মরীচীনাং পদমিচ্ছন্তি বেধসঃ"- মরীচীর ন্যায় অদৃশ্য পদ। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বলিলেন—আদিতে এক নির্ব্বিকার, নিস্তরঙ্গ, অদৃশ্য homogeneus ("অপ্রকেতং সলিলংসর্ব্বমাইদং) রূপ অনন্ত (Etherial space) ছিল। তাহাতে চক্রাকারে (spiral) ঘূর্ণন গতি উত্থিত হইয়া তাহার ফলে আদি পঞ্চভূতরূপ-মূলউপাদান (Protyle) Ion বা পরমাণুরূপে সৃষ্ট হইল। এই ঘূর্ণন গতির একটা শক্তিও অবশ্য সেই স্থানেই নিহিত ছিল। বেদের তাপ বা তপস্যাই তাহা। মনেই প্রথম সঙ্কল্প হইলে যেন মন দ্বারাই শক্তি কার্য্যে নিয়োজিত হয়। তাই সেই আধারই যেন মন করিয়া আত্মবান হইলেন। সেই গতিশীল কার্য্যকরী আত্মাই (অত গত্যর্থে) সৃষ্টির কারণ। বেদান্ত বলিলেন "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম", ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। নশ্বর নামরূপ উপাধিধারী সর্ব্ব বিশ্বের লয় হইয়া আধাররূপ ব্রহ্মই শেষে থাকে। যে ক্রান্তদর্শীগণ ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাঁহারা ও এই সর্ব্বের গণ্ডির মধ্যেই থাকিয়া ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন নিজ আত্মোপলব্ধিতে। তাঁহারই মধ্যে একজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদিজ্ঞানী ঋষি কপিল ঐ উপলব্ধি কি কি করণে সিদ্ধ হয় তাহারই স্তর বিন্যাশ (process) নিজ সাধনার ধারায় সংখ্যা করিয়া সাংখ্য তত্ত্বালোকে সুধীগণের জ্ঞানের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। মহাভারতে মোক্ষপর্ব্বে ও গীতায় এই সাংখ্য মতই মান্য করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে "প্রকৃতিঃ পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদি উভাবপি।" পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের মতে Ion ও Protone এবং Electrone এর সংহতিতে উদ্ভূত হইয়া সেই পুরুষ ও প্রকৃতিরই সাক্ষ্য দিতেছে। বেদে প্রকৃতির উল্লেখ নাই। উপনিষদে ইহাকে অন্ন বলা হইয়াছে। এই পুরুষ ও প্রকৃতির স্বরূপ কি ?

অপ্রকেত (ভেদরহিত) কারণ সলিলে শায়িত নারায়ণে বহুরূপ হইয়া আমি "বহু প্রজারূপে প্রকাশিত হইব" মননে তাঁহাতে লীন চিৎশক্তি উদ্রিক্ত হইয়া তাঁহাকে যেন সপ্তবার আন্দোলিত বা আলোড়িত করিলে, তাঁহার স্ব-ভাবজ সাম্য গুণত্রয় আলোড়িত হইয়া তাঁহার প্রথম বুদ্ধির বিকাশ হইলে, ("সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈবত্রীন বিদ্যাদাত্মনোগুণাম) (মনুঃ) তিনি অহংরূপে আত্মবান হইলেন। দয়া, দাক্ষিণ্য, হিংসা, অহিংসা প্রভৃতি গুণের তত্ত্বদ প্রকাশে স্ব-ভাব অনুমিত হয়। তাই এই গুণ (মীয়তে অনেন বা মাতি অনুমান ইতি) মায়া বা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা ক্রিয়ার অবলম্বন। (প্র প্রথম্নতি আরম্ভে+কৃতিঃ করনং=প্রকৃতি) গুণ ও সেই আধারেই ছিল। শক্তির সাহায্যে আলোড়িত ও শক্তিপ্রাপ্ত হইয়া ত্রিধাব্যক্ত হইল। আধারও শক্তিময় হইয়া গতিশীল আত্মনীরূপে আত্মা (অতসন্ততগমনে) পুরুষ হইলেন। (পুর—উষতি—বসতি)। আধার বেদান্তে ব্রহ্ম, উপনিষদে পরমাত্মা, গীতার পুরুষোত্তম, পরাপ্রকৃতি-পুরুষ অপরা প্রকৃতি। সেই অনাদি আধার হইতেই যেন উভয়ে উদ্ভূত তাই অনাদি। যোগসাধনায় ক্রমাভ্যাসে দেহেন্দ্রিয় জ্ঞানের বিলোপ সাধনে রক্ষাভ্যন্তরে যে জ্যোতির ক্ষীনপ্রভা স্বতঃ প্রকাশিত হয় তাহা বুদ্ধির অনুভূতি। চক্ষু গোলার প্রাকৃতিক phyisical জ্যোতিতে নিমগ্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন, অন্তর্মুখী হইতে পারিলে বুদ্ধির সহিত যোগে সেই জ্যোতি স্পষ্টাকারে অনুভূতি করে। ইহাই পুরুষের স্বতন্ত্রভাবে কেবলি অবস্থার দর্শন আত্মদর্শন। এই বুদ্ধিরূপেই করণরূপী প্রকৃতির প্রথম ব্যক্ত বিকার। তারপর যথন মনে অহং জ্ঞানের আবির্ভাব হয় তখনই লীন তন্মাত্রের পঞ্চ প্রকার ভেদ সাধনে তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুভূতি হয়। কাজেই করণের এই সপ্তধারার ব্যক্তি জন্য প্রকৃতি সপ্তধা। শেষে বুদ্ধিরও লোপে কোনও অনুভূতি না হওয়াতে পুরুষ প্রকৃতি কোথায় গেল তাহা কে বলিবে? কাজেই বলিতে হইবে উভয়েই সেই বুদ্ধিরও অনধিগম্য সেই আধারেই লীন হইয়া সম+অধি অবস্থায় স্থিত। তাই সাধক কপিল সাংখ্য (সংখ্যা শব্দ হইতে) অনুভূতিতে যে পুরুষ ও প্রকৃতির উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। এইরূপ বহু সাধকের পক্ষে বহু পুরুষ ও করণের ধারা একই প্রকৃতি। গুণের তারতম্য জন্য প্রকৃতিজ স্বভাবের বিভিন্নতা।

তাই সগুণ প্রকৃতিরূপা বিশ্বধাত্রী শ্রীযুত ("যাশ্রী স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু অলক্ষ্মী পাপত্মনাং) সগুণ ব্রহ্ম বিষ্ণুকে সপ্তবার আলোড়িত করিয়া তাঁহার গুণরূপ প্রকৃতিকে চিৎশক্তি সাহায্যে চলচ্ছীল রজের (রেণুর) বা পঞ্চভৌতিক পরমাণুরূপে পরিণত করিয়া পরে তমাকার মৃত্তিকায় পরিণত করণের ক্রিয়াই এই দোললীলাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। ফল্গু=রেণুভেদঃ। ফাল্গুনে বৃক্ষলতার নবপত্রও পুষ্প, আম্র মুকুলের রেণুর মলয় সমীরণে বিকীরণে, যেন তাহারই বসনে আচ্ছাদিত বসন্তের (বস ধাতু হইতে বসন,) বসন্তআবির্ভাব। তাহারই পৌর্ণমাসীতে সুষমাময়ী প্রকৃতির দৃশ্যেও মলয় সমীরণে, নরনারী মাতোয়ারা হইয়া দোললীলা উৎসব করে। যেন নারীরূপী প্রকৃতি দেবী নিজের নিস্থত রজ (ফল্গু=ফাগু) দিয়া পুরুষরূপী নরকে মিলনে ও সৃষ্টির পরিণতি সাধন জন্য ঔৎসুক্যের সহিত হিন্দোল রাগিণীতে প্রেরণা দেয়। তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমিক কবির মুখ বসন্ত বর্ণনায় মুখরিত। যেন প্রচণ্ড শীতের মৃত প্রায় লুপ্ত সৃষ্টির পুনঃ প্রকাশের জন্য নব বসনে সজ্জিতা প্রকৃতি পুনঃ সপ্তবার পুরুষকে দোলাইয়া, তাহার নৃত্য দ্বারা মোহিত করিয়া তাহাকে সৃষ্টি করনোন্মুখ উদ্দেশ্যে বার বার প্ররোচিত করিতেছে। বৈদিক বিবাহে কন্যার সপ্তপাক ও সপ্তপদী ইহারই প্রতিকৃতি। আর সাধক বিষ্ণুর আরাধনার পূর্ব্বদিন চতুর্দ্দশীতে তাঁহার চতুর্দ্দশ করণ সংযম করেন তমাকার। তৃণাচ্ছাদিত হেয় পশু সুলভ ভাব অথবা কুষ্মাণ্ড মস্তিস্ক প্রহৃত তদ্বিধ বুদ্ধির হনন করিয়া—যেন তাহাতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় রজ গুণের উদ্ভাসনে সত্ত্বগুণের বিবেক উদ্বোধন জন্য অভিষেক দ্বারা। যাযাবর আর্য্যজাতি বর্ষার জন্য এবং প্রচণ্ড শীতের জন্য একস্থানে আবদ্ধ হইয়া যে সাময়িক তৃণাচ্ছাদিত কুটিরে সপশু বাস করিত শারদীয় ও বাসন্তিক দুই বিষুব সংক্রান্তিতে বর্ষা ও শীতের অবসানে সেই কুটির ও তৎস্থিত বৃদ্ধও রুগ্ন পশুকে অগ্নি দগ্ধ করিয়া অন্যত্র যাত্রা করিত। শারদীয়া ও বাসন্তী পূজার আচরিত হোম যজ্ঞ তাহারই লুপ্ত স্মৃতি।

দোললীলায় শঙ্খ চক্র গদাপদ্মধারী বিষ্ণু সৃষ্টি করিয়া তাহাতে "অনুপ্রবিশতি"তে এক একটা অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, আনন্দরূপ পঞ্চকোষের যে দেহরথ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করতঃ হস্ত পদ ইন্দ্রিয়াদি রহিত হইয়া একমাত্র দ্রষ্টারূপে যেন ঠুঁঠ জগন্নাথ হইয়া অধিষ্ঠিত হইলেন, সেই রথই প্রবৃত্তি মার্গে চালিত হইয়া তাহার ঘূর্ণিত চক্রোত্থিত জল বিন্দুর ন্যায় সৃষ্টির প্রসার করিয়াই সংসার চক্র চালিত করিলেন। তিনি জগতের নাথ জগন্নাথরূপে বামন (ক্ষুদ্র) আত্মা-রূপে তাহাতে বিদ্যমান থাকিয়া, নিবৃত্তি মার্গের উল্টারথে 'রথে চ বামনংদৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"। দৃষ্টি ভেদে কেহ রথ দেখে, কেহ বামন দেখে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃন্দাবন—তাবাং বাস্তন্যুশ্মসিসমধ্যৈ যত্র গাবোভূরিশৃঙ্গাঅয়াসঃ। তত্রাহতদুরুগায়স্ত বৃষ্ণঃ পরমং পদ ১বভাতিভূরি"। (ঋগ্বেদে) পত্নী ও যজমান স্তুতি করিতেছেন-যে স্থানে বহুলোকের আশ্রয় স্থানীয় অতি বিস্তৃত রশ্মি সমূহে প্রদীপ্ত সেই বিষ্ণুর পরম পদে আমরা যেন যাইতে পারি। গো-সূর্য্যরশ্মি (যাস্ক)। বেদের গোপায়তে হইতে (গোপ+ আ (সমন্তাৎ+লীয়তে)=গোপাল অর্থ করিলে যে স্থানে সৃষ্টি গোপায়তে হয় বা লীন হয় অথবা সূর্য্যরশ্মিও লীন হয় যে গোলোকে সেই পরম পদ। বৈষ্ণব মতে ইহারই অপভ্রংশে যে লোকে গো (গরু) সকল থাকে গোলোক আর তাহাই অথবা গো রূপ পৃথিবী পালন জন্য গোপাল। ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণের বৃন্দাবন—"নিত্য স্থলক্ষ প্রচ্ছন্ন-গোলকধাম, গোপ গোপীনামাবৃতংবর্ত্তুলাকারং কল্প-বৃক্ষ সমন্বিতং, কামধেনু, রাসমণ্ডল মণ্ডিতং, বৃন্দাবনাচ্ছনং, শতশৃঙ্গ সুদীপ্তং নানাভোগ সমাযুক্তোমধুবাপীশতৈবৃতৈং কামভোগ সমন্বিতঃ"। ইহা মর জগতের সমস্ত উপাদান সমন্বিত নিত্য কি স্থূল জগতের স্থূল দেহধারীর অত্যুত্তম সমস্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর ভোগের স্থান? কোন মূঢ় এই ভোগ লালসা ত্যাগ করিয়া কৃচ্ছ সংযম সাধনে শাশ্বত অমৃত বিষ্ণুর পরম পদ লাভের প্রত্যাশী হইতে পারে? ইহা বিষ্ণুর পরম পদ নহে ইহা মর্ত্ত্য গোপালের মর্ত্ত্য লীলার অনিত্য স্থান বর্ত্তমান বৃন্দাবন। পুনশ্চ সত্য যুগের সংসার ত্যাগী হরি ভক্ত কেদার নৃপতির কমলাক্ষী বৃন্দানাম্নী কন্যা বন গমনে ষাট হাজার বৎসর তপস্যার ফলে শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইলে তিনি (কৃষ্ণ) সদাই তাহার সহিত রমণ করিয়া পরে তাহাকে গোলোকেও লইয়া গিয়াগিলেন। বৃন্দার তপস্যার স্থানই বৃন্দাবন। (অপরঞ্চ) বেদবতীও তুলসী নামে কুশধ্বজ রাজার দুই কন্যার মধ্যে বেদবতী তপস্যা করিয়া পরজন্মে সীতারূপে রামের পত্নীত্ব লাভ করেন। তুলসী তপস্যা করিয়া দুর্ব্বাসার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাপে শঙ্খাসুরকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া পরস্ত্রী হইয়াও 'কমলাকান্ত'কে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার তপস্যা স্থানই বৃন্দাবন নামে প্রচারিত হইল। রাধার ষোড়শ নামের মধ্যে এক নামও বৃন্দা জন্য তাঁহার কেলি স্থানই বৃন্দাবন। পাছে চৈতন্যদেবের স্বপ্নাবেশে আবিষ্কৃত লুপ্তপূর্ব্ব বৃন্দাবন, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণে শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন পুরাণে অনুল্লিখিত বিধায়, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থানের ন্যায়, উহার পুরাকালে স্থিতির ঐতিহ্য অবিশ্বাস্য হয়, তজ্জন্যই এই অর্ব্বাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, পদ্মপুরাণ গুলির এই কষ্ট কল্পনা প্রসূত প্রমাণের প্রয়োজন। উক্ত তিন সুপ্রাচীন পুরাণে রাধারও কোন নাম গন্ধ না থাকাতে বৃষভানু নন্দিনী* গান্ধর্ব্বী রাধিকার ন্যায়, তাঁহার কেলিক্ষেত্র বৃন্দাবনও "গন্ধর্ব্ব নগরে"র ন্যায় আবির্ভূত ও লুপ্ত হইয়াছিল কি? ওঁ শান্তি

---

* বৃষভানু সুতা স্যাতু নিত্যানন্দ স্বরূপিনী। গান্ধর্বি ক্যন্তর্লালায়াং হ্রী শ্যামা কৃষ্ণবল্লভা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কচ ও দেবযানীর রহস্য ঃ

পুরাকালে সুরাসুর যুদ্ধে যে সমস্ত অসুর নিহত হইয়াছিল, তাহাদিগকে তাঁহাদের গুরু শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রভাবে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সুরগুরু বৃহস্পতি নিহত দেবতাগণকে সেরূপ করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য ভীত দেবতারা বৃহস্পতি পুত্র কচকে স্তুতিদ্বারা প্রীত করিয়া তাঁহাকে শুক্রের নিকট হইতে সেই বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন। তিনি তৎসকাশে উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে বহু সহস্র বৎসর তাঁহার সেবা করিলেন। অসুরেরা তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া অনেক নির্য্যাতন করিয়াও তাঁহাকে দূরীভূত করিতে অশক্ত হইয়া তাঁহাকে বধ করিল ও সেই মাংস লবনাক্ত করিয়া গুরু শুক্রকে ভক্ষণ করাইল। তিনি স্বীয় দুহিতা দেবযানীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে স্ব-উদরস্থ কচকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। বহুকাল একসঙ্গে বাস জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রণয়ের সৃষ্টি হইলেও, সিদ্ধ মনোরথ কচ প্রণয়িনীর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন মানসে বিদায় চাহিলেন। তখন তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে দেবযানী সাধ্য সাধনা করিলেন। পণেবদ্ধ কচের মন কিছুতেই টলিল না। তিনি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দলিতা ফণিনীর ন্যায় ক্রুদ্ধা দেবযানী তাঁহাকে শাপ দিলেন "তোমার এই বিদ্যা কার্য্যকরী হইবে না।" কচও শাপ দিলেন—"তুমি ক্ষত্রিয় পত্নী হইবে।"

বেদের "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"; "ইন্দ্র মায়য়া পুরুরূপ ঈয়তে"। মায়ারূপ প্রকৃতির বিকাশ সম্ভূত সমস্ত বিভূতির একমাত্র নিয়ন্তা; যিনি প্রকৃতির সাহায্যে বহুরূপে প্রকটিত হইয়াও একই সৎরূপেস্থিত দেবাদিদেব বৈদিক ঋষির ইন্দ্র, তিনিই পরবর্তীকালে উপনিষদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'মায়াধীশ' পরমাত্মা। তাই "ইন্দ্রস্যাত্মনো লিঙ্গমনুমাপক্ ইতি ইন্দ্রিয়"। ইন্দ্রিয় শব্দের এই বুৎপত্তি অর্থ দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ দেহী আত্মার অস্তিত্বের নিদর্শন বা চিহ্ন, এই ইন্দ্রিয়গণ দ্বারাই জ্ঞাপিত হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক=পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্ত, পদ, বাক্ পায়ু উপস্থ=পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত—চারিটি অন্তঃকরণ —একুনে এই চতুর্দ্দশ করণ যোগেই ও বিয়োগেই আত্মা জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে কার্য্য করেন। এই সকল করণ গুলিই প্রকৃতির বিকার। প্রকৃতির সূক্ষ্ম বিকার পঞ্চতন্মাত্র শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস ও গন্ধ হইতে উদ্ভূত পঞ্চস্থূল মহাভূত ক্ষিতি অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোমের উপাদানে নির্ম্মিত দেহই এই চতুর্দ্দশ করণরূপ কার্য্য করিবার যন্ত্র গুলির আধার। মহাশান্তি পর্ব্বে—"শব্দরাগাৎ শ্রোতমস্য জায়তে ভাবিতাত্মনঃ রূপরাগাৎ তথা চক্ষুঃ ঘ্রানং গন্ধ জিঘ্ৎক্ষয়া"। প্রাণীর আত্মার শব্দ শুনিবার ভাবনা হইলে কর্ণ, রূপ দেখিবার ইচ্ছায় চক্ষু, আঘ্রাণের ভাবনায় নাসিকা উৎপন্ন হয় ইত্যাদি। এই পরিপূর্ণ দেহই আত্মার যান বা বাহন। দেবআত্মা এই দেহরূপ রথেই অধিষ্ঠিত জন্য ইহাই দেবযান। স্ত্রীলিঙ্গ প্রকৃতির বিকার জাত দেহই প্রকৃতির প্রতিকৃতি মূর্ত্তিমতী দেবযানী শুক্র দুহিতা।

কচ—বন্ধে, তিবি। শ্বিট্-দীপ্তি। কচ্যতে বধ্যতে ইতি কচবন্ধে+ অপ.। কচতে শোভতে। কচ অর্থে বন্ধন, শোভন দীপ্তি। কচ বৃহস্পতির পুত্র। বৃহস্পতি=বৃহতাং পতিঃ। যিনি বৃহতের পতি। বেদে ব্রহ্মণস্পতিকেও বৃহস্পতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে; যথা—বৃহস্পতে প্রথমং বাচো অগ্র যৎ প্রৈরৎ নামধেয়ং দধানা ইত্যাদি (ঋ, ১০।৭১।৬)। হে বৃহস্পতে-অন্তরাত্মন্ (সায়ন)। সায়ন মতে বৃহস্পতির এই অন্তরাত্মন অর্থ অনুসরণে এই উপাখ্যানের সামঞ্জস্য দেখান হইয়াছে। তাহা হইলে বৃহস্পতি পুত্র কচ হইতেছেন—বৃহস্পতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপ বৃহৎ পরমাত্মার মন সংযোগে গতিশীল যে অংশ (আত্মা অততি গত্যর্থে ব্যাপ্ত্যর্থে) জ্যোতির্ম্ময় আত্মারূপ, দেবলোক—(দিব্যতি আনন্দেন ক্রীড়তি, দিব+অচ দেব—তল্লোক) হইতে, সংসারে অবতরণ করিয়া নানারূপ নাম উপাধিধারী দেহে বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া, ক্ষণকাল ক্রীড়ামোদে নিজকে ভুলিয়া থাকেন। দেব শব্দের আর এক অর্থ ইন্দ্রিয়ম্। (মেদিনী) সুতরাং দেব-যানী অর্থে ইন্দ্রিয়ের বাহন দেহ। এই দেবযান পথেই দেব আত্মা গমনাগমন করেন। অর্থাৎ একবার দেহে আগমন করিয়া 'লেলায়তীব' যেন লীলা করিয়াই তৎসমাপ্তির পর পুনরায় তথা হইতে স্বলোকে বা স্বরূপে কখন কখন গমন করেন অথবা পিতৃযান পথে অন্যলোকে গমন করেন। যখন দীপ্তি-শালী শোভন আত্মা এই দেহে কচরূপে বন্ধন প্রাপ্ত হন, তখন দেহাত্মবোধে তাহার সহিত যেন প্রেমে আবদ্ধ হইয়া স্বকার্য্য বা মন দ্বারা স্বীয় কর্ম্মাকর্ম্মের ভোগ, সেই দেহ দ্বারাই শেষ করিয়া তাহাকে অন্তিমে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তাই কচ দেবযানীর সহিত প্রণয় সূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। দেহরূপ দেবযানীও আত্মার প্রীতির জন্যই প্রাণপণে সমস্ত ভোগ্য যোগাইয়া দেয়। 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ —ইহাই দেহের চিরন্তন ধর্ম্ম।

শুক্র—শুক্রং-শুচ ক্লেদে মজ্জাজাত ধাতুঃ পুংস্তত্ত্বম্, রেতঃ বীজম্, বীর্য্যম্, অন্নবিকারং। শুক্ররূপ পঞ্চভূতের উপাদানে নির্ম্মিত কোষাবরণে, চতুর্দ্দশ করণও পঞ্চতন্মাত্র সমন্বিত লিঙ্গ দেহ বিশিষ্ট আত্মা পুংবীজ-কোষ (spormatozoa) সেই শুক্রস্রোত যানে বা বাহনে মাতৃজঠরে প্রবেশ করিয়া তথাস্থিত সেইরূপ মাতৃকোষের সহিত একীভূত হইয়া একটী ভ্রূণরূপে পরিণত হয় এবং মাতৃ শোণিতের উপাদানে ক্রমবর্দ্ধিত হইয়া পরিপূর্ণ দেহাকারে ভূমিষ্ঠ হয়। সুতরাং এই যুক্ত কোষানু শুক্রবীর্য্য হইতে তাহার ক্রমবর্দ্ধনের শক্তিপ্রাপ্ত হয়। যেন শুক্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে উৎপন্ন, তাই দেহরূপ দেবযানী শুক্রের আত্মজা দুহিতা। এই শুক্রের শক্তিই দেহকে আমরণ পর্য্যন্ত সঞ্জীবিত রাখে। অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়ে অকালজরা ও মৃত্যু এবং বহুপ্রসবী নারীর অনবরত এই শুক্রবীর্য্যের উপাদান যোগাইয়া তদবস্থা প্রাপ্তি প্রত্যক্ষ। তাই শুক্রই এই সঞ্জীবনী শক্তির পরিজ্ঞাতা শুক্রাচার্য্য। অসন কুশল (অস-নিক্ষেপে) নামরূপ উপাধি নিক্ষেপ কুশল অসুর পরমাত্মার সহিত নামরূপ উপাধির আশ্রয় ইন্দ্রিয় বা দেবগণের যেন দেবাসুর যুদ্ধে দেবগনের মৃত্যু। বৃহস্পতি বা বৃহৎ পরমাত্মার গতি প্রাপ্ত অবস্থা আত্মা দেবযানীরূপ দেহবন্ধন বদ্ধ কচের দেবযানী সহ প্রণয়। পরমাত্মা হইতে আকাশক্রমে বিবর্ত্তিত পৃথিবীর অন্ন হইতে রেত=শুক্র। শুক্র হইতে ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয় দেহ। দেহাশ্রিত আত্মা নিজ অটুট ব্রহ্মচর্য্যে (ব্রহ্মত্বজ্ঞানে) দেহস্থিত শুক্রের আধারে যেন শুক্র কর্তৃক, লবণাক্ত জন্য অজীর্ণ অবস্থায় অক্ষরিত সঞ্জীবিত। ক্ষরিত শুক্রে আত্মার চিদাধিষ্ঠিত কোষ জীবিত থাকে না। ব্রহ্মচর্য্যের শেষ ফল—স্বরূপ-সিদ্ধি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি। কচের দেবযানীর সহিত ক্ষণিক প্রেমলীলা ও তাহাকে (দেহকে) ত্যাগ যেন "অবরুদ্ধ সৌরত" "পরমাত্মানি" কৃষ্ণের গোপীরূপ প্রকৃতিজাত শুক্রজাত দেহের সহিত প্রেমাভিনয়ের শেষে অন্তর্ধানের ন্যায়, স্বীয় পরমাত্মারূপ বৃহস্পতি পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠা। ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মার উপলব্ধি হয় না। তাহাদের লয়েই হয়। তাই দেবগণ আত্মোপলব্ধি বঞ্চিত—বৃহস্পতির শরণাগত। দেবপতি ইন্দ্রের ব্রহ্মার উপদেশে শতবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য পালনে ব্রহ্মোপলব্ধি হইয়াছিল। কচের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তিতে তাহার দেহ জীবিত রাখিবার জন্য সঞ্জীবনী শক্তির প্রয়োগের প্রয়োজন হয় নাই। তাহার শাপ ফলপ্রদ হয় নাই। দেহরূপ দেবযানী কচের শাপে ক্ষত্রিয় রাজা যযাতির পত্নী হইয়া পুনরায় ক্ষত্রিয়াভিপ্সিত ভোগপ্রদ স্বর্গসুখ ভোগের অধিকারিনী হইয়াছিলেন।

"গুরু কৃপাহি কেবলম্"—

সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi